CMYK

চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৬ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

CMYK

নির্বাচন
Sister
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিস্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 9 July, 2020 ■ আগরতলা, ৯ জুলাই, ২০২০ ইং ■ ২৪ আষাঢ় ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

বটতলায় নেশা বিরোধী অভিযানে গিয়ে উদ্ধার নগদ প্রায় ৫১ লক্ষ টাকা, ধৃত এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জুলাই।। নেশা বিরোধী অভিযানে নেমে প্রচুর নগদ টাকা উদ্ধার করেছে পুলিশ। ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলার বটতলা এলাকায় এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত অভিযোগে এক ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। পুলিশি অভিযানে প্রায় ৫১ লক্ষ টাকা উদ্ধারের ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে জনমনে।

বুধবার সকালে পশ্চিম আগরতলা থানার পুলিশ গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে বটতলায় এলাকায় অভিযানে গিয়েছিল। এ-বিষয়ে পশ্চিম আগরতলা থানার ওসি জয়ন্ত কর্মকার বলেন, গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে বেআইনি সামগ্রী উদ্ধারে গিয়েছিল পুলিশ। কিছু বেআইনি সামগ্রী উদ্ধার হয়েছে। তদন্ত চলছে। তিনি জানান, ওই অভিযানে পশ্চিম আগরতলা থানার পুলিশের সাথে সদর মহকুমা পুলিশ আধিকারিকও ছিলেন।

এ-বিষয়ে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ত্রিপুরা পুলিশের জনৈক পদস্থ আধিকারিক জানিয়েছেন, নেশা সামগ্রীর সন্ধানে গিয়ে পুলিশ মজুত নগদ টাকা উদ্ধার করেছে। প্রায় ৫১ লক্ষ টাকা আজ একটি বাড়ি থেকে উদ্ধার হয়েছে। ওই টাকা উদ্ধারের ঘটনায় বাড়ির মালিককে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। তিনি বলেন, নগদ টাকার সম্পূর্ণ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বটতলায় এলাকায় এক ব্যক্তির হেপাজতে থাকা নগদ ৫১ লক্ষ টাকা উদ্ধর করে নিয়ে যায় পুলিশ। ছবি-নিজস্ব।

আরও ৫৭ জন করোনা আক্রান্ত সুস্থ হলেন ৭৬

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জুলাই।। রাজ্যে নতুন করে আরও ৫২ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বুধবার এক ট্যুইট বার্তায় একথা জানিয়েছেন। তিনি আরও জানিয়েছেন, ১৮৩৯ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে এদিন। তাতে ৫৭ জনের কোভিড-১৯ রিপোর্ট পজেটিভ এসেছে। আক্রান্তদের মধ্যে গোমতী জেলার ২২ জন, সিপাহীজলার ১০ জন, পশ্চিম জেলার ১০ জন, খোয়াইয়ে ৯ জন, উত্তর ত্রিপুরায় ৫ জন এবং দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় ১ জন করোনা আক্রান্ত। অন্যদিকে, এদিন রাজ্যের বিভিন্ন কোভিড কেয়ার সেন্টার থেকে ৭৬ জন করোনা রোগী সুস্থ হয়েছেন। তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

টুইটারে প্রধানমন্ত্রীকে আক্রমণ রাহুলের, পাল্টা বিঁধলেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জুলাই।। টুইটারে প্রধানমন্ত্রীকে আক্রমণের জন্য রাহুল গান্ধীকে পাল্টা বিঁধলেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী ভোপাল গ্যাস দুর্ঘটনায় দায়ী ওয়ারেন অ্যান্ডার্সন-কে কেন পালাতে দিয়েছেন? প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে নিশানা করে রাহুল গান্ধীর টুইটের পাল্টা এভাবেই তাঁকে প্রশ্নবাণে বিঁধলেন মুখ্যমন্ত্রী।

বুধবার টুইটারে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে নিশানা করেন রাহুল গান্ধী। রাহুল বলেন, মোদীজি বিশ্বাস করেন পুরো বিশ্ব তাঁর মতোই। তিনি মনে করেন প্রত্যেকের মূল্য নির্ধারিত রয়েছে এবং সকলকে তিনি ভয় দেখাতে পারেন। সাথে রাহুল যোগ করেন, তিনি কখনওই বুঝতে পারবেন না, যাঁরা সত্যের পক্ষে লড়াই করেন তাঁদের কোনও মূল্য হয় না এবং তাঁদের ভয় দেখানো যায় না।

রাহুল গান্ধীর এই টুইটের পাল্টা দিলেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী। তিনি রাহুল গান্ধীর উদ্দেশ্যে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়ে বলেন, ভোপাল গ্যাস দুর্ঘটনায় দায়ী ওয়ারেন অ্যান্ডার্সন-কে ভারতীয় হেলিকপ্টারে দেশ ছেড়ে পালাতে সাহায্যের জন্য প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী কত মূল্য নিয়েছিলেন?

শীঘ্রই কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় আসবে নতুন মুখ

।। অভিজিৎ রায়চৌধুরী, নয়াদিল্লী, ৮ জুলাই।। খুব শীঘ্রই কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সম্প্রসারণ হতে চলেছে। একটি বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গিয়েছে, মুকুল রায়, জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া সহ বেশ কয়েকজনকে মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্ত করা হবে। তাছাড়া জনতা দলেরও বেশ কয়েকজনকে মন্ত্রীত্ব দেওয়ার চিন্তাভাবনা চলছে। সামনেই পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার নির্বাচন। তাছাড়া বিহারেও নির্বাচন। এই লক্ষেই শাসক দল মন্ত্রিসভায় নতুন করে কয়েকজনকে স্থান দিতে চলেছে। বর্তমানে অনেক মন্ত্রীই একাধিক মন্ত্রক সামলাচ্ছেন। জানা গিয়েছে, শিবসেনা মোদি সরকারের মন্ত্রিত্ব ছেড়ে দেওয়ার পর বেশ কয়েকজন মন্ত্রী একাধিক মন্ত্রক সামলাচ্ছেন। যেকোন সময় মন্ত্রিসভায় আসবে নতুন মুখ।

১০০টি বায়ো ভিলেজ গড়াব উদ্যোগ নিচ্ছে রাজ্য সরকার ঃ উপমুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জুলাই।। রাজ্যে ১০০টি বায়ো ভিলেজ গড়ে তোলার উদ্যোগ নিচ্ছে রাজ্য সরকার। বুধবার রাজধানীর বস্তিতে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও পরিবেশ দপ্তরের উদ্যোগে চড়িলামের ব্রজপুর বায়ো ভিলেজের কাজের অগ্রগতি নিয়ে আয়োজিত এক পর্যালোচনা বৈঠকে এমনটাই ইঙ্গিত দিলেন রাজ্যের উপ-মুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মন।

উপ-মুখ্যমন্ত্রী শ্রী দেববর্মন বলেন, বর্তমান সময়ে গোটা বিশ্বই বায়ো ভিলেজের দিকে এগোচ্ছে। রাসায়নিক সার, কীটনাশক ব্যবহারে উৎপাদিত ধান, মাছ, দুধ, শাকসবজি, ফলমুলের পরিবর্তে জৈবিকভাবে উৎপাদিত শাকসবজি, ফলমুলের ব্যবহারে আগ্রহ বাড়ছে রাজ্যে। জৈবিক ধান, শাকসজী, ফলমুলের ভালো বাজার দরও পাওয়া যাচ্ছে রাজ্যে। এতে কৃষকরাও আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছে ব্রজপুর গাওসভাকে পাইলট প্রজেক্ট হিসাবে বায়ো ভিলেজে রূপান্তরিত করার পর থেকেই গ্রামের মানুষের রোজগারও বেড়েছে শ্রী দেববর্মন বলেন, জৈবিকভাবে উৎপাদিত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শহরে আরএসএসও বিজেপি নেতাদের বাড়িতে হামলা মামলা হলেও গ্রেপ্তার নেই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জুলাই।। আমতলী থানা এলাকার হাপানিয়ার সুকান্ত পল্লীতে এক আরএসএস কর্মীর বাড়িতে হামলার ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। আক্রান্ত আরএসএস কর্মীর নাম নবজ্যোতি ঘোষ। জানা যায় মঙ্গলবার রাতে আচমকা আমতলীর হাপানিয়ার সুকান্ত পল্লীতে নবজ্যোতি ঘোষের বাড়িতে হামলা চালায়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাতে ওই এলাকায় আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। এ ব্যাপারে আমতলী থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে তবে এখনও পর্যন্ত এই ঘটনায় কাউকে গ্রেফতারের সংবাদ নেই। আরএসএস কর্মীর বাড়িতে হামলার ঘটনার নেপথ্যে কি রহস্য আত্মগোপন করে রয়েছে তা খুঁজে বের করার জন্য পুলিশের তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে। উল্লেখ্য সম্প্রতি এডি নগর এলাকায় অপর এক বিজেপি নেতার বাড়িতে হামলার ঘটনা সংঘটিত করেছে দুষ্কৃতিকারীরা। পরপর এসব ঘটনাকে কেন্দ্র করে জনমনে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। এসব ঘটনা আভ্যন্তরীণ কোন্দলের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মাইক্রো-ফিনান্স ইনস্টিটিউশনের ঋণের কিস্তি স্বেচ্ছায় ফেরত দেওয়া যাবে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জুলাই।। কোভিড-১৯ অতিমহামারীর পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক মাইক্রো-ফিনান্স ইনস্টিটিউশান গুলিকে মার্চ, ২০২০ইং থেকে আগষ্ট, ২০২০ ইং পর্যন্ত প্রদেয় ঋণ শোধ করার মাসিক কিস্তি স্থগিত রাখার ঘোষণা করেছে। তবে যারা স্বতপ্রণোদিতভাবে ঋণের কিস্তি ফেরত দিতে চান তারা তা ফেরত দিতে পারবেন। উক্ত সময়ে যারা ঋণের কিস্তি ফেরত দেবেন না, পরবর্তী সময়ে তাদের তা সুদ সমেত ফেরত দিতে হবে।

এই ইনস্টিটিউশান গুলি সম্পর্কে গ্রাহকদের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আসন নিয়ে বিজেপির তরফে ভাল সাড়া না পেলে একাই লড়বে আইপিএফটি ঃ মেবার

নিজস্ব প্রতিনিধি, গন্ডাছড়া, ৮ জুলাই।। গন্ডাছড়া মহকুমার জাতি-উপজাতি অংশের জনগণ খুব শান্তিপ্রিয় মানুষ। এই মহকুমাটি সবসময়ের শান্তির এলাকা বলে পরিচিত। জাতি এবং উপজাতিদের মধ্যে একটি সংস্কৃতি মেলবন্ধন রয়েছে। এমনিতেই ধলাই জেলার গন্ডাছড়া মহকুমা হচ্ছে পর্যটন কেন্দ্রের একটি স্থান। আগামী এডিসি নির্বাচন ঘিরে বিজেপি দলের নেতাদের সাথে আসন নিয়ে আলোচনা চলছে।

আসন নিয়ে বিজেপি দল থেকে যদি ভালো কোন সাড়া না পাওয়া যায় তাহলে আগামী এডিসি নির্বাচনে আইপিএফটি দল একাই লড়াই করবে। আইপিএফটি দলের কর্মীদের উদ্দেশ্যে বলেন মহকুমার জাতি এবং উপজাতি দের নিয়ে শান্তি বজায় রাখার আদেশ দেন। সারা রাজ্যে আইপিএফটি দলের ৩২ টি ডিভিশন রয়েছে এর মধ্যে একটি হল গন্ডাছড়া মহকুমা যেটি সবসময়ই শান্তিপ্রিয় এলাকা নামে পরিচিত। এই মহকুমায় ব্লক চেয়ারম্যান এবং বিধায়ক আইপিএফটি দলের। তাই মহকুমা সকল অংশের জনগণকে সাথে নিয়ে কাজ করার আহ্বান করেন নিজের দলের নেতা এবং কর্মীদের কাছে। আইপিএফটি দলটি একসময় শুধু উপ-জাতিদের ছিল। কিন্তু বর্তমান সময়ে আইপিএফটি দল জাতি-উপজাতি দের দল হয়ে উঠছে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিশ্রামগঞ্জে পুকুরের জলে ডুবে এক ব্যক্তির মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৮ জুলাই।। পুকুরের জলে ডুবে মৃত্যু হয় এক ব্যক্তির। ঘটনা বিশ্রামগঞ্জ থানার অন্তর্গত বড়কুবাড়ি এলাকায়। মৃত ব্যক্তির নাম শ্রীদাম দেববর্মা বয়স (৫৬)। পিতার নাম মৃত শ্যামসুন্দর দেববর্মা। পরিবার সূত্রে জানা যায় গতকাল অর্থাৎ মঙ্গলবার রাত্রিবেলা থেকে নিখোঁজ ছিলেন শ্রীধাম দেববর্মা। অনেক খোঁজাখুঁজি করার পরও শ্রীদাম কে না পেয়ে পরিবারের লোকজন বিশ্রামগঞ্জ থানায় মিসিং ডায়েরি করেন। বুধবার সকাল ১১ ঘটিকায় বাড়ি থেকে ২০০ মিটার দূরে সুব্রত দাস এর একটি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিস্তর পরিমাণে নেশা সামগ্রী উদ্ধার আটক দুই যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৮ জুলাই।। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মঙ্গলবার গভীর রাতে যাত্রাপুর থানার ওসি জীতেন্দ্র দাস এবং সাব ইন্সপেক্টর সুজীৎ দাস বরখলা নতুন টিলা এলাকা থেকে একহাজার একশো পঞ্চাশ বোতল ফেন্সিডিল সহ রাজেশ সুত্রধর(৩০), বিকাশ সুত্রধর(৩৫) এই দুজনকে আটক করে যাত্রাপুর থানায় নিয়ে আসে। রাত আনুমানিক এগারোটা চল্লিশ মিনিট নাগাদ বরখলা নতুন টিলা একটি পাম্পহাউস থেকে এই দুজনকে ফেন্সিডিল ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজধানী আগরতলায় নিশিকুটুম্বদের দৌরাত্ম্য, ব্যবসায়ীদের নাভিশ্বাস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জুলাই।। রাজধানী আগরতলা শহর এলাকায় চুরির ঘটনা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। আগরতলা পশ্চিম থানার নাকের ডগায় পোস্ট অফিস চৌমুহনী কংগ্রেস ভবন সংলগ্ন এলাকায় গতকাল রাতে একটি দোকানে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটেছে। চন্দন সাহার দোকানের দরজার তালা ভেঙ্গে চুরেরা মূল্যবান জিনিসপত্র নিয়ে যায়। গত কিছুদিন আগেও পোস্ট অফিস চৌমুহনী এলাকায় থানার নাকের ডগায় একই কৌশলে চুরির ঘটনা সংঘটিত করে চোরের দল।

থানার নাকের ডগায় পরপর এসব চুরির ঘটনা সংঘটিত হলো পুলিশ চুরির ঘটনা প্রতিহত করতে কার্যকরী কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সক্ষম হচ্ছে না। ফলে পুলিশের ভূমিকা কিরে ব্যবসায়ীসহ স্থানীয় জনমনে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। পুলিশের ব্যর্থতার কারণেই পরপর রাজধানী আগরতলা শহরে নিরাপত্তা বলয়ের মধ্যে এ ধরনের চুরির ঘটনা ঘটেছে বলে অভিযোগ। থানার নাকের ডগায় চুরির ঘটনা অবিশ্বাস্য হলেও ঘটনাটি সত্য। প্রতিবারই চুরির ঘটনার পর পুলিশ ঘটনার তদন্ত করে দায়িত্ব খালাস করে চলেছে কোন ক্ষেত্রেই পুলিশ সাফল্য পায়নি। পরপর এসব ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্থানীয় জনগণ ক্ষোভে ফুঁসছেন। রাত্রিকালীন পুলিশি টহল নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন এলাকার ব্যবসায়ী ও জনগণ।

পুলিশের নিষ্ক্রিয়তাকে কাজে লাগিয়েই চোরের দল এসব চুরির ঘটনা ঘটেছে। গতকাল রাতে চন্দন সাহার দোকানে চুরির ঘটনার পর বুধবার সকালে এ ব্যাপারে পশ্চিম থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। প্রতিবারের মতোই এবারও পশ্চিম থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত করে দায়িত্ব খালাস করেছে। এখনো পর্যন্ত চুরির ঘটনায় জড়িত কাউকে আটক করতে কিংবা চুরি যাওয়া সামগ্রী উদ্ধার করতে সক্ষম হয়নি পুলিশ। শহর এলাকায় রাত্রিকালীন নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার জন্য ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রেশন সামগ্রী তুলতে আঙুলের ছাপ বাধ্যতামূলক, মাসে সাশ্রয় ৫ কোটি টাকা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জুলাই।। রেশন সামগ্রী তোলার জন্য আঙুলের ছাপ নিতেই ভুয়ো গ্রাহক উধাও হয়ে গেছে। তাতে মাসে ৫ কোটি এবং বছরে ৬০ কোটি টাকা সাশ্রয় হয়েছে ত্রিপুরা সরকারের। বুধবার এক টুইট বার্তায় এই তথ্য দিয়েছেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। এদিকে, ৬২,৩৪০টি ভুয়ো রেশন কার্ড ত্রিপুরায় বাতিল করা হয়েছে।

ভুয়ো রেশন কার্ড বাতিলের জন্য ত্রিপুরা সরকার উদ্যোগী হয়েছে। অবশ্যই তাতে রেশন দোকানে বায়োমেট্রিক পদ্ধতি চালু হওয়ায় অনেকটাই সুবিধা মিলেছে। ভুয়ো রেশন কার্ডের মাধ্যমে সরকারি কোষাগার থেকে প্রচুর অর্থ নয়ছয় হয়েছে। আজ ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রশাসনকে ভ্রষ্টাচারমুক্ত রাখার সংকল্প নিয়েছি। তাই রেশন সামগ্রী তোলার জন্য ভোক্তাদের আঙুলের ছাপ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। তাঁর দাবি, আঙুলের ছাপ দিয়ে রেশন সামগ্রী তোলা শুরু হতেই এক মাসে ত্রিপুরা সরকারের ৫ কোটি টাকা সাশ্রয় হয়েছে। বছরে সাশ্রয় হবে ৬০ কোটি টাকা।

এ-বিষয়ে খাদ্য দফতরের অধিকর্তা জানিয়েছেন, ত্রিপুরায় মোট ৬২,৩৪০টি ভুয়া রেশনকার্ড বাতিল করা হয়েছে। তাঁর দাবি, বর্তমানে ত্রিপুরায় মোট রেশন কার্ড রয়েছে ৮ লক্ষ ৯৯ হাজার ৭০৬টি। তিনি বলেন, ২০২০-২১ বাজেটের ঘোষণা অনুযায়ী খাদ্য দফতর রাজ্যের ৩৪,৪৬৪টি পরিবারের অপুষ্টিতে ভোগা শিশুদের মধ্যে আগামী ৩ বছর বিনামূল্যে রেশন প্রদান করবে।

ধর্মনগরে রেল লাইনে ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার, খুনের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জুলাই।। রেল লাইনে আজ ভোরে এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগর থানাধীন ডুপিরবন লালছড়া এলাকার বাসিন্দা মেহের উদ্দিন (৩৯)-এর মৃতদেহ কাকড়ি রেলসেতুর ট্র্যাকের ওপর উদ্ধার হয়েছে। তাকে খুন করা হয়েছে বলে পরিবারের সদস্যরা অভিযোগ করেছেন।

এ-বিষয়ে মৃতের ভাই আব্দুল বাসিত বলেন, মেহের উদ্দিনকে পরিকল্পিতভাবে খুন করা হয়েছে। তাঁর কথায়, গতকাল আমরা দুই ভাই রেল গুদামে সারাদিন কাজ করেছি। কাজ শেষ হওয়ার পর দুজনেই বাড়ি ফিরে গেছি। কিন্তু রাতে মেহের উদ্দিন বাড়ি থেকে বের হয়ে যান এবং আর ফিরে আসেননি। আব্দুল বাসিত বলেন, আজ ভোরে স্থানীয় জনগণ কাকড়ি সেতুর রেল লাইনে মেহের উদ্দিনের মৃতদেহ পড়ে রয়েছে দেখতে পেয়ে পুলিশে খবর দেন। খবর পেয়ে পুলিশ জিআরপি-কে সাথে নিয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য পাঠিয়েছে।

আব্দুল বাসিতের দাবি, রাতে ভাইকে অনেকবার ফোন করা হয়েছে। কিন্তু তিনি ফোন ধরেননি। আজ জিআরপি থানার আধিকারিকের ফোন পেয়ে থানায় গিয়ে সমস্ত বিষয়ে জানতে পেরেছি। তিনি বলেন, মেহের উদ্দিনের মোবাইল জিআরপি-র কাছে রয়েছে। এদিকে, পুলিশ জানিয়েছে, মাথা ও পায়ে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

কন্টেইনমেন্ট জোনে খাদ্যের সংকট তীব্র আন্দোলনে স্থানীয়রা

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৮ জুলাই।। কমলাসাগর বিধানসভার মিয়াপাড়া এলাকায় কুড়িটি পরিবারকে যার মধ্যে সদস্য সংখ্যা ৮৫ জন গত ১৮ দিন পূর্বে কন্টাইন্মেন্ট জোন হিসেবে ঘোষণা করেছিল রা সিপাহী জলা জেলা সমাহর্তা। কারণ ওই এলাকা থেকে এক স্বাস্থকর্মীৰ করুণা পজিটিভ এসেছিল। পরবর্তী সময়ে সেই স্বাস্থ্যকর্মীকে কোবিড সেন্টারে নিয়ে যাওয়া হয়। সেই স্বাস্থ্যকর্মীর পরিবারের সমস্ত সদস্যদের নমুনা নেওয়া হয়। পরে প্রত্যেকের নমুনায় নেগেটিভ আসে।

কিন্তু সমাহর্তা কোন ঝুঁকি না নিয়ে ওই এলাকার কুড়িটি পরিবারকে কন্টাইন্মেন্ট জোন হিসেবে ঘোষণা করেছিল। আর বুধবার ছিল কন্টেন মেন্ট জোনের ১৮ তম দিন। আর সেই দিন সেই কুড়িটি পরিবার বাঁশের ব্যারিকেডের ভেতরে গেটের সামনে আন্দোলনে বসে। তাদের দাবি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের মোবাইল ফোন প্রদান, গর্ভবতীদের 'মুখ্যমন্ত্রী মাতৃপুষ্টি উপহার'

মা-বোনেদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের সহায়ক হবে সাথে অপুষ্টি দূর করা সম্ভব হবে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জুলাই।। মুখ্যমন্ত্রী মাতৃ পুষ্টি উপহার ও ত্রিপুরা বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও অভিযান কর্মসূচিতে ত্রিপুরায় মা-বোনেদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে সহায়ক হওয়ার সাথে অপুষ্টি দূর করাও সম্ভব হবে। বুধবার আগরতলার নজরুল কলাক্ষেত্রে সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দফতর আয়োজিত অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের মধ্যে 'মোবাইল ফোন' প্রদান, গর্ভবতী মহিলাদের মধ্যে 'মুখ্যমন্ত্রী মাতৃপুষ্টি উপহার' এবং 'ত্রিপুরা বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও' অভিযানের উদ্বোধন করে এ-কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তাঁর কথায়, রাজ্যবাসী একদিকে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ মোকাবিলা করছেন, অন্যদিকে ত্রিপুরাকে শক্তিশালী রাজ্য হিসাবে গড়ে তুলতে সাধারণ মানুষ, প্রতিটি দফতরের কর্মচারি ও উচ্চপদস্থ আধিকারিকগণও একযোগে কাজ করে চলেছেন।

তিনি বলেন, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের কর্মীদের স্মার্ট মোবাইল ফোন দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা স্বল্প সময়ের মধ্যে দ্রুত প্রয়োজনীয় তথ্য উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের কাছে পাঠাতে সক্ষম হবেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ১০,২৭৮ জনকে স্মার্ট মোবাইল ফোন দেওয়া হবে। এর মধ্যে ৯,৯১১ জন অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী এবং ৩৬৭ জন সুপারভাইজার রয়েছেন। অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের মাসিক ৫০০ টাকা ইনসেনটিভ এবং ইন্টারনেট সংযোগ বাবদ মাসিক ২০০ টাকা করে প্রদান করা হবে। তিনি বলেন, ত্রিপুরা সরকারের ইনসেনটিভ বাবদ ব্যয় মাসিক ৪৯ লক্ষ ৫৫ হাজার ৫০০ টাকা এবং ইন্টারনেট সংযোগের জন্য মাসিক ২০ লক্ষ ৫৫ হাজার ৬০০ টাকা ব্যয় হবে।

মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যে শিশুজন্মের হার, শিশুমৃত্যুর হার, গর্ভবতী মহিলাদের মৃত্যুর হার, পাঁচ বছরের নীচে শিশুর ওজন, টিবি এবং ম্যালেরিয়া রোগীর পরিসংখ্যান জাতীয় পরিসংখ্যানের সঙ্গে তুলনা করে বলেন, ৫০ লক্ষ জনসংখ্যার নীচে ছোট রাজ্যগুলির মধ্যে টিবি রোগ প্রতিরোধে ত্রিপুরা সর্বোচ্চ স্থানে রয়েছে। তাঁর দাবি, আশাকর্মী, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী এবং সমাজ সচেতনতার জন্য ত্রিপুরায় শিশুজন্মের হার জাতীয় গড়ের চেয়ে অনেকটাই কম। সাথে তিনি আশা প্রকাশ করে বলেন, শিশু এবং গর্ভবতী মায়েদের মৃত্যুর হার শূন্যের কোঠায় পৌঁছবে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব অঙ্গনওয়াড়ী কর্মীদের মোবাইল ফোন বিতরণ করেন। ছবি নিজস্ব।

CMYK

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৮ ◘ সংখ্যা ২৬৬ ◘ ৯ জুলাই ২০২০ইং ◘ ২৪ আষাঢ় ◘ বৃহস্পতিবার ◘ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

ত্রিপুরায় বন উজার

ত্রিপুরার সম্পদ ও গর্বই ছিল বনজ সম্পদ। এক সময় পাহাড় জুড়িয়া বন উৎসব পালিত হইত। ছোট চারা গাছ লাগানোর ধুম ছিল। ছিল বন কর্মীদের অক্লান্ত পরিশ্রম। ফাঁকি ঝুঁকির বিরুদ্ধে ছিল কঠোর ব্যবস্থা। ত্রিপুরায় মুখ্য বন সংরক্ষক হিসাবে নরেশ ভট্টাচার্যের অপরিসীম অবদান ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখা থাকিবার কথা। তাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রম নিষ্ঠার কারণে ত্রিপুরা বনজ সম্পদে অনেক বেশী অগ্রণী ছিল। আজ বন উজার করিতেছে বনদস্যুরা। বন দপ্তরও নমঃ নমঃ করিয়া চলিতেছে। বনের উন্নয়ন, চারা গাছের বিপ্লব এখন রাস্তার দু'পাশে চলিতেছে। কথায় আছে 'বন্যেরা বনে সুন্দর শিশুরা মাতৃক্রোড়ে।' বন উজার রুখিতে তেমন বলিষ্ঠ উদ্যোগ নাই। পাহাড়ের বিস্তীর্ণ বনভূমিতেই চারা গাছ লাগানো হইত। সেখানে এখন চারা গাছ উধাও। উধাও গাছের পর গাছ। বড়মুড়ায় জাতীয় সড়কের পাশে গাছ কাটা স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী ধরিয়া ফেলেন। উত্তর ধলাই সফর সারিয়া রাতের দিকে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের কনভয় ছুটে আগরতলার দিকে। তখনই বড়মুড়ায় স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী গাছ কাটারত বন দস্যুদের হাতে নাতে ধরিয়া ফেলেন। মুখ্যমন্ত্রীর কঠোর নির্দেশ সত্বেও বন সাবার করিতেছে বন দস্যুরা। তাহার মাত্রা বাড়িয়া যাওয়ায় রাজ্যবাসীও গভীর ভাবে উদ্বিগ্ন। মঙ্গলবার সকালে বিশালগড় থানাধীন গজারিয়া এলাকায় গোপন খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালাইয়া প্রায় ত্রিশটি সেগুন গাছের লগ উদ্ধার করে বনকর্মীরা। এই অভিযান শুরু হওয়ার কিছুক্ষণ পরই শুরু হয় এলাকাবাসীদের বাধা বিপত্তি। প্রায় ২৫ হইতে ৩০ জন মহিলা হাতে দা এবং লাঠি নিয়া বন দপ্তরের কর্মীদের ডিউটি করিতে বাধা সৃষ্টি করে। খবর পাইয়া বিশালগড় থানার পুলিশ বিশাল টিএসআর বাহিনী নিয়া অভিযান চালাইলে বাধা সৃষ্টিকারীরা পালাইয়া যায়। বনকর্মীরা আটককৃত লগগুলি নিয়া যাইতে পারে। যাহারা বনকর্মীদের উপর দা লাঠি নিয়া হামলা চালায় সেইসব মহিলা দস্যুদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া দরকার।

শুধু বিশালগড় থানার গজারিয়া নহে রাজ্যের প্রায় সর্বত্র বন দস্যুদের বন সাবার করার কাজ জোর কদমে চলিতেছে। গাছ জীবন বাঁচায়, গাছ না বাঁচিলে মানুষ বাঁচিবে নাা। তাহা প্রচারই সার। বন রক্ষা করার মতো তেমন উদ্যোগ নাই। ত্রিপুরার বনজ সম্পদ এক সময় ছিল ভারত বিখ্যাত। কিন্তু, আজ সেই দিন আর নাই। আজ বন ধ্বংসের নগ্ন তৎপরতা চলিতেছে। রাজ্যের বনমন্ত্রী আইপিএফটির মেবার কুমার জমাতিয়ার মুখেও ট্যু শব্দ নাই। বনমন্ত্রী হিসাবে তিনি কতখানি সফল সেই প্রশ্ন উঠিয়াছে। ত্রিপুরার গর্ব এমন ধুলায় লুটাইবে তাহা ছিল ভাবনার অতীত। রাজ্য জুড়িয়া বন ধ্বংসের ঘটনার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা না থাকিলে ত্রিপুরার পরিবেশের উপর বিরাট প্রভাব পড়িবে। রাজ্যের বিভিন্ন জাতীয় সড়কের পাশে বৃক্ষচারা রোপনের পদক্ষেপের সঙ্গে বনদস্যুদের বিষ দাঁত ভাঙ্গিয়া দিতে হইবে। তাহা নাা হইলে বন লুণ্ঠনে ত্রিপুরায় আরও বড় বিপদ দেখা দিতে পারে।

চেষ্টা করুন, তবেই তো ভারত আত্মনির্ভর হয়ে উঠবে

রবীন্দ্র কিশোর সিনহা

সীমান্তে চিনের সঙ্গে ভয়ঙ্কর সংঘর্ষের পর থেকেই, শত্রু দেশ চিন থেকে আমদানি বন্ধ করা নিয়ে সরব হচ্ছে দেশ। দাবি উঠছে, চিনের উপর নির্ভরতা হ্রাস করা হোক। যদিও কিছু হতাশ মানুষজন মনে করেন, এমনটা সম্ভব নয়। তাঁরা নানা ধরনের দুর্বল যুক্তি দেওয়া শুরু করেছে। দেশের আত্মসম্মানের সঙ্গে তাঁদের হয়তো কিছু আসে-যায় না। সর্বোপরি, তাঁরা এটাও জানে না যে, সরকার এবং বেসরকারি সেক্টর নিজ নিজ স্তরে চিনকে বয়কট করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করছে। প্রথমেই দেশের সড়ক প্রকল্পগুলি সম্পর্কে কথা বলা যাক। সরকারি সড়ক নির্মাণের জন্য এখন এমন কোনও সংস্থাকে বরাত দেওয়া হবে না, যে সংস্থার অংশীদার চিনা কোম্পানি। কেন্দ্রীয় সড়ক ও পরিবহণ মন্ত্রী নীতিন গডকরি স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন, 'কোনও চিনা কোম্পানি যদি যৌথ উদ্যোগের মাধ্যমে আমাদের দেশে আসতে চায়, তবে আমরা সেক্ষেত্রেও অনুমতি দেব না। আমরা দৃঢ় অবস্থান নিয়েছি।'

দেশে এই মুহূর্তে মাত্র কয়েকটি প্রকল্প রয়েছে এমন ধরনের পরিকল্পনা রয়েছে, যেখানে চিনা কোম্পানি অংশীদার। অনেক আগেই তাঁরা টেন্ডার পেয়েছিলেন। লাদাখের গালওয়ান উপত্যকায় চিনের কুকর্মের জেরে, ভারতীয় রেলও শিক্ষা দেওয়া শুরু করেছে। ভারতীয় রেল একটি চিনা কোম্পানির সঙ্গে চুক্তি বাতিল করেছে। ২০১৬ সালে চিনা কোম্পানির সঙ্গে ৪৭১ কোটি টাকার চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল, ওই চুক্তি অনুযায়ী ৪১৭ কিলোমিটার লম্বা রেললাইনে সিগন্যাল সিস্টেম বসানোর কথা। এর আগে বিএসএনএল এবং এমটিএনএল-কেও চিনা সরঞ্জামের ব্যবহার কমিয়ে আনার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক ইতিমধ্যেই ৫৯টি চিনা অ্যাপ নিষিদ্ধ করেছে। এর মধ্যে রয়েছে টিকটক, হেলো, ইউসি ব্রাউজার প্রভৃতি। তথ্য

প্রযুক্তি আইনের ৬৯এ ধারার অধীনে ৫৯টি অ্যাপ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আসলে এই সমস্ত অ্যাপের অপব্যবহার সম্পর্কে সরকারের কাছে ধারাবাহিকভাবে অভিযোগ আসছিল।

সরকার যখন চিনকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য কোমর বেঁধে নেমে পড়েছে, তখন বেসরকারি সেক্টর কেনই বা পিছিয়ে থাকবে। দেশের শীর্ষস্থানীয় ইস্পাত কোম্পানি জিন্দল দক্ষিণ-পশ্চিম চিন থেকে আমদানি বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে। জিন্দল দক্ষিণ-পশ্চিম কোম্পানি নিজেদের স্টিল ফ্যাক্টরি এবং চুল্লির জন্য চিন থেকে কাঁচামাল নিয়ে থাকত। চিনের পরিবর্তে এবার ব্রাজিল এবং তুরস্ক থেকে এই কাঁচামাল নিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তাঁরা। একটি বিষয় অত্যন্ত পরিষ্কার, বিকল্পের সন্ধান করলে অবশ্যই মিলবে। চিনের থেকে বেশি ভাবতে হবে আমাদের, একধাপ এগিয়ে থাকতে হবে। দেশের অটো সেক্টরও চিন থেকে কাঁচামাল আমদানি করে। প্রায় ৪০ শতাংশ কাঁচামাল চিন থেকেই আমদানি করা হয়। অটো সেক্টরকেও বিকল্প ভাবতে হবে। সীমান্তে দেশের বীর সেনা জওয়ানদের বলিদানের কথাও ভাবতে হবে। আমরা যদি চিনের সমস্ত কুকর্মকে উপেক্ষা করি এবং আমদানি অব্যাহত রাখি, তাহলে এভাবে আমরা শহিদদের সত্যিই অপমান করব।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যখন থেকে দেশকে আত্মনির্ভর করে তোলার আহ্বান করেছেন, তখন থেকেই কিছু ধর্মনিরপেক্ষ মানুষ বলতে শুরু করেছেন, আমাদের ফার্মা সংস্থাগুলি চিন থেকে আমদানি না করলে রাস্তায় নেমে পড়বে। জেনেরিক ওষুধ প্রস্তুতকারী ভারতীয় ওষুধ কোম্পানিগুলি চিন থেকে ৮০ শতাংশ সক্রিয় ওষুধের উপাদান (এক্টিভ ফার্মাসিউটিক্যাল ইনগ্রিডেন্টস) আমদানি করে। ভারতে এক্টিভ ফার্মাসিউটিক্যাল ইনগ্রিডেন্টসের উৎপাদন ভীষণ কম, তা দ্রুত বাড়াতে হবে। এবার ভারতের ফার্মা কোম্পানিগুলিকেও অন্যান্য দেশ থেকে এক্টিভ ফার্মাসিউটিক্যাল ইনগ্রিডেন্টস নেওয়ার বিকল্প ভাবতে হবে। যতদিন না পর্যন্ত আমরা স্বাবলম্বী হয়ে উঠি।

সত্যিই লজ্জার বিষয়, প্রতিবছর কোটি কোটি টাকা আয় করা ফার্মা কোম্পানিগুলি চিনের উপর এতটাই নির্ভরশীল। তাহলে তাঁদের নিজেদের উপলব্ধি কী? কেন তাঁরা নিজেরাই এক্টিভ ফার্মাসিউটিক্যাল ইনগ্রিডেন্টস তৈরিতে বিনিয়োগ করেনি। নিজেদের আত্মনির্ভর করে তোলার চেষ্টাই তাঁরা করেনি। আসলে আমাদের মধ্যেই খামতি রয়েছে। আমরাই নিজেদের দুর্বল করে তুলেছি। বিগত কয়েক বছর ধরে দেশকে কী মেড ইন চায়না উদযাপন করেনি? ভারতে প্রতি বছর দীপাবলি সময় কোটি কোটি টাকার চিনা লাইট, আতশবাজি, দেব-দেবীর মূর্তি বিপুল পরিমাণে আমদানি করা হয়। আমরা কী এসব তৈরি করতেও অক্ষম? লজ্জা হওয়া উচিত। আমরা যদি চিনে তৈরি লাইট আমদানি বন্ধ করি তবে দেশীয় পণ্যের ব্যবহার বাড়বে। গরিব কুম্ভকাররা জীবন-জীবিকা অর্জন করবেন। কিন্তু, এসব নিয়ে আমরা কবেই বা ভেবেছি।

শিল্প ও বাণিজ্যিক সংগঠন অ্যাসোচেম দাবি করেছে, দীপাবলিতে মেড ইন চায়না পণ্যের চাহিদা প্রতিবছর ৪০ শতাংশ হারে বাড়ছে।

বলাবাহুল্য, এর ফলে ভারতের আভ্যন্তরীন উদ্যোগ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। হাজার হাজার বন্ধ হয়ে গিয়েছে, লক্ষ লক্ষ মানুষ কাজ হারিয়ে বেকার হয়ে পড়েছেন। মনে রাখা উচিত, চিনের সঙ্গে সীমান্ত বিবাদের আগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ভারতকে বিশ্বের বৃহত্তম উৎপাদন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার আহ্বান করেছিলেন। কিন্তু, প্রধানমন্ত্রীর আহ্বানে আমরা সেভাবে সাড়াই দিচ্ছি না। যদিও ভারতের কাছে দক্ষতা, প্রতিভা, এবং শৃঙ্খলা রয়েছে।

চিন যখন ভারতীয় মার্কেটে নিকৃষ্টমানের পণ্য পূরণ করতে শুরু করেছিল, তখনই আমাদের বুঝে যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু, আমরা ভুল শোধরাইনি। এই কাজ শুধুমাত্র সরকার, সমগ্র দেশের করা উচিত

ছয়ের পাতায় দেখুন

করোনা সঙ্কটে অসহায় ক্ষোভকে প্রতিবাদে পরিণত করেছে বাংলা কবিতা

কলকাতা, ৮ জুলাই (হি. স.): নিরন্তন জীবন সংগ্রামে বেঁচে থাকার নির্যাস মানুষ কবিতার মধ্যেই পেয়েছে।কবিতার ছত্রে মানুষ প্রতিবাদের কণ্ঠকে চিনতে শিখেছে।এই ধারা বহু দশক ধরে বাংলা কবিতাকে সমৃদ্ধ করে চলেছে। জীবনানন্দের অদ্ভুত এক আঁধারে ক্ষুধার্ত জনতা সুকান্তর কবিতা পড়ে বিপ্লবের স্পন্দন নিজেদের হৃদয়ে অনুভব করেছিল। চে গুয়েভারার মৃত্যুতে হতাশা ও দুঃখে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় যখন নিজেকে অপরাধী হিসেবে প্রতিপন্ন করছেন ঠিক সেই সময় আশার পথ বুভুক্ষু মানুষকে চিনিয়ে দিয়ে শক্তি চট্টোপাধ্যায় বলেছিলেন, পুরুষ পিঁপড়ের মতো এই সুকাজ মানুষেও পারে।

করোনা, আমফান ও তার থেকে তৈরি হওয়া তীব্র সামাজিক বৈষম্যের জেরে মানুষ দিশেহারা, বিভ্রান্ত, ক্ষুদার্থ, শোষিত।কার্যত তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের এই পরিস্থিতির মধ্যে দাঁড়িয়ে সমকালীন বাংলা কবিতায় মানুষ কি আদৌ প্রতিবাদের ভাষাকে খুঁজে পেল। এই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে কবি মন্দাক্রান্তা সেন জানিয়েছেন, যে বড় বিপর্যয়ের মধ্যে দিয়ে বর্তমান সমাজ চলেছে, তার প্রতিফলন বাংলা কবিতায় পড়েছে। দেশ ও রাজ্য সরকারের অপদার্থতার বিরুদ্ধে মানুষ প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠছে। অসহায় ক্ষোভ উঠে এসেছে কবিতায়। দীর্ঘ অবসর যাপন অবসাদকে ডেকে এনেছে। এতে করে মানসিকতায় নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। কিন্তু ইতিবাচক পথের শপথ এর মধ্যে নিহিত রয়েছে।বর্তমান সময়ে প্রত্যেকেই পরস্পরবিরোধী মানসিকতার শিকার।এর কারণ সত্যটা জানতে দেওয়া হচ্ছে না।অন্যদিকে ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। বিষণ্ণতার মধ্যেও একটা জেদ, মরিয়া ভাব দেখা যাচ্ছে। অসহায় ক্ষোভ প্রকাশ প্রতিবাদে পরিণত হয়েছে।ঠিক, ভুল চিহ্নিত করা হচ্ছে। অনিশ্চয়তার মধ্যেও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি হচ্ছে।

এই সঙ্কটকালে যেখানে বইপাড়া কার্যত অচল হয়ে পড়েছে সেখানে ফেসবুক পেজে মন্দাক্রান্তা সেনের একের পর এক কবিতা মানুষের মন ও চেতনার চৈতন্যকে জাগ্রত করে তুলেছে। তার লিখা হে প্রেম হে দুঃসময় ১, মহামারী, পরিনামে সমকালীন পরিস্থিতি ও মানুষের তীব্র সংগ্রামের ধারা প্রস্ফুটিত হয়েছে।কবি সুবোধ সরকার জানিয়েছেন, বর্তমানে গোটা সমাজ দুটি মহামারীর মধ্যে দিয়ে চলেছে। প্রথমটি করোনা। দ্বিতীয়টি অর্থনৈতিক সংকট। বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে কয়েকটি পত্র পত্রিকায় লেখা হয়েছে। এই সংকটকালে বাংলা কবিতা কতটা সমৃদ্ধ হয়েছে তা পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন বই প্রকাশের মধ্য দিয়ে বোঝা যাবে।কিন্তু ফেসবুকে সবাই কবি। আজ সুশান্ত সিং রাজপুতকে নিয়ে লিখছে তো অন্যদিন পরিযায়ী শ্রমিকদের নিয়ে। এই ভাবে কবিতা লেখা যায় না। কবিতা লিখতে গেলে বিষয় নির্বাচন এবং নিজেকেও সচেতন ভাবে তৈরি করতে হয়। ফেসবুকে লেখালেখি থেকে এটা স্পষ্ট যে মানুষের মধ্যে সচেতনতা রয়েছে। কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সময় সামাজিক সচেতনতার প্রভাব বাংলা কবিতায় পড়েছিল।বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ পবিত্র সরকার জানিয়েছেন, নিঃসন্দেহে পরিস্থিতি সংকটজনক। কিন্তু চাপাচাপি বা জোর করলে ভালো লেখা হয় না। প্রয়োজন স্বতঃস্ফূর্ততার। তবে গভীর মানবিক বিপর্যয়ের মধ্যে অবশ্যই ভালো লেখা আগামী দিনে আমরা পাব। উদীয়মান কবি শুভদীপ চক্রবর্তী জানিয়েছেন, বর্তমানে বাংলা কবিতার ব্যাপ্তি অনেক বেশি প্রসারিত। সে আর নিজেকে ছন্দের মধ্যে আবদ্ধ করে রাখেনি। বাংলা কবিতা থেকে যে প্রেম, বিরহ হারিয়ে যেতে সেছিল এই পরিস্থিতিতে সেগুলি আবার ফিরে এসেছে।সামাজিক মাধ্যমে কবিতা লেখার প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে শুভদীপ জানিয়েছেন, আর্ত মানুষের জন্য প্রকৃত অর্থে মনের দরদ নেই। শুধু কলমের জোর রয়েছে বলেই লিখে চলেছে অনেকে। এখানে লাইক পাওয়ার একটা লোভও থেকে যায়। আগামী প্রজন্ম এই সময়টাকে মনে রাখবে। এই সময়কে নিয়ে তারা গবেষণা করবে।আর তখনই তারা বাংলা কবিতার শরণাপন্ন হবে। উল্লেখ করা যেতে পারে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে এখনো পর্যন্ত বাংলা কবিতা সমাজকে সচেতন ও মানবিক করে তোলার গুরু দায়িত্ব পালন করে এসেছে।

গড়িয়াহাট বাজারে করোনা সতর্কতামূলক প্রচার পুলিশের

কলকাতা, ৮ জুলাই (হি. স.) :সময়ের সাথে ক্রমাগত বাড়ছে করোনা আতঙ্ক। এরই মাঝে বৃহস্পতিবার বিকেল ৫ টা থেকে কন্টেনমেন্ট জোনগুলিতে কড়া লকডাউনের ঘোষণা রাজ্য সরকারের। তারই আগে বুধবার গড়িয়াহাট বাজারে করোনা সতর্কতামূলক প্রচার গড়িয়াহাট পুলিশের।অদৃশ্য ভাইরাস করোনা সঙ্গে লড়ছে শহরবাসী। কিন্তু বাজারে গিয়ে সবজি কেনার দরকষাকষিতে সামাজিক দূরত্ব রাখার কথা ভুলেই যায় অনেকে। অনেকে আবার উত্তেজনার বশে খুলে ফেলছে মাস্ক। কিন্তু বর্তমানের কঠিন পরিস্থিতিতে সামাজিক দূরত্ব মাস্ক কে সবসময়ের সঙ্গী বানিয়ে নিতে হবে।

করোনা ও কিছু স্মৃতির প্রেক্ষিত

নিতাই বসু

আজ করোনা আলোড়িত করছে সারা পৃথিবীকে ভারতবর্ষও বিপর্যস্ত। আজ পৃথিবীব্যাপী করোনা আক্রমণে কোটি কোটি মানুষের মৃত্যু প্রত্যক্ষ করছি আমরা। মনে হয় এই 'কলিযুগে' করোনার এই আক্রমণ যেন তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ। কেউ কেউ বলছেন পৃথিবীর সত্তর শতাংশ মানুষ এই বীজাণু থেকে আক্রান্ত হবে এবং এণ মধ্যে ত্রিশ শতাংশ মানুষের মৃত্যু হবে। তবে কি ক্ল্যাসিক্যাল অর্থনীতিবিদ ম্যালথসের 'জনসংখ্যাতত্ত্বের' স্বীকৃতি দিতে চলেছি আমরা? ম্যালথস মনে করতেন পৃথিবীর ধনসম্পদ যখন পৃথিবীর মনুষ্যসমাজকে ধারণ করবার ক্ষমতা হারাবে তখনই বলা যাবে অতি জনসংখ্যা বা 'ওভার পপুলেশন'। তখন প্রকৃতি তার নিজস্ব নিয়মে যুদ্ধ, বন্যা, ভূমিকম্প, অগ্ন্যুৎপাত প্রভৃতির মাধ্যমে আবার সামঞ্জস্য ফিরিয়ে আনবে। আজকে অনেক মানুষ মনে করছেন এই সংকট আমাদের নতুনভাবে ভাবতে সেকাবে প্রকৃতির সঙ্গে সহাবস্থানের কথা, উন্নয়নকে নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখার কথা। এই পরিপ্রেক্ষিতে কিছু পুরনো স্মৃতিচারণ হয়ত সম্পূর্ণভাবে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকেই কার্ফু বা সান্ধ্য আইন শব্দটার সঙ্গে আমরা পরিচিত হই। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে, যখন যেখানে সন্ধে নামত, সম্পূর্ণ নিষ্প্রদীপ হয়ে যেত পরের দিন সূর্য ওঠা পর্যন্ত। এই নিয়মটিকেই বাল হত সান্ধ্য আইন কারণ রাতের অন্ধকারে শত্রু বিমানের পক্ষে আক্রমণ করা সহজ ছিল না। দিনের আলোয় শত্রু বিমানকে প্রত্যাঘাত করা সহজ ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মানবযজ্ঞের বিভীষিকা আমরা এদেশে দেখতে না পেলেও কয়েকটি নতুন ব্যবস্থা ও শব্দের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলাম ওই সময়েই। নির্দিষ্ট পরিমাণে, নির্দিষ্ট মাপে, মাথাপিছু চাল, ডাল, মোটা সুতির কাপড় ইত্যাদি বন্টনের ব্যবস্থা, যাকে আমরা এখন বলি 'রেশন ' এবং 'কিউ' অর্থাৎ পরপর লাইন দাঁড়িয়ে দ্রব্যাদি কিনে আনা, এই ধারণার সঙ্গে সেই সময়েই প্রথম পরিচিত হই। আমাদের দেশেও এই করোনা যুদ্ধ ও শুরু হল একদিনের কার্ফু দিয়ে এবং মাঝে কিছুদিন সান্ধ্য আইনের কথাও আমরা শুনলাম।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছে এমন সময়ে ১৯৪৩-এ দেখা দিল চরম দুর্ভিক্ষ। গ্রামের মানুষ কাতারে কাতারে গ্রাম ছেড়ে শহরে আসতে শুরু করল। কলকাতায় রাস্তায় রাস্তায় একটু ফ্যানের

আশায় কী কাতর আর্তনাদ। আজকের প্রজন্মের কাছে এ ছবি অদেখা। খেতে না পেয়ে মা , ছেলের শবদেহ রাস্তায় রাস্তায়। এই নিদারুণ আরো একবার পরিষ্কার হয়ে গেল। আরো একবার প্রমাণিত হল মানুষের জীবনের কত মূল্য ধার্য হয় আমাদের দেশে। একথা সত্যি যে এই আক্রমণের জন্য পৃথিবীর কোনো দেশই প্রস্তুত ছিল না। কিন্তু মূল পরিকাঠামোর এবং মানুষমুখী বৈজ্ঞানীকি নীতির ওপর ভিত্তি করে বিভিন্ন দেশের অবস্থার তারতম্য ঘটেছে। করোনা প্রথমেই আক্রমণ করেছে দেশের স্বাস্থ্য পরিকাঠামোকে। মানুষের তুলানয় আমাদের স্বাস্থ্যব্যবস্থার অপ্রতুলতার কথা জানা থাকলেও মধ্যবিত্ত এবং উচ্চবিত্ত মানুষরাও দেখলেন এই অভাবের মারাত্মক ফল।

এই করোনা অভিঘাত আমাদের শব্দভাণ্ডারে কিছু কিছু শব্দকে খুব পরিচিত করে তুলেছে। তার একটা হল 'সামাজিক দূরত্ব' । করোনার মোকাবিলার জন্য সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা একান্ত জরুরি। কিন্তু এই নিদান ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে কতটা কার্যকারী সেটা দেখা প্রয়োজন। জনবসতির ঘনত্বের নিরিখে পৃথিবীর যে শহরগুলে সবচেয়ে উপরের দিকে তার মধ্যে রয়েছে প্রতি বর্গকিলোমিটার হিসেবে বাংলাদেশের ঢাকা ৪৪ হাজার, ভারতবর্ষের মুম্বাই ৩২ হাজার, কলকাতা ২৪ হাজার, গুজরাতের সুরাট ২১ হাজার, আমেদাবাদ ২০ হাজার দিল্লি ১১ হাজার। সেখানে আমেরিকার সবচেয়ে ঘনবসতি শহর নিউইয়র্কের ক্ষেত্রে এই সংখ্যা ১০ হাজার এবং জাপানের টোকিও শহরের এই সংখ্যা ৬ হাজার। লক্ষ্য করা যায় যে, ঘনত্বের সঙ্গে করোনার প্রকোপের হারের একটা সম্পর্ক আছে। দেশব্যাপী এই অসম উন্নয়ন। স্বাধীনতার তিয়াত্তর বছর পরেও এই উন্নয়নের ধরন থেকে আমরা মুখ পিরিয়ে ছিলাম। এই বিপুল জনঘনত্বে, যেখানে বহু মানুষ মাত্র একটি ঘরে পরিবার নিয়ে থাকেন, সেখানে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার কথা কেমন যেন ঠাট্টার মতো শোনায়।

অবশ্যই শুধু জনঘনত্বই একমাত্র কারণ নয়। সচেতনতা এবং বৈজ্ঞানিক ও শিক্ষিত মানসিকতা সর্বস্তরের মানুষের মধ্য কেনমভাবে ছড়িয়েছে সেটাও একটা কারণ। এ ব্যাপারে মিডিয়ার একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে—অনেকাংশেই এই দায়িত্ব পালনে মিডিয়া সচেষ্ট। আরো একটা জিনিস প্যায়া গেল—জিবহা-সর্বস্ব রাজনৈতিক দলগুলির প্রতিনিধিদের অন্ধ চাটুকারিতা। এদের দেখে দুঃখের চেয়ে হাসি পায় বেশি। মানুষ মরছে এরা পরস্পরকে দোষারোপ করতে ব্যস্ত--- এ ব্যাপারে বামপন্থী প্রতিনিধিরা কিছু কম হলেও বামপন্থী নেতারা একই দোষে দুষ্ট। আইআইটির একটি সমীক্ষা অনুযায়ী সাধারণ মানুষ তাই এই চ্যানেলগুলো দিনে এক ঘণ্টার বেশি দেখতে

জনঘনত্বের মূল কারণ অবশ্যই অসম ক্লান্তিবোধ করেন।

'পরিযায়ী পাখি' শব্দটি যতটা ব্যবহৃত হত 'পরিযায়ী শ্রমিক' শব্দটা তার এক শতাংশও নয়। এদের নিয়ে কারো কোনো মাথাব্যথা ছিল না। হঠাৎই এই করোনার সময় তরা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠলেন আমাদের সামনে। প্রকাশিত হল যে এদের কোন হিসেব, কোনো পূর্ণ তথ্য কারো কাছে নেই-আছে সরকারের কাছে, না আছে কোনও রাজনৈতিক দলের কাছে। যাঁরা শ্রমিক আন্দোলন করেন তাঁদের কাছেই নেই। যেখানে এই লজ্জায় মাথঅ নীচু করে থাকার কথা সেখানে দুরদর্শনের পর্দায় গলা ফাটাতে চোখের পাতাও কাঁপে না মনে রাখতে হবে আজকের প্রযুক্তির যুগে সঠিক তথ্য এক অতি গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামো।

সঙ্কটালে জীবনের সবেচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটা দিক হল মানুষের সহমর্মিতা। আমরা মানুষের বিভিন্ন রূপ দেখলাম এই সংকটের সময়। দেখলাম কীভাবে এক শ্রেণির আপাত শিক্ষিত মানুষ স্বাস্থ্যকর্মীদের ঘরছাড়া করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন, রোগীদের অঞ্চল থেকে নির্বাসিত করতে উঠে পড়ে লেগেছেন। কিন্তু সবকিছু পরেও মানুষের আশার কেন্দ্র কিন্তু সেই মানুষ। তাই আমরা দেখছি ছাত্ররা কীভাবে নিজেদের বিভেদ ভুলে গরিব মানুষের পাশে দাঁড়াচ্ছে। তারা নিজেদের জীবনের ঝুঁকির কথা ভাবছে না, ভাবছে ক্ষুধার্ত মানুষের কথা। এদের জন্যই তো বেঁচে থাকা যায়। অর্থনৈতিক সাহায্য অনেকেই করছেন কিন্তু তার সঙ্গে দরকার আক্ষরিক অর্থে পাশে দাঁড়ানো, সেটা করছেন এই ছাত্ররা, বহু সমাজকর্মীরা, বহু নিরলস, দায়বদ্ধ চিকিৎসক এবং আরও কিছু মানুষ। পৃথিবীর যে কোনো সংকটের সময় এদের আমরা বারবার দেখেছি, এখনও দেখছি। যারা ছাত্রদের নিয়ে গেল গেল' রব তোলেন, 'এরা খালি আন্দোলন করে, পড়াশোনা ছাড়া সবকিছু করে, তারা একটু এদের দেখে শিক্ষার সংজ্ঞা নিয়ে ভাবতে পারেন---এটা হবে উপরি পাওনা।

এই যুদ্ধ অন্তত আরও দু-এক বছর স্থায়ী হবে, প্রভূত জীবনহানি, সম্পদাহানি হবে, মৃত্যুমিছিলে বেশিরভাগ থাকবে খেটেখাওয়া দরিদ্র মানুষেরা, বিত্তমান মানুষেরাহয়ত বহুলাংশে বেঁচে যাবে। মানুষ বিজ্ঞানের সাহায্যে করোনার প্রতিষেধক এবং করোনা নিধনের জীবনদায়ী ওষুধ নিশ্চয়ই আবিষ্কার করবে, ফলে করোনা ভাইরাস পরাজিত হয়ে স্তিমিত হয়ে আসবে কিন্তু নির্মূল হবে না। পৃথিবীতে গুটিবসন্ত, এইচআইভি ভাইরাস বর্তমানে যেমন স্তিমিত হয়ে আছে, করোনা ভাইরাসও সেইভাবে স্তিমিত হয়ে থাকবে। বিজ্ঞান ও মানববুদ্ধি করোনাকে পরাস্ত করে এই তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধে জয়লাভ করবে। কলিযুগের এই কালবেলা শেষে হবে, পৃথিবীর নবজন্ম হবে, হবে নতুন অরুণোদয়, যেখানে মানুষ জীবনের অন্য অর্থ ও উদ্দেশ্য খুঁজে নেবে।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

বুধবার এসএফআই'র উদ্যোগে আগরতলায় রক্তদান শিবির আয়োজিত হয়। ছবি- নিজস্ব।

করোনায় আক্রান্ত শিলচরের প্রাক্তন সাংসদ তথা সর্বভারতীয় মহিলা কংগ্রেস সভানেত্রী সুস্মিতা দেব

শিলচর (অসম), ৮ জুলাই (হি.স.) : করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন শিলচরের প্রাক্তন সাংসদ তথা সর্বভারতীয় মহিলা কংগ্রেস সভানেত্রী সুস্মিতা দেব। শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের পক্ষ থেকে বুধবার দুপুরে ফোন করে তাঁকে এই খবর জানানো হয়েছে। গত ৩০ জুন একটি অনুষ্ঠানে তিনি গ্রিনহিলস হাসপাতালের কর্ণধার রুদ্রনারায়ণ গুপ্তের সংস্পর্শে এসেছিলেন। দুদিন আগে রুদ্রনারায়ণ গুপ্তের শরীরে করোনা পজিটিভ ধরা পড়ার পর আজ সুস্মিতা দেবেরও কোভিড পজিটিভ এসেছে। তিনি এখন শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসাপাতালে অ্যাসিম্পটোমিক রোগী। শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আক্রান্ত ব্যক্তির সংস্পর্শে আসা প্রত্যেক ব্যক্তির নমুনা পরীক্ষা করা চলছে। এই প্রক্রিয়ায় শিলচরের প্রাক্তন সাংসদ সুস্মিতা দেবেরও পরীক্ষা করা হয় এবং তাঁর পজিটিভ রেজাল্ট এসেছে।

অন্যান্য আক্রান্তের মতো তাঁরও চিকিৎসা হবে। পাশাপাশি তাঁর সংস্পৃষ্ট ব্যক্তিদের তালিকা তৈরি করে তাঁদেরও নমুনা পরীক্ষা করানো হবে জানানো হয়েছে শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল থেকে।

এদিকে কোভিড-১৯-এর তালিকা ক্রমশ দীর্ঘ হচ্ছে কাছাড় জেলায়। আজ জেলায় আরও নতুন করে ২৮ জনের দেহে ধরা পড়লো করোনা। দফায় দফায় মোট চার পর্যায়ে দীর্ঘ ২৮ জনের তালিকা প্রকাশ করেছে জেলা স্বাস্থ্য বিভাগ।

এই তালিকায় নাম রয়েছে শিলচরের প্রাক্তন সাংসদ তথা সর্বভারতীয় মহিলা কংগ্রেস নেত্রী সুস্মিতা দেবের নাম। তাঁকে শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে বলে জানা গেছে।

আজকের প্রথম তালিকায় যে ৫ জনের নাম প্রকাশ করেছে জেলা স্বাস্থ্য বিভাগ তাঁদের মধ্যে ৬৮ ব্যাটালিয়ন এবং কাটিগড়ার এসএসবি জওয়ান। তাঁরা হলেন বিক্রম প্রসাদ (২৯), অনিল কুমার বর্মা (৩৩), কৌকায়িম (৩৩), কে কে বসুমতারি (৩৯) বিকাশ নার্জারি (২৯)। তাঁরা ৬৮ ব্যাটালিয়ন এবং কাটিগড়ার এসএসবি-এ কোয়রান্টাইন সেন্টারে ছিলেন। এছাড়া আরেক জন পজিটিভ ধরা পড়েছে গ্রিনহিলস নার্সিং হোমের, তিনি ২৫ বছরের লাকি সিং। তিনিও ডা. অরিনা রাহার সংস্পর্শে এসেছিলেন।

দ্বিতীয় তালিকায় আরও কয়েক জনের নাম প্রকাশ করা হয় তাদের মধ্যে শিলচর সেন্ট্রাল রোড়ের কবিতা পাল (৭০), শ্যামল চন্দ্র পাল (৭২), দিপ্তা সাহা পাল (৩৮), সোমনাথ পাল (৪৮), সুরঞ্জন পাল (১১), চিন্টু দাস (৬১) এবং প্রমিলা বালা দাস (২৭)। এই ৭ জনের মধ্যে ৫ জনই একই পরিবারের। এবং বাকি দুজন এই পরিবারের গৃহপালিকা। শ্যামল চন্দ্র পালের জানিগঞ্জের ভারত হার্ডওয়্যারের একজন কর্মীও করোনা আক্রান্ত হয়েছেন বলে জানা গেছে। এই কর্মী আক্রান্ত হয়েছেন প্রদীপ পালের মা সুপ্রীতি পালের সংস্পর্শে আসায়। এর পর জেলা প্রশাসন ভারত হার্ডওয়্যার সিল করে দিয়েছে।

আজকের অন্য পজিটিভরা হলেন কুলদীপ চন্দ (৫৫), গৌরাঙ্গ রায় (৩৭), রমেশ সিং (২৭), সন্দীপ কুমার (৩০), শিব পুজন (২৪), বেকিরপার পঞ্চম খণ্ডের দেবেন্দ্র সিনহা (৬৫), রেবারানি নাথ (৪৭)। এদিকে কাছাড়ে প্রতিনিয়ত কোভিড পরিস্থিতি জটিল আকার ধারণ করছে। যে কোনও মুহূর্তে সম্পূর্ণ লকডাউনের পথে যেতে পারে কাছাড় জেলাও, এমনটা ধারনা করা হচ্ছে। তবে প্রশাসনের তরফে তেমন কোনও নির্দেশ জারি করা হয়নি।

বাড়ছে করোনা-র সংক্রমণ, পরিস্থিতি অনুকূলে নেই, লক ডাউন ছাড়া সমস্ত পথ বন্ধ : মেঘালয়-র উপমুখ্যমন্ত্রী

শিলং, ৮ জুলাই (হি. স.) : করোনা-র প্রকোপ ক্রমশ বাড়ছে। পরিস্থিতি অনুকূলে নেই। এভাবেই সংক্রমণ বাড়লে পুনরায় লকডাউন চালু করা অন্য কোন পথ খোলা থাকবে না। করোনা-র প্রকোপ নিয়ে উদ্বিগ্ন মেঘালয়ের উপমুখ্যমন্ত্রী প্রেস্টন টিনসং আজ এভাবেই রাজ্যবাসীকে সতর্ক করেছেন। তাঁর আবেদন, অপ্রয়োজনে বাড়ির বাইরে বের হবেন না।তিনি গোষ্ঠী সংক্রমণের আশঙ্কা করছেন।

মেঘালয়ে প্রতিদিন করোনা আক্রান্তের সন্ধান মিলছে। মঙ্গলবার ভারতীয় বিমান বাহিনী ২ জওয়ান এবং বিএসএফ-র ১ জওয়ান-র দেহে করোনা-র সংক্রমণ মিলেছে। তাঁরা বহিঃরাজ্য থেকে মেঘালয়ে এসেছেন। মেঘালয়ের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী এ এল হেক জানিয়েছেন, কর্ণাটক, আমেরিকা, রাজস্থান এবং কলকাতা থেকে আগত ৬ জনের দেহে করোনা-র সংক্রমণ মিলেছে। তাতে, রাজ্যে মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৫০। তিনি বলেন, এখন পর্যন্ত ২৩ জন বিএসএফ জওয়ান করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। মেঘালয়ের স্বাস্থ্য মন্ত্রী করোনা আক্রান্তের বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরে বলেন, পূর্ব খাসি হিলস-এ ২৯ জন, রি-ভই ১৫ জন, দক্ষিণ পশ্চিম গারো হিলস-এ ২ জন, পূর্ব জৈন্তিয়া হিলস জেলায় ১ জন এবং পশ্চিম গারো হিলস-এ ৩ জন কোভিড-১৯ পজিটিভ রোগী রয়েছেন।

মেঘালয়ে করোনা-র ক্রমবর্ধমান সংক্রমণ রাজ্য সরকার-কে ভীষণ চিন্তায় ফেলেছে। শুধু তাই, আদৌ মেঘালয়ে গোষ্ঠী সংক্রমণ আটকানো সম্ভব হবে কিনা সে বিষয়টি মেঘালয় সরকার-কে ভাবাচ্ছে। তাই, সম্ভবত রাজ্য সরকার পুনরায় লকডাউন-র চিন্তাভাবনা করছে।

মেঘালয়-র উপমুখ্যমন্ত্রী সাফ জানিয়েছেন, করোনা-র গ্রাফ ক্রমশ উর্দমুখী হচ্ছে। ফলে, লকডাউন পুনরায় চালু করা ছাড়া অন্য কোন পথ খোলা থাকছে না। তিনি মেঘালয়বাসীর উদ্দেশ্যে বিনা প্রয়োজনে বাড়ির বাইরে বের না হওয়ার আবেদন জানিয়েছেন। তিনি বলেন, করোনা-র সংক্রমণ এমনভাবেই বৃদ্ধি পেলে লকডাউন পুনরায় চালু করতে মেঘালয় সরকার বাধ্য হবে।

শি জিনপিংকে রামায়ণ উপহার দিলেন উত্তরাখণ্ডের পর্যটনমন্ত্রী

দেহরাদুন, ৮ জুলাই (হি. স.): চিনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংকে বিস্তারবাদী মানসিকতা ত্যাগ করার বার্তা দিয়ে তাকে রামায়ণ উপহার দিলেন উত্তরাখণ্ডের পর্যটনমন্ত্রী সৎপাল মহারাজ।তার এই অভিনব উদ্যোগ প্রসঙ্গে সৎপাল মহারাজ জানিয়েছেন, দম্ভ এবং অহংকারের সর্বদা পরাজয় হয়। দাম্ভিক এবং অহংকারী ব্যক্তি রাবণের মতোই রামের হাতে প্রাণ হারায়। রামায়ণ পড়ে তার থেকে উচিত শিক্ষা নিয়ে বিস্তারবাদী মানসিকতা ত্যাগ করা উচিত চিনের। গালওয়ান উপত্যকায় চিন যেভাবে নিজের বিস্তারবাদী নীতি কার্যকর করার চেষ্টা করেছিল, তা নিন্দনীয়। চিনা প্রেসিডেন্ট রামায়ণ পড়লে জানতে পারবে যে ব্যক্তি বিস্তারবাদী নীতিতে বিশ্বাসী, তার শেষটা অত্যন্ত ভয়ানক হয়। যে টাকা সামরিক খাতে খরচ করছে কি সেই টাকা করোনা রোগীদের জন্য খরচ করা উচিত। ভারতের উদাহরণ দিতে গিয়ে সৎপাল মহারাজ জানিয়েছেন যে ভারতের দর্শন কখনোই বিস্তারবাদী ছিল না।যুদ্ধে বাংলাদেশ জয় করার পরও তার ওপর কোনও দখলদারি করেনি ভারত। কিন্তু চিন শুরু থেকেই বিস্তারবাদী নীতি অবলম্বন করে চলেছে। উল্লেখ করা যেতে পারে সদ্য করোনা থেকে সুস্থ হয়ে উঠেছেন উত্তরাখণ্ডের পর্যটনমন্ত্রী।

বুধবার একদিনে অসমে মৃত্যু পাঁচজনের করোনায় নিহতের সংখ্যা বেড়ে ২১

গুয়াহাটি, ৮ জুলাই (হি.স.) : বুধবার ভোরের দিকে গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চার জন এবং বেলা প্রায় সাড়ে বারোটা নাগাদ মধ্য অসমের তেজপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসাপাতালে আরও এক করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে অসমে করোনায় আক্রান্ত হয়ে নিহতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ২১। তেজপুর মেডিক্যাল কলেজে নিহত ব্যক্তিটি ওদালগুড়ি জেলার অন্তর্গত মাজবাটের বাসিন্দা জনৈক জিতেন্দ্র প্রসাদ (৩০)। আজ পর পর দুবার টুইট করে দুঃসংবাদগুলি জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

বুধবার সকালে স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব এ সংক্রান্ত প্রথম টুইটে জানান, আজ ভোররাত তিন থেকে পাঁচটার মধ্যে গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চার কোভিড-১৯ আক্রান্তের মৃত্যু হয়েছে। তাঁরা যথাক্রমে গুয়াহাটির হেদায়তপুরের সফিকুল রহমান (৬০), বরপেটা জেলার পাটাসারকুচির রুণুমি মজুমদার (৬০), গুয়াহাটির কাহিলিপাড়া এলাকার উৎপল কুমার চলিহা (৭৫) এবং লালগণেশের হরিপ্রসাদ মণ্ডল (৬৮)। নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হলে এঁদের সবাইকে আইসিইউতে ভরতি করা হয়েছিল। তাঁদের মৃত্যুতে গভীর শোক ব্যক্ত করেছেন মন্ত্রী।

এর পর বেলা প্রায় একটা নাগাদ আরেকটি টুইট আপডেটে তেজপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে মাজবাটের জিতেন্দ্র প্রসাদের মৃত্যুর খবর দিয়েছেন মন্ত্রী। তিনি জানান, জিতেন্দ্রপ্রসাদ মূলত সেপ্টিসেমিয়ার রোগী ছিলেন। গতকালই তাঁকে তেজপুর মেডিক্যালে ভরতি করা হয়েছিল।

প্রসঙ্গত গতকাল মঙ্গলবার রাজ্যে আরও দুজনের মৃত্যু হয়েছিল। তাঁদের একজন কলিয়াবরের ধদারাম মুড়া (৪০) এবং অপরজন কামরূপ জেলার দেবী কাকতি। নিউমোনিয়া এবং সেপ্টিকশকে আক্রান্ত ধদারামকে এক জুলাই গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসাপাতালের আইসিইউতে ভরতি করা হয়েছিল। তাঁর সোয়াব টেস্টে কোভিড পজিটিভ ধরা পড়ে। কিন্তু ডাক্তারদের সব চেষ্টা ব্যর্থ করে এদিন সকাল নয়টার দিকে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন মুড়া।

এর পর বিকেলের দিকে কামরূপ জেলার দেবী কাকতিরও কোভিড-১৯ সংক্রমণে মৃত্যু হয়েছে বলে জানান স্বাস্থ্যমন্ত্রী। তাঁর চিকিৎসা চলছিল গুয়াহাটির বশিষ্ঠতে অবস্থিত সেনাবাহিনীর ১৫১ বেস হাসপাতালে। গত ২ জুলাই তাঁকে বেস হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছিল। কোভিড-১৯ পজিটিভের পাশাপাশি টাইপ ২ ডায়াবেটিজ এবং হাইপারটেনশনের রোগী ছিলেন তিনি। নিহতদের আত্মার চিরশান্তি কামনা করে তাঁদের শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেছেন মন্ত্রী ড় শর্মা।

প্রসঙ্গত, অসমে এখন পর্যন্ত ১৩,৩৩৬ জনের শরীরে করোনা ভাইরাস সংক্রমিত হয়েছে। এর মধ্যে ৮,৩২৯ জন চিকিৎসার পর সুস্থ হয়ে ইতিমধ্যে বাড়ি চলে গেছেন।

কানপুর এনকাউন্টার : বিকাশ দুবের উপর পুরস্কারমূল্য ৫ লক্ষ টাকা

কানপুর, ৮ জুলাই (হি.স.): উত্তর প্রদেশের কানপুরে ৮ জন পুলিশ কর্মী হত্যা মামলার অন্যতম অভিযুক্ত কুখ্যাত অপরাধী হিস্ট্রি শিটার বিকাশ দুবে-র উপর পুরস্কারমূল্য ফের বাড়িয়ে দিল উত্তর প্রদেশ পুলিশ। কুখ্যাত অপরাধী বিকাশ দুবে সম্পর্কে তথ্যপ্রদানকারীর পুরস্কারমূল্য ৫ লক্ষ টাকা বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এর আগে সোমবার পুরস্কারমূল্য বাড়ানো হয়েছিল ২.৫ লক্ষ টাকা। বুধবার উত্তর প্রদেশ পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, হিস্ট্রি শিটার বিকাশ দুবে সম্পর্কে কেউ যদি তথ্য প্রদান করেন, তাঁকে ৫ লক্ষ টাকা দিয়ে পুরস্কৃত করা হবে। গত বৃহস্পতিবার রাত থেকে বুধবার দুপুর, প্রায় এক সপ্তাহ হতে চলল কানপুরের বিকারু গ্রামে পুলিশের সঙ্গে এক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের পর থেকেই একেবারে বেপাত্তা বিকাশ ও তার দলবল। ওই ঘটনায় এক ডেপুটি পুলিশ সুপার, তিন সাব-ইনস্পেক্টর, চার কনস্টেবল-সহ আট পুলিশকর্মীকে ঠান্ডা মাথায় খুনের অভিযোগ রয়েছে বিকাশের বিরুদ্ধে। বিকাশকে পাকড়াও করতে নামানো হয়েছে স্পেশাল টাস্ক ফোর্স। বুধবারই পুলিশের সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে খতম হয়েছে বিকাশের সঙ্গী অমর দুবে। গ্রেফতার করা হয়েছে বিকাশ দুবের আরও এক সঙ্গী শ্যামু বাজপেয়ীকে।

নিজেকে কোয়ারেন্টাইন করলেন মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন

রাচি, ৮ জুলাই (হি.স.): ঝাড়খন্ডে করোনা রুদ্র রূপ ধারণ করেছে। রাজ্যের পানীয় জল এবং নিকাশি মন্ত্রী মিথিলেশ ঠাকুর, ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা বিধায়ক মথুরা মোহন সমেত বিগত ২৪ ঘন্টায় রাজ্যে ১৭৯ জনের শরীরে করোনা মিলেছে। এই তালিকায় ১৮ জন সাংবাদিক এবং একজন পুলিশকর্মীও রয়েছে। রাজ্যজুড়ে ওই সময়ের মধ্যে মৃত্যু হয়েছে দুইজনের। রাজ্যে বেড়ে চলা করোনা পরিস্থিতিতে নিজেকে হোম কোয়ারেন্টাইন করলেন মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন।

মুখ্যমন্ত্রীর প্রধান সচিব, মুখ্যমন্ত্রীর প্রেস পরামর্শদাতা অভিষেক প্রসাদ সহ গোটা টিম নিজেদের হোম কোয়ারান্টিনে রেখেছেন। মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি বাসভবনে প্রবেশের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। রাজ্যের মন্ত্রী মিথিলেশ ঠাকুরের শরীরে করোনা সংক্রমণ মেলার পরেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী নিজে। টুন্ডির বিধায়ক মথুরা মোহনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া যাওয়ার ফলে রাজ্যের অন্যান্য বিধায়ক এবং মন্ত্রীদের মধ্যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে করোনার মারণ দৌরাত্ম্য কমানোই প্রশাসনের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

করোনা রোগীদের বাড়িতে আইসোলেশনে থাকার সম্মতি দিলো বিহার সরকার

পাটনা, ৮ জুলাই (হি. স.): বাড়ির মধ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে জায়গা থাকলে করোনা রোগীরা আইসোলেশনে সেখানেই থাকতে পারেন। মঙ্গলবার বিহার সরকারের তরফ থেকে এই নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। বুধবার রাজ্য প্রশাসনের শীর্ষ আধিকারিকদের বৈঠকের পর এই নির্দেশিকা জারি করা হয়। সেই নির্দেশিকায় বলা হয়েছে বাড়ির মধ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে জায়গা থাকলে হোম আইসোলেশনে থাকতেই পারেন করোনা রোগী। কিন্তু তার ওপর পর্যাপ্ত নজরদারি চালাবে স্থানীয় প্রশাসনিক আধিকারিকরা।

অন্যদিকে কারও করোনা লক্ষণ দেখা দিলে তার উচিত দ্রুততার সঙ্গে স্থানীয় স্বাস্থ্য কেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা।বাড়িতে পর্যাপ্ত পরিমাণে জায়গা না থাকলে ১৪ দিনের কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে থাকতে হবে রোগীদের। করোনা সুস্থতার শংসাপত্র পেলেই ছাড়া পাবে রোগীরা। উল্লেখ করা যেতে পারে বিহারে করোনা পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে।প্রতিদিন লাফিয়ে বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা। রাজ্যের করোনা পরিস্থিতি নিয়ে ইতিমধ্যেই শাসকদলের বিরুদ্ধে তোপ দেগেছে রাজ্যের প্রধান বিরোধীদল আরজেডি।

ওডিশায় নতুন করে করোনা আক্রান্ত ৫২৭

ভুবনেশ্বর, ৮ জুলাই (হি. স.): ওডিশায়া ক্রমাগত বেড়ে চলেছে করোনা দৌরাত্ম্য। উপকূলবর্তী এই রাজ্যে নতুন করে আক্রান্ত ৫২৭। ফলে রাজ্যে সব মিলিয়ে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১০,৬২৪। সক্রিয় আক্রান্তের সংখ্যা ৩৮৬০। সুস্থ হয়ে উঠেছে ৬৭০৩। মৃত্যু হয়েছে ৪৮ জনের। রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর এর তরফ থেকে জানানো হয়েছে নতুন করে আক্রান্তের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার মূল কারণ হচ্ছে ভিন রাজ্য থেকে প্রায় সাড়ে পাঁচ লক্ষ শ্রমিকের ফিরে আসা। আক্রান্তের হার নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য তৎপর প্রশাসন।

চিনা সেনার পিছু হটা নিয়ে সন্দিহান চিদম্বরম

নয়াদিল্লি, ৮ জুলাই (হি. স.) : গালওয়ানের বিতর্কিত অঞ্চল থেকে চিনা সেনার পিছিয়ে যাওয়াকে স্বাগত জানিয়েছেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী তথা বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা পি চিদম্বরম। কিন্তু এর মধ্যে তিনি প্রশ্ন করেছেন যে চিনা সেনা পিছু হটতে গেলেও তারা বর্তমানে কোন জায়গায় অবস্থান করছে। তারা কি এতদিন ভারতীয় ভূখণ্ডেই ছিল। যদি তারা ভারতীয় ভূখণ্ডে না থেকে থাকে তবে ২০ জন ভারতীয় সেনা জওয়ানের মৃত্যু কোন জায়গায় হয়েছে। এগুলি সেইসব প্রশ্ন যার উত্তর খুঁজে চলেছে প্রতিটা ভারতীয়।

নিজের টুইট বার্তায় পি চিদম্বরম লিখেছেন, চিনা এবং ভারতীয় সেনা যেই অঞ্চল থেকে পিছু হটেছে সেটা ঠিক কোন জায়গায় পড়ছে। মূল নিয়ন্ত্রণ রেখার সম্মান করে দুই সেনাই কি পিছু হটে গিয়েছে। এর উত্তরগুলো খুজে চলা একান্ত প্রয়োজন।কারণ ১৫ জুন, সোমবার রাতে নির্দিষ্ট কোন জায়গায় ভারত ও চিনের সেনার মধ্যে হাতাহাতি হয়েছিল, সেটা জানা প্রয়োজন উল্লেখ করা যেতে পারে কূটনৈতিক এবং সামরিক চাপের কাছে নতিস্বীকার করে চিন গালওয়ান উপত্যকা থেকে দুই কিলোমিটার পিছু হটে গিয়েছে।

দায়িত্বজ্ঞানহীন বিরোধী দল কংগ্রেস, কটাক্ষ বিজেপির

নয়াদিল্লি, ৮ জুলাই (হি. স.): দায়িত্বজ্ঞানহীন বিরোধী দলের মত কাজ করে চলেছে কংগ্রেস বলে দাবি করেছেন বিজেপির সাধারণ সম্পাদক মুরলীধর রাও। বিরোধী আসনে বসে যেভাবে জনসংঘ এবং বিজেপি কাজ করে গিয়েছে সেটা শেখা উচিত কংগ্রেসের। বুধবার সাংবাদিক সম্মেলনে মুরলীধর রাও জানিয়েছেন, করোনা সংকটের মধ্যে দিয়ে চলেছে দেশ ও বিশ্ব। গোটা বিশ্বজুড়ে এখনো পর্যন্ত যতগুলি সংকট এসেছে তার মধ্যে সব থেকে বৃহৎ সংকট হচ্ছে করোনা। বিশ্ববাসীর স্বাস্থ্য এবং অর্থ ব্যবস্থার ওপর প্রতিকূল প্রভাব ফেলেছে করোনা। কিন্তু তা সত্বেও ভারতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে বিজেপি সরকার ঐক্যবদ্ধভাবে সাফল্যের সঙ্গে করোনা মোকাবিলা করে চলেছে।প্রধানমন্ত্রী গোটা দেশকে জানিয়েছেন করোনা যেমন সংকট তৈরি করেছে তেমনই অনেক সুযোগও এনে দিয়েছে।

মুরলীধর রাও আরও জানিয়েছেন, বিশ্বের সবচাইতে দরিদ্র মানুষ দক্ষিণ এশিয়া ও ভারতে বসবাস করে। এমন পরিস্থিতিতে গরিবের কল্যাণ এবং উত্থানের জন্য বিজেপি সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ। প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ যোজনার মাধ্যমে ৬৪৫০০ কোটি টাকা সরাসরি ৩৯.৮৯ কোটি মানুষের ব্যাংক একাউন্টে গিয়েছে। একশ দিনের কাজের জন্য বাড়তি আরো ৪০ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এক দেশ এক রেশন প্রকল্পে যোগ দিয়েছে দেশের কুড়িটি রাজ্য। ২০২১ সালের মার্চ পর্যন্ত গোটা দেশ এই প্রকল্পের আওতায় চলে আসবে। গরিব এবং পরিযায়ী শ্রমিকদের স্বাবলম্বী করার উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আত্মনির্ভর ভারত অভিযানের ঘোষণা করেছেন। যাতে খরচ হবে ২০ লক্ষ কোটি টাকা। সংকটের এই মুহূর্তে দায়িত্ববান বিরোধী দলের ভূমিকা পালন করে সমানে রাজনীতি করে চলেছে কংগ্রেস।

নীলোৎপল চৌধুরীর প্রয়াণে শোক সর্বধর্ম সমন্বয় সভার

করিমগঞ্জ (অসম), ৮ জুলাই (হি.স.) : সংবাদ জগতের নক্ষত্র তথা বরাক উপত্যকা সর্বধর্ম সমন্বয় সভা-র অন্যতম কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা নীলোৎপল চৌধুরীর প্রয়াণে গভীর শোক প্রকাশ করেছে সংগঠনের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদ। বুধবার প্রয়াত নীলোৎপল চৌধুরীর স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে সংস্থার কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক এইচ এম আমির হুসেন বলেন, দায়িত্বশীল ব্যক্তিত্ব ছিলেন নীলোৎপল চৌধুরী। সর্বধর্ম সমন্বয় সভার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হওয়ার সুবাদে তাঁর কাছে কোনও বিষয় নিয়ে গেলে শুধু হাসিমুখে কথা বলতেন। সর্বদা সংগঠনকে গঠনমূলক পরামর্শ এবং প্রাণ উজাড় করা উৎসাহ দিতেন তিনি।

আমির হুসেন বলেন, ২০১৩ সালের ১০ নভেম্বর করিমগঞ্জ জেলার কানাইবাজারে অনুষ্ঠিত সংস্থার প্রথম সর্বধর্মীয় সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন প্রয়াত নিলোৎপল চৌধুরী। ২০১৮ নববর্ষের শুভেচ্ছা বিনিময় অভিযানেও অংশগ্রহণ করেন তিনি। প্রয়াতের বিদেহী আত্মার শান্তি কামনার পাশাপাশি তাঁর পরিবারবর্গকে গভীর সমবেদনা জানান সংস্থার প্রাক্তন সভাপতি অরুপ বর্ধন ব্রহ্মচারী। প্রয়াতের স্মরণে সংস্থার কার্যালয়ে এক স্মৃতিফলকের ব্যবস্থা করা হবে বলে জানান সাধারণ সম্পাদক এইচ এম আমির হুসেন।

২৪ ঘন্টায় মৃত্যু ৮৮ জনের, পাকিস্তানে করোনায় মৃত বেড়ে ৪,৯২২

ইসলামাবাদ, ৮ জুলাই (হি.স.): রাশ টানাই যাচ্ছে না, পাকিস্তানে রোজই বেড়ে চলেছে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা। বিগত ২৪ ঘন্টায় পাকিস্তানে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ২,৯৮০ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ৮৩ জনের। বুধবার সকাল দশটা পর্যন্ত পাকিস্তানে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ২ লক্ষ ৩৭ হাজার ৪৮৯-এ পৌঁছেছে। পাকিস্তানের পঞ্জাব প্রদেশে এখনও পর্যন্ত সংক্রমিত হয়েছেন ৮৩,৫৫৯ জন, সিন্ধু প্রদেশে ৯৭,৬২৬

ছয়ের পাতায়

বুধবার আগরতলায় সাফাই কর্মীদের উপর হামলার ঘটনা আয়োজিত হয়। ছবি- নিজস্ব।

বৃহস্পতিবার বারাণসীর বাসিন্দাদের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে বৈঠক করবেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৮ জুলাই (হি. স.) : নিজের নির্বাচনী কেন্দ্র বারাণসীর বাসিন্দাদের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে আলাপচারিতা করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ৯ জুলাই বৃহস্পতিবার এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।কেন্দ্রের বিভিন্ন সামাজিক পরিকল্পনা এবং আনলক টু এর অভিজ্ঞতা নিয়ে বৈঠকে আলোচনা হবে। লকডাউন চলাকালীন বারাণসীতে ১০০ টি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ২০ লক্ষ খাবারের প্যাকেট বিতরণ করেছে। দুই লক্ষ শুকনো রেশনও বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়াও স্যানিটাইজার এবং মাস্কও বিপুল পরিমানে বিতরণ করা হয়েছিল। ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে এর আগে একাধিকবার দেশবাসীর উদ্দেশ্যে ভাষণ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এমনকি মন্ত্রিসভার বৈঠক ও একাধিকবার এই আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে করেছেন তিনি। এবার নিজের নির্বাচনী কেন্দ্রের বাসিন্দাদের সঙ্গে মুখোমুখি হবেন প্রধানমন্ত্রী কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

করোনাকালে আয়ুষ্মান ১০ কোটি টাকার বাংলো কিনলেন

লকডাউন শিথিল হতেই চণ্ডীগড়ে পাড়ি দিয়েছিলেন আয়ুষ্মান খুরানা। এটাই তাঁর শৈশবের শহর। এই শহরের আনাচকানাচে ছড়িয়ে আছে তাঁর অজস্র স্মৃতি। এই শহরেই পদার্থবিজ্ঞান কোচিংয়ে স্ত্রী তাহেরা কশ্যপের সঙ্গে প্রথম দেখা, প্রথম প্রেমে পড়া। এবার সবাই মিলে একসঙ্গে থাকতে চান আয়ুষ্মান। তাই চণ্ডীগড়ের পাচকুলাতে এক বিলাসবহুল বাংলো কিনে ফেললেন এই বলিউড সুপারস্টার। বাংলোর দাম পড়েছে বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ১০ কোটি ১৭ লাখ টাকা।

চণ্ডীগড়ে পরিবারের সবাই এক হয়ে সময় কাটাতে চান আয়ুষ্মান। কিন্তু বাদ সাধে তাঁদের বাসা। তাই এবার এক বড়সড় বাংলো কিনে ফেললেন আয়ুষ্মান। এখানে পরিবারের সবাই মিলে হইচই করে দিন কাটাতে পারবেন। এ প্রসঙ্গে আয়ুষ্মান বলেছেন, ''আমি নই, বলুন খুরানারা নতুন বাড়ি কিনেছে। আমরা সবাই মিলে এই বাড়িটি কেনার পরিকল্পনা করি। যে বাড়িতে পরিবারের সবাই একসঙ্গে থাকতে পারবে।''৬ জুলাই আয়ুষ্মান তাঁর স্ত্রী তাহিরা কাশ্যপকে নিয়ে রেজিস্ট্রেশন দপ্তরে গিয়েছিলেন। জানা গেছে, আয়ুষ্মান এই বাংলোটি চণ্ডীগড়ের পাচকুলার সেক্টর ৬-থেকে কিনেছেন। কাগজপত্রে বাংলোটির দাম লেখা '৯ কোটি রুপি' ।কিছু দিন আগে আয়ুষ্মানকে দেখা গিয়েছিল চণ্ডীগড়ের পথেঘাটে। নিজেকে ফিট রাখতে সাইকেল নিয়ে তিনি বেরিয়ে পড়েছিলেন চণ্ডীগড়ের রাস্তায়। মুখে মাস্ক থাকার জন্য কেউ চিনতে পারেনি। এ প্রসঙ্গে আয়ুষ্মান বলেন, এই সময়ে ফিট থাকা অত্যন্ত জরুরি। কিছুদিন আগে আমাজন প্রাইম এ আয়ুষ্মান অভিনীত ছবি ''গুলাবো সিতাবো'' মুক্তি পেয়েছে। সুজিত সরকার পরিচালিত এই ছবিতে আয়ুষ্মান ছাড়া আছেন অমিতাভ বচ্চন। ইতিমধ্যে ছবিটি দর্শক ও সমালোচকের প্রশংসা কুড়িয়েছে।চণ্ডীগড়ের রাস্তায় সাইকেল চালাচ্ছেন আয়ুষ্মান খুরানা। ছবি: ইনস্টাগ্রাম

শুরুতে আয়ুষ্মান খুরানা প্রতি ছবিতে ৯০ লাখ থেকে ১ কোটি রুপি নিতেন। ''ড্রিম গার্ল'' সিনেমার পর থেকে আয়ুষ্মান খুরানার ম্যানেজার ও দল সাফ জানিয়ে দিয়েছে, এখন থেকে সাড়ে ৩ কোটি নয়। অর্থাৎ এখন থেকে ছবিপ্রতি আয়ুষ্মানের পারিশ্রমিক বাংলাদেশি মুদ্রায় কমপক্ষে সাড়ে চার কোটি রুপি।

'ম্যাট্রিক্স ফোর'—এ প্রিয়াঙ্কা চোপড়া!

একের পর এক চমক দিয়ে চলেছেন বলিউড কাম হলিউড তারকা প্রিয়াঙ্কা চোপড়া। আমাজন প্রাইমের 'মাল্টিমিলিয়ন' ডলারের গ্লোবাল চুক্তি করেছেন। সেই খবর পুরোনো হতে না—হতেই শোনা যাচ্ছে, 'ম্যাট্রিক্স ফোর'—এ কিয়ানু রিভসের সঙ্গে পর্দা ভাগ করবেন এই দেশি গার্ল।

হলিউডের সবচেয়ে বড় (বাজেট অর্থে) আর সবচেয়ে সফল ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোর ভেতর অন্যতম ম্যাট্রিক্স। ক্যারি-অ্যান মস, ইয়াহিয়া আবদুল মতিন টু, নেইল প্যাট্রিক হ্যারিসদের পাশাপাশি 'ম্যাট্রিক্স ফোর'—এ অংশ নিচ্ছেন ৩৭ বছর বয়সী প্রিয়াঙ্কাও। চেনা 'নিও' রূপে ফিরছেন কিয়ানু রিভস। আর 'ট্রিনিটি' চরিত্র নিয়ে সঙ্গে আছেন সহ-অভিনয়শিল্পী কেরি-অ্যান মস।শিগগিরই দারুণ জনপ্রিয় এই ফ্র্যাঞ্চাইজির চতুর্থ কিস্তির শুটিং শুরু হবে জার্মানিতে। করোনার কারণে মার্চ মাস থেকে স্থগিত ছিল 'ম্যাট্রিক্স ফোর'---এর শুটিং। লকডাউনের আগে সান ফ্রান্সিসকোতে ছবির কিছু অংশের শুটিং করা হয়েছিল। বর্তমান পরিস্থিতিতে সব রকম সাবধানতা অবলম্বন করেই চলছে চতুর্থ সিনেমার শুটিংয়ের কাজ। অবশ্য কাজ যে একেবারে বন্ধ আছে, তা নয়। বসে নেই অভিনয়শিল্পীরাও। আপাতত তাঁরা অ্যাকশন দৃশ্যগুলোর জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন। 'ম্যাট্রিক্স ফোর'---এ প্রিয়াঙ্কা চোপড়ার চরিত্র নিয়ে বিস্তারিত কিছু জানা যায়নি। তবে হলিউডের জনপ্রিয় পরিচালক লানা ওয়াচোস্কি বলেন, '২০ বছর আগে আমি আর লিলি (লানা ওয়াচোস্কির বোন লিলি ওয়াচোস্কি, তাঁরা দুই বোন মিলেই ''ম্যাট্রিক্স'' সিরিজের প্রথম তিনটি ছবি পরিচালনা করেছেন) ''ম্যাট্রিক্স'' নিয়ে অনেক ভেবেছি। আমাদের সেই ভাবনাগুলো বর্তমান সময়ে এসে আরও প্রাসঙ্গিক হয়েছে। ছবির চরিত্রগুলো আবারও আমার জীবনে ফিরে আসছে। আবার দুর্দান্ত মেধাবী সেই মানুষগুলোর সঙ্গে কাজ করার সুযোগ পাব।'

দুই দশক আগের কথা। ১৯৯৯ সালে মুক্তি পেয়েছিল বিজ্ঞান কল্পকাহিনি—নির্ভর চলচ্চিত্র 'দ্য ম্যাট্রিক্স'। এই ছবি দিয়ে দুর্দান্ত জনপ্রিয়তা পান কানাডার চিত্রতারকা ও সংগীতশিল্পী কিয়ানু রিভস। মাত্র ৫৩৪ কোটি টাকা খরচ করে তৈরি ছবিটি বক্স অফিস থেকে তুলে এনেছিল ৩৯ হাজার ২৯০ কোটি টাকার বেশি। এই সিরিজের পরের দুই পর্ব 'ম্যাট্রিক্স রিলোডেড' (২০০৩) এবং 'ম্যাট্রিক্স রেভল্যুশন'—ও (২০০৩) দারুণ জনপ্রিয়তা পায়।

ম্যাট্রিক্সের চতুর্থ ছবির চিত্রনাট্য লিখেছেন লানা ওয়াচোস্কি, আলেক্সান্ডার হেমন ও ডেভিড মিচেল। দ্য হলিউড এক্সপ্রেসের প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, ছবিটি প্রযোজনা এবং বিশ্বব্যাপী পরিবেশনা করবে ওয়ার্নার ব্রস পিকচার্স এবং ভিলেজ রোড শো পিকচার্স। ২০২২ সালের ১ এপ্রিল ছবিটি মুক্তি পাবে।প্রিয়াঙ্কা চোপড়া হলিউডে গিয়ে বলিউডকে ভুলে যাননি। আমাজন প্রাইমের একাধিক সিনেমা ও ওয়েব সিরিজ, 'ম্যাট্রিক্স'—এর চতুর্থ কিস্তি ছাড়াও তাঁকে দেখা যাবে বলিউডের ছবিতে, 'দ্য হোয়াইট টাইগার'—এর রিমেকে, রাজকুমার রাওয়ের বিপরীতে।

মুম্বাই ছেড়েছেন সুশান্তের নায়িকা

বেদনাসিক্ত মন নিয়ে মুম্বাই ছেড়ে গেলেন সানজানা সঙ্গী। প্রয়াত বলিউড তারকা সুশান্ত সিং রাজপুতের শেষ ছবির নায়িকা, দিল্লিতে তাঁর বাড়ি। যাওয়ার সময় রঙিন শহর মুম্বাইকে বলে গেলেন, হয়তো ফিরবেন, হয়তো ফিরবেন না। সুশান্তের মৃত্যুর পর কালো মেঘে ছেয়ে গেছে রঙিন মুম্বাই, এমনকি সানজানার মনটাও।

মাস্কে মুখ ঢেকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সানজানা লিখেছেন, 'বিদায় মুম্বাই। চার মাস পর আবার দেখা হবে। দিল্লি ফিরছি। তোমার পথঘাট বদলে গেছে, ফাঁকা ফাঁকা লাগছে। হয়তো অন্তর্গত বেদনায় আমার দৃষ্টিভঙ্গি বদলে গেছে, নয়তো তুমিও কষ্টে আছ। হয়তো শিগগিরই দেখা হবে, হয়তো হবে না।'

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বেশ সক্রিয় সানজানা। বেশ কিছু বিজ্ঞাপনে অভিনয় করেছিলেন তিনি। ২০১১ সালে রণবীর কাপুর ও নার্গিস ফাকরির সহশিল্পী হিসেবে 'রকস্টার' ছবিটি দিয়ে বলিউডে তাঁর অভিষেক। তবে প্রধান নারী চরিত্রে কাজ করার সুযোগ পান সুশান্তের সঙ্গে 'দিল বেচারা' ছবিতে। কিন্তু উদযাপন করা হলো না।সুশান্ত চলে যাওয়ার পর বুক ভেঙে গিয়েছিল সানজানার। প্রথম নায়ক বলে কথা! লিখেছিলেন, 'সময় সব ক্ষত সারিয়ে তোলে, কথা যারা বলে, ভুল বলে। কখনো কখনো মনে হয়, বুক চিড়ে রক্তক্ষরণ হচ্ছে। নায়কের উদ্দেশে লিখেছিলেন, 'যাদের রেখে চলে গেলে, তারা কখনো বুঝব না, আমরা কাকে হারালাম।'২৪ জুলাই ডিজনি ও হটস্টারে মুক্তি পাচ্ছে সানজানা ও সুশান্তের ছবিটি। সুশান্তের ভক্তদের দাবি, ছবিটা প্রেক্ষাগৃহে আসুক। বলিউডের প্রত্যাশা, সানজানা মুম্বাইতে ফিরে আসুক।

অ্যানের এ কেমন অনুযোগ

অদ্ভুত এক অনুযোগ করে বসেছেন হলিউড তারকা অ্যান হ্যাথাওয়ে। পরিচালকের বিরুদ্ধে নায়িকার অভিযোগ-অনুযোগ থাকতেই পারে। তাই বলে চেয়ারের মতো একটা 'নিরীহ' বস্তু নিয়ে!'অ্যাক্টরস অন অ্যাক্টর' শিরোনামে একটি অনলাইন আড্ডার আয়োজন করে ভ্যারাইটি। সেখানেই অনুযোগ করে বসেছেন অ্যান। খ্যাতিমান পরিচালক ক্রিস্টোফার নোলানের ইন্টারস্টেলার ও দ্য ডার্ক নাইট রাইজেস ছবি দুটিতে কাজ করেছেন তিনি। এ পরিচালকের ব্যাপারে তাঁর অনুযোগ, ভদ্রলোক শুটিং সেটে কোনো চেয়ার রাখতে দিতেন না। চেয়ার দেখলেই নাকি সবার আলসেমি জেগে উঠবে।পাশাপাশি নোলানের তিনটি প্রশংসাও করেছেন অ্যান হ্যাথাওয়ে। নোলান শক্ত হাতে দল সামলান, এক্কেবারে সময়মতো শুটিং শেষ করেন এবং বাজেটের বেশি এক টাকাও খরচ করেন না! পরিচালক ক্রিস্টোফার নোলানের এক মুখপাত্র অ্যানের এ অনুযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন, নোলান শুটিং সেটে অনেক কিছুই নিষিদ্ধ করেছেন, সেই তালিকায় চেয়ার নেই। আছে সেলফোন ও সিগারেট। তাঁর সেটে অনেকেই চুপি চুপি সেলফোন ব্যবহার করেন বটে, কিন্তু ধূমপান একদমই করতে পারেন না।

'অ্যাক্টরস অন অ্যাক্টর' আড্ডায় মনের ঝাঁপি খুলে গল্প করছেন হলিউডের বড় বড় সব তারকা। সিনেমার শুটিং সেট, ব্যক্তিগত জীবন আর মঞ্চের পেছনের টুকিটাকি সব গল্প আনন্দ নিয়ে শুনছেন হলিউডপ্রেমীরা।২০০১ সালে দ্য প্রিন্সেস ডায়েরিজ সিনেমা দিয়ে হলিউডে পা রাখেন অ্যান হ্যাথাওয়ে। এরপর উপহার দিয়েছেন দর্শকনন্দিত কিছু ছবি। গত বছর শেষ ছবি করেন দ্য লাস্ট থিং হি ওয়ান্টেড। হাতে আছে দ্য উইচেস ছবিটি। টেলিভিশন, মঞ্চ ও চলচ্চিত্রসব জায়গায়ই দাপিয়ে বেড়ানো অ্যান এখন সবচেয়ে বেশি সচল চলচ্চিত্রেই।

কারও টমেটো, কারও পনিরে অ্যালার্জি

অ্যালার্জি আছে! সেটা আবার কী? এক একজন মানুষ এক একটি জিনিস সইতে পারেন না। ধুলা, পশম, ঠান্ডা, ছত্রাক, কসমেটিকস, ওষুধ, নির্দিষ্ট কিছু খাবারের সঙ্গে অ্যালার্জির যোগ আছে। আবার এমন অনেক কিছুর সঙ্গে আছে, যা আমরা অনেকেই জানি না। কার যে কিসে অ্যালার্জি, আর সেই অ্যালার্জির কী রূপ, অ্যালার্জি হলে কী হয়, সেসবও এক বিরাট মুশকিল। তারকাদের অনেকেরই অ্যালার্জি আছে। জেনে নেওয়া যাক কোন তারকার কোন খাবারে অ্যালার্জি, আর অ্যালার্জি হলে তাঁদের কী হয়।

'বেবি'', ''আই ডোন্ট কেয়ার''খ্যাত কানাডীয় সংগীততারকা জাস্টিন বিবার ২০১৯ সালের অক্টোবরে ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করেন, ''সবচেয়ে খারাপ খবর হলো আমার ময়দায় অ্যালার্জি। তাই খাবার মুখে দেওবার আগে তিনি নিশ্চিত হয়ে নেন তাতে ময়দা নেই।'

অন্যদিকে মার্কিন টেলিভিশন ব্যক্তিত্ব, উদ্যোক্তা ও লেখক বেথেনি ফ্র্যাঙ্কেলের আবার বেশির ভাগ মাছে অ্যালার্জি। খাওয়ার আগে সব মাছ চেখে দেখা সম্ভব নয় বলে মাছ খাওয়া ছেড়েই দিয়েছেন। ২০১৮ সালের ডিসেম্বরে নাকি ভুল করে এক রেস্টুরেন্টে স্যুপ খেয়েছিলেন। সেখানে মেশানো ছিল মাছ। সেবার নাকি প্রায় মরতে বসেছিলেন তিনি। তাই মাছ থেকে এক শ হাত দূরে থাকেন তিনি।

২০১৯ সালের মে মাসে ফ্লোরিডার কনসার্ট বাতিল করেছিলেন ''থ্যাংক ইউ নেক্সট''খ্যাত তারকা শিল্পী আরিয়ানা গ্রান্ডে। হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন তিনি। তাঁর অসুস্থতার জন্য দায়ী একটি টমেটো। নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ডাক্তাররা আরিয়ানার জীবন থেকে টমেটোকে বিদায় জানাতে বলেছিলেন। আরিয়ানা সেই অ্যালার্জিকে বর্ণনা করেছিলেন এভাবে, ''মনে হচ্ছিল, আমার সারা গায়ে, গলার ভেতরে ধীরগতিতে খেলা করছিল ক্যাকটাস। মাত্র ২০ বছর বয়সে একজন ইতালীয় নারীর টমেটোতে অ্যালার্জি ধরা পড়ে, এর চেয়ে ট্র্যাজেডি আর কী হতে পারে?''আরিয়ানা গ্রান্ডে।আজ থেকে প্রায় ১০ বছর আগের কথা। মার্কিন মিডিয়া ব্যক্তিত্ব কৌর্টনি কার্ডাশিয়ানের ছেলে মাসন ডিসিকের বয়স তখন মাত্র ১১ মাস। প্রথমবারের মতো মা তাঁর ছেলেকে পিনাট বাটারের সঙ্গে পরিচয় করাচ্ছিলেন। সেটা মুখে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ছোট্ট মাসনের মুখ বন্ধ হয়ে গেল। চোখ-মুখ গেল ফুলে। অস্বাভাবিক আচরণ করতে লাগল সে। দ্রুত তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়ার পর সুস্থ হলো কার্ডাশিয়ানের পুত্র। প্রথম দিনেই জানা গেল, মাসনের পিনাট বাটারে অ্যালার্জি। আর কোনো দিন পিনাট বাটার স্পর্শ করেনি মাসন। মডেল কাইলি জেনারের মেয়ে স্টর্মি ওয়েবস্টারেরও পিনাট বাটারে অ্যালার্জি! শুধু চিনাবাদাম নয়, স্টর্মির সব বাদাম ও বাদামজাত খাবারে অ্যালার্জি।কাইলি জেনার। অ্যালার্জি হলে কী হয়? গায়ে ছোট ছোট ফুসকুড়ি ওঠে, চুকলায় বা গা ফুলে যায়।মার্কিন গায়িকা মাইলি সাইরাস অ্যালার্জির কারণে ওজন হারালেন। মাইলির ভাষায়, ''ওজন কমে যাওয়াটা কোনো সমস্যা না। কিন্তু শারীরিকভাবে দুর্বল হয়ে যাওয়া, ওজন হারানোর ফলে রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা হারানো, এগুলো আরও নতুন নতুন সমস্যা তৈরি করেছিল।

বুধবার লেইক চৌমুহনী বাজারে এসডিএম'র উদ্যোগে এক সভার আয়োজন করা হয়। ছবি- নিজস্ব।

কোভিড-১৯-এর প্রভাব লাঘবে 'জোরালো বৈশ্বিক পদক্ষেপের' আহ্বান বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর

মনির হোসেন,ঢাকা,জুলাই ০৮।।বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বুধবার অভিবাসীদের ওপর করোনাভাইরাস মহামারীর বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় সব দেশের অংশগ্রহণে একটি 'জোরালো বৈশ্বিক পদক্ষেপের' আহ্বান জানিয়ে এ লক্ষ্যে তিন দফা পরামর্শ উপস্থাপন করেছেন।

সুইজারল্যান্ডের জেনেভাতে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) ভার্চুয়াল গ্লোবাল শীর্ষ সম্মেলনে তিনিবলেন, 'ভাইরাসটি বৈষম্যমূলক আচরণ করে না, তবে এর প্রতিকূল প্রভাবগুলো ঝুঁকিপূর্ণ লোকজন বিশেষত অভিবাসী ও মহিলা শ্রমিকদেরওপর মারাত্মক বৈষম্য সৃষ্টি করেছে।' শেখ হাসিনা অরো বলেন,'আমাকে অবশ্যই বলতে হবে যে, এখন সব দেশ, সকল আন্তর্জাতিক সংস্থা, সুশীল সমাজ সংগঠনএবং বেসরকারী খাতের অংশগ্রহণের মাধ্যমে একটি জোরালো ও সুসংহত বৈশিক্ক পদক্ষেপ প্রয়োজন।'

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও)বৈশ্বিক নেতাদের দিবস' শীর্ষক অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীরউপস্থাপন করা তিন দফা প্রস্তাব হল: প্রথমত: এই সংকটের সময়বিদেশের বাজারগুলোতে অভিবাসী কর্মীদের চাকরি বজায় রাখতে হবে; দ্বিতীয়ত: প্রতিষ্ঠান বন্ধের ক্ষেত্রে, ক্ষতিপূরণ এবং অন্যান্য সুবিধাপুরোপুরি প্রদান করার পাশাপাশি তাদের সুরক্ষা ও স্বাস্থ্যসুবিধা নিশ্চিত করতে হবে; এবং তৃতীয়ত: মহামারীর পরে, অর্থনীতি পুনরায় সক্রিয় করার জন্য এই শ্রমিকদের নিয়োগ দিতে হবে।

বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা এবং সংকট মোকাবেলায় গৃহীত ব্যবস্থাসমূহ উল্লেখ করেপ্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ গভীরভাবে আইএলওর সকল প্রচেষ্টারপ্রশংসা করে। তিনি বলেন, 'বিশ্বব্যাপী কোভিড-১৯ মহামারীতে আইএলও'র গ্লোবাল লিডারস দিবসে এই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পেরে আমি আনন্দিত। এ মহামারী আমাদের দেশসমূহ, বিশেষত আমাদের শ্রমিকদের সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্তকরেছে।শেখ হাসিনা বলেন, বিশ্বব্যাপী এই বিপর্যয় এখন বিশ্বায়ন ও যোগাযোগেরমূলভিত্তিকে হুমকির মুখে ফেলেছে, যা আমরা সুদীর্ঘ সময় ধরে অনেক যত্নে গড়ে তুলেছি। প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'এটি এখন কেবল স্বাস্থ্য সমস্যা নয় বরং একটি পূর্ণাঙ্গ বৈশ্বিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক সঙ্কটে পরিণত হয়েছে।' তিনি বলেন, অন্যান্য সঙ্কটের মতো, এলডিসি এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোই কোভিড মহামারীর মূল বোঝার মুখোমুখি হচ্ছে যদিও এই সংকট তাদের দিয়ে শুরু হয়নি। তিনি বলেন, 'এই মহামারীর কারণে আমাদের দেশীয় ও বৈদেশিক সরবরাহ চেইনগুলো মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়েছে। আমরা কয়েক বিলিয়ন ডলারের রফতানি আদেশ হারিয়েছি, আমাদের অনেক শিল্প বন্ধ হয়ে গেছে এবং লক্ষ লক্ষ শ্রমিক তাদের চাকরি হারিয়েছে।' শেখ হাসিনা বলেন, বাংলাদেশের ক্ষুদ্রশিল্প তাদের বেশিরভাগ সম্পদ ও বাজার হারিয়েছে এবং সর্বোপরি সরবরাহব্যবস্থা ব্যাহত হওয়ার কারণে কৃষি ব্যাপক ক্ষতির শিকার হয়েছে।

তিনি বলেন, 'এর ওপর, আমরা মিয়ানমার থেকে জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত ১১ লাখ রোহিঙ্গাকে আশ্রয় দিয়েছি।' প্রধানমন্ত্রী বলেন, কোভিড-১৯ সঙ্কট শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সরকার দেশের অর্থনীতির বিভিন্নখাতের জন্য ১২.১বিলিয়ন ডলার উদ্দীপনা প্যাকেজএবং পাশাপাশি সমাজের বিভিন্ন অংশের জন্য সহায়তাঘোষণা করে। তিনি বলেন, 'এই সহায়তা প্যাকেজ আমাদের জিডিপির ৩.৭-এর সমান। রফতানি শিল্পে আমাদের শ্রমিকদের সহায়কা দিতে আমরা শ্রমিকদের মজুরি দেওয়ার জন্য প্রায় ১ বিলিয়ন ডলার দিয়েছি।'প্রধানমন্ত্রী বলেন, ২০০৯ সালে দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে তার সরকার পোশাক শ্রমিকদের মজুরি প্রায় ৫০০ শতাংশ এবং অন্যান্য খাতের শ্রমিকদের মজুরি গড়ে ৩৬০ শতাংশ বাড়িয়েছে। তিনি বলেন, ' এই মহামারী চলাকালীন দৈনিক আয় হারিয়েছে এমন ৫০ মিলিয়নের বেশি লোককে আমরা সরাসরি নগদ অর্থ এবং অন্যান্য সুবিধা প্রদান করেছি।'বাংলাদেশী অভিবাসী কর্মীদের ব্যাপকহারে চাকুরি হারানো এবং এর ফলে রেমিটেন্সহ্রাস পাওয়ার কথা উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন, এসডিজি অর্জনে রেমিট্যান্স একটি মূল উপাদান হওয়ায় এটি আমাদের জন্য অত্যন্ত উদ্বেগের বিষয়। প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'বর্তমানে এই চাকরিবিহীন শ্রমিকদের প্রত্যাবাসন এক বিশাল চ্যালেঞ্জ হিসাবে দাঁড়িয়েছে। বিশ্বব্যাংক ভবিষ্যদ্বাণী করেছে যে, আমরা২০ শতাংশের বেশি রেমিট্যান্স আয় হারাব।' তিনি আরও বলেন, 'এই পরিস্থিতিতে আমরা আইএলওর শতবর্ষের ঘোষণার কথা স্মরণ করতে পারি, যেখানে আমরা সকলেই প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন, জনসংখ্যা স্থানান্তর, জলবায়ু পরিবর্তন ও বিশ্বায়নের মাধ্যমে আমাদের বিশ্বকে রূপান্তরিত করার প্রয়াসকে স্বীকৃতি দিয়েছিলাম।' শেখ হাসিনা বলেন, জি-৭, জি -২০, ওইসিডি ও আন্তর্জাতিক আর্থিক সংস্থাগুলোর সমর্থিত সকল পুনরুদ্ধার ব্যবস্থার কেন্দ্রে থাকবে জাতিসংঘ ও আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো। তিনি বলেন, 'আমাদের চারপাশে যা কিছু ঘটছে, তা দেখেমনে হচ্ছে সবার জন্য উপযুক্ত কর্মসংস্থানের প্রতিশ্রুতি এককভাবে পূরণ করাকঠিন হবে। তবে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, আমরা একযোগে এটি করতে পারবো।'আইএলওর মহাপরিচালক গাই রাইডার এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। জাতিসংঘের মহাসচিব অ্যান্টোনিও গুতেরেস, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মহাপরিচালক টেড্রোস আধানোম গেব্রেয়েসাস,এবং সুইজারল্যান্ড, দক্ষিণ কোরিয়া, শ্রীলঙ্কা, দক্ষিণ আফ্রিকা, আয়ারল্যান্ড, ফিজি, থাইল্যান্ড, নেপাল, সামোয়া, পাকিস্তান, মিয়ানমার সহ বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানগণ, এবং ডব্লিউটিও'র ডিজি ও আইএমএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালকঅন্যান্যের মধ্যে এই অনুষ্ঠানে যোগ দেন।

বাংলাদেশে করোনায় সুস্থতা ৮০ হাজার ছাড়িয়েছে, আরও ৪৬ জনের মৃত্যু

মনির হোসেন,ঢাকা,জুলাই ০৮।।বাংলাদেশে করোনা শনাক্তের ১২৩তম দিনে এই ভাইরাস থেকে ৮০ হাজারের বেশি মানুষ সুস্থ হয়েছেন। গত ২৪ ঘন্টায় হাসপাতাল এবং বাসায় মিলিয়ে সুস্থ হয়েছেন ২ হাজার ৭৩৬ জন। এ পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ৮০ হাজার ৮৩৮ জন। গতকালের চেয়ে আজ ৭৮৩ জন বেশি সুস্থ হয়েছেন। গতকাল সুস্থ হয়েছিলেন ১ হাজার ৯৫৩ জন। আজ শনাক্ত বিবেচনায় সুস্থতার হার ৪৬ দশমিক ৯৬ শতাংশ। আগের দিন এই হার ছিল ৪৬ দশমিক ৩১ শতাংশ। আগের দিনের চেয়ে আজ সুস্থতার হার শূন্য দশমিক ৬৫ শতাংশ বেশি।

বুধবার দুপুরে স্বাস্থ্য অধিদফতরের করোনাভাইরাস সংক্রান্ত নিয়মিত অনলাইন হেলথ বুলেটিনে অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. নাসিমা সুলতানা এসব তথ্য জানান। তিনি জানান, গত ২৪ ঘন্টায় করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ৪৬ জন মারা গেছেন। এখন পর্যন্ত মারা গেছেন ২ হাজার ১৯৭ জন। গতকালের চেয়ে আজ ৯ জন কম মারা গেছেন। গতকাল মারা গেছেন ৫৫ জন। করোনা শনাক্তের বিবেচনায় আজ মৃত্যুর হার ১ দশমিক ২৮ শতাংশ। আগের দিনও এই হার ছিল ১ দশমিক ২৮ শতাংশই। অতিরিক্ত মহাপরিচালক জানান, গত ২৪ ঘন্টায় ১৫ হাজার ৬৭২ জনের নমুনা পরীক্ষায় ৩ হাজার ৪৮৯ জনের দেহে করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়েছে। গতকালের চেয়ে আজ ৪৬২ জন বেশি শনাক্ত হয়েছেন। গতকাল ১৩ হাজার ১৭৩ জনের নমুনা পরীক্ষায় শনাক্ত হয়েছিলেন ৩ হাজার ২৭ জন। তিনি জানান, দেশে এ পর্যন্ত মোট ৮ লাখ ৮৯ হাজার ১৫২ জনের নমুনা পরীক্ষায় ১ লাখ ৭২ হাজার ১৩৪ জনের দেহে করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়েছে। মোট পরীক্ষার বিবেচনায় শনাক্তের হার ১৯ দশমিক ৩৬ শতাংশ। গত ২৪ ঘন্টায় নমুনা পরীক্ষার বিবেচনায় শনাক্তের হার ২২ দশমিক ২৬ শতাংশ। আগের দিন এ হার ছিল ২২ দশমিক ৯৮ শতাংশ। আগের দিনের চেয়ে আজ শনাক্তের হার শূন্য দশমিক ৭২ শতাংশ কম।

ডা. নাসিমা সুলতানা জানান, 'করোনাভাইরাস শনাক্তে গত ২৪ ঘন্টায় নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে ১৫ হাজার ৮৮৩ জনের। আগের দিন নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছিল ১৩ হাজার ৪৯১ জনের। গতকালের চেয়ে আজ ২ হাজার ৩৯২টি নমুনা বেশি সংগ্রহ করা হয়েছে। গত ২৪ ঘন্টায় দেশের ৭৫টি পরীক্ষাগারে নমুনা পরীক্ষা হয়েছে ১৫ হাজার ৬৭২ জনের। আগের দিন নমুনা পরীক্ষা হয়েছিল ১৩ হাজার ১৭৩ জনের। গত ২৪ ঘন্টায় আগের দিনের চেয়ে ২ হাজার ৪৯৯টি বেশি নমুনা পরীক্ষা হয়েছে। তিনি জানান, যারা মারা গেছেন তাদের মধ্যে ৩৮ জন পুরুষ এবং ৮ জন নারী। এখন পর্যন্ত মৃত্যুবরণকারীদের মধ্যে পুরুষ ১ হাজার ৭৪১ জন; ৭৯ দশমিক ২৪ শতাংশ এবং নারী ৪৫৬ জন; ২০ দশমিক ৭৬ শতাংশ। গত ২৪ ঘন্টায় ঢাকা বিভাগে ১২ জন, চট্টগ্রাম বিভাগে ১৪ জন, বরিশাল বিভাগে ৩ জন, রাজশাহী বিভাগে ৩ জন, খুলনা বিভাগে ৯ জন, সিলেটে ৪ জন এবং রংপুরে ১ জন মারা গেছেন। এদের মধ্যে হাসপাতালে মারা গেছেন ৩৮ জন এবং বাসায় মারা গেছেন ৮ জন। বয়স বিশ্লেষণে দেখা গেছে, ৯১ থেকে ১০০ বছরের মধ্যে ১ জন, ৮১ থেকে ৯০ বছরের মধ্যে ৩ জন, ৭১ থেকে ৮০ বছরের মধ্যে ৬ জন, ৬১ থেকে ৭০ বছরের মধ্যে ১৬ জন, ৪১ থেকে ৫০ বছরের মধ্যে ১ জন, ৫১ থেকে ৬০ বছরের মধ্যে ১৫ জন, ৩১ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে ২ জন, ২১ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে ২ জন মারা গেছেন।

নাসিমা সুলতানা জানান, এ পর্যন্ত মৃত্যুবরণকারীদের মধ্যে শূন্য থেকে ১০ বছরের মধ্যে দশমিক ৫৯ শতাংশ, ১১ থেকে ২০ বছরের মধ্যে ১ দশমিক ২৪ শতাংশ, ২১ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে ৩ দশমিক ৩২ শতাংশ, ৩১ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে ৭ দশমিক ১৫ শতাংশ, ৪১ থেকে ৫০ বছরের মধ্যে ১৪ দশমিক ৭৫ শতাংশ, ৫১ থেকে ৬০ বছরের মধ্যে ৩২ দশমিক শূন্য ৯ শতাংশ এবং ষাটোর্ধ বয়সের ৪৩ দশমিক ৯৭ শতাংশ। এ পর্যন্ত মৃত্যুবরণকারীদের মধ্যে বিভাগওয়ারী ঢাকা বিভাগে ৫০ দশমিক ৮০ শতাংশ, চট্টগ্রাম বিভাগে ২৫ দশমিক ৯৯ শতাংশ, রাজশাহী বিভাগে ৫ দশমিক শূন্য ১ শতাংশ, খুলনা বিভাগে ৪ দশমিক ৮২ শতাংশ, বরিশাল বিভাগে ৩ দশমিক ৬৯ শতাংশ, সিলেট বিভাগে ৪ দশমিক ৩২ শতাংশ, রংপুর বিভাগে ৩ শতাংশ এবং ময়মনসিংহ বিভাগে ২ দশমিক ৩৭ শতাংশ।

তিনি জানান, ঢাকা মহানগরীতে কোভিড ডেডিকেটেড হাসপাতালে সাধারণ শয্যা সংখ্যা ৬ হাজার ৩০৫টি, সাধারণ শয্যায় ভর্তিকৃত রোগীর সংখ্যা ২ হাজার ২১৩ জন এবং শয্যা খালি আছে ৪ হাজার ৯২টি। ঢাকা মহানগরীতে আইসিইউ শয্যা সংখ্যা ১৪২টি, আইসিইউ শয্যায় ভর্তি আছে ১০২ জন এবং খালি আছে ৪০টি শয্যা। ঢাকা মহানগরীতে ভেন্টিলেটর সংখ্যা ১৫০টি। চট্টগ্রাম মহানগরীতে সাধারণ শয্যা সংখ্যা ৬৫৭টি, সাধারণ শয্যায় ভর্তিকৃত রোগীর সংখ্যা ৩১৪ জন এবং শয্যা খালি আছে ৩৪৩ টি। চট্টগ্রাম মহানগরীতে আইসিইউ শয্যা সংখ্যা ৩৯টি, আইসিইউ শয্যায় ভর্তি আছে ২০ জন এবং খালি আছে ১৯টি শয্যা।

চট্টগ্রাম মহানগরীতে ভেন্টিলেটর সংখ্যা ৩৮টি। সারাদেশে সাধারণ শয্যা সংখ্যা ১৪ হাজার ৯৪৫টি, আইসিইউ শয্যা সংখ্যা ৩৯৪টি। সারাদেশে অক্সিজেন সিলিন্ডারের সংখ্যা ১১ হাজার ৭৬৪টি। সারাদেশে হাই ফ্লো নেজাল ক্যানেলা সংখ্যা ১৩২টি এবং সারাদেশে অক্সিজেন কনসেনট্রেটর ৯৮টি। সারাদেশে সাধারণ শয্যায় ভর্তিকৃত রোগীর সংখ্যা ৪ হাজার ১৭৬ জন, আইসিইউ শয্যায় ভর্তিকৃত রোগীর সংখ্যা ১৯৪ জন। সারাদেশে ২৪ ঘন্টায় ভর্তিকৃত রোগীর সংখ্যা ৪৪৫ জন এবং ছাড়প্রাপ্ত রোগীর সংখ্যা ৬৩৯ জন।

নাসিমা সুলতানা জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় আইসোলেশনে রাখা হয়েছে ৭৯২ জনকে। বর্তমানে আইসোলেশনে আছেন ১৬ হাজার ৮৫৬ জন। ২৪ ঘণ্টায় আইসোলেশন থেকে ছাড় পেয়েছেন ৮০৯ জন, এখন পর্যন্ত ছাড়া পেয়েছেন ১৬ হাজার ২৮৭ জন। এখন পর্যন্ত আইসোলেশন করা হয়েছে ৩৩ হাজার ১৪৩ জনকে। তিনি জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় প্রাতিষ্ঠানিক ও হোম কোয়ারেন্টিন মিলে কোয়ারেন্টিন করা হয়েছে ২ হাজার ৬৯১ জনকে। এখন পর্যন্ত ৩ লাখ ৮৪ হাজার ২৯৯ জনকে কোয়ারেন্টিন করা হয়েছে। কোয়ারেন্টিন থেকে গত ২৪ ঘণ্টায় ছাড়া পেয়েছেন ৩ হাজার ১৩৪ জন, এখন পর্যন্ত মোট ছাড়া পেয়েছেন ৩ লাখ ২১ হাজার ৩০১ জন। বর্তমানে মোট কোয়ারেন্টিনে আছেন ৬২ হাজার ৯৯৮ জন।

অতিরিক্ত মহাপরিচালক জানান, বিভিন্ন ক্যাটাগরির গ্লাভস মজুদ আছে ৯ লাখ ৪৪ হাজার ২৭৪টি, বিভিন্ন ক্যাটাগরি ও লেভেলের মাস্ক মজুদ আছে ৩১ লাখ ৫৬ হাজার ৯৩৬টি। এছাড়া, ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রী (পিপিই) ১১ লাখ ৬৫ হাজার ১৩৬টি এবং গগলস ১২ লাখ ৩১ হাজার ৯৭৩টি মজুদ রয়েছে।

গত ২৪ ঘন্টায় হটলাইন নম্বরে ১ লাখ ৯০ হাজার ৫৯৯টি এবং এ পর্যন্ত প্রায় ১ কোটি ৫২ লাখ ৯৪ হাজার ৩৮টি ফোন কল রিসিভ করে স্বাস্থ্য সেবা ও পরামর্শ দেয়া হয়েছে বলে তিনি জানান। তিনি জানান, করোনাভাইরাস চিকিৎসা বিষয়ে এ পর্যন্ত ১৬ হাজার ৪৫৪ জন চিকিৎসক অনলাইনে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। গত ২৪ ঘন্টায় যুক্ত হয়েছেন ১৬ জন। এদের মধ্যে ৪ হাজার ২১৭ জন স্বাস্থ্য বাতায়ন ও আইইডিসিয়ার'র হটলাইন গুলোতে স্বেচ্ছাভিত্তিতে সপ্তাহে ৭ দিন ২৪ ঘন্টা জনগণকে চিকিৎসাসেবা ও পরামর্শ দিচ্ছেন।

রোহিঙ্গা সমস্যার স্থায়ী সমাধানে দ্রুত প্রত্যাবাসনের পক্ষে ভারত : ড. এস. জয়শংকর

মনির হোসেন,ঢাকা,জুলাই ০৮।।ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড় এস. জয়শংকর বলেছেন, বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের প্রতিবেশী হিসেবে ভারত জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর মিয়ানমারে দ্রুত প্রত্যাবাসনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। তিনি বলেন, বাংলাদেশে অবস্থানরত রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে দ্রুত, নিরাপদ ও টেকসই প্রত্যাবাসনেই সকলের মঙ্গল নিহিত।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড় এ. কে. আব্দুল মোমেনকে সম্প্রতি লেখা এক পত্রে ড় এস. জয়শংকর এসব বিষয় উল্লেখ করেন বলে বুধবার মন্ত্রণালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়। মিয়ানমারের রাখাইন প্রদেশ থেকে জোরপর্বক বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে আশ্রয় দিয়ে বাংলাদেশ যে মানবিকতার পরিচয় দিয়েছে তার ভূয়সী প্রশংসা করেন ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী।

করোনা মহামারি মোকাবিলায় বাংলাদেশ সরকার ও জনগণের পাশে থাকার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন ড় এস. জয়শংকর। তাছাড়া দু'দেশের উন্নয়নের ক্ষেত্রে পারস্পারিক অংশীদারিত্ব অব্যাহত থাকবে বলেও তিনি পত্রে উল্লেখ করেন।

করোনা : মণিপুরের জিরিবামে রেপিড অ্যান্টিজেন শনাক্তকরণ কেন্দ্রের সূচনা করলেন মুখ্যমন্ত্রী

জিরিবাম (মণিপুর), ৮ জুলাই (হি.স.) : জিরিবামে রেপিড অ্যান্টিজেন শনাক্তকরণ কেন্দ্রের সূচনা করলেন মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিং। এতে করোনা-র সংক্রমণ দ্রুত চিহ্নিত করা সম্ভব হবে বলে দাবি করেছেন তিনি। সাথে তিনি যোগ করেন, এ-ধরনের রোগ নির্ণয় কেন্দ্র অন্য জেলায়ও শীঘ্র চালু করা হবে। তাঁর দাবি, প্রায় ১৫ হাজার কিট মণিপুর সরকারের কাছে মজুত রয়েছে।

প্রসঙ্গত, করোনা-র সংক্রমণ দ্রুত চিহ্নিত করার জন্য দেশের বিভিন্ন রাজ্যে রেপিড অ্যান্টিজেন কিট-এর সাহায্যে রোগ নির্ণয়ের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। ওই কিট খুব দ্রুত ফলাফল জানাতে সক্ষম। ত্রিপুরায় আগামী সোমবারের মধ্যে এই কিট দিয়ে বহিঃরাজ্য থেকে আগত সকলের নমনা পরীক্ষা করা শুরু হবে। অসমে ইতিমধ্যে এই প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে।

এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, জিরিবাম জেলা হাসপাতালকে আপাতত কোভিড কেয়ার সেন্টারে রূপান্তরের কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। তবে, জিরিবাম জেলায় কোভিড কেয়ার সেন্টার স্থাপনের চিন্তাভাবনা হচ্ছে। এতে জেলায় আক্রান্ত করোনা রোগীদের এই স্বাস্থ্য কেন্দ্রে চিকিৎসা সম্ভব হবে।

গুয়াহাটিতে জেলা প্রশাসনের বেঁধে দেওয়া দরে বিক্রি শাকসবজি

গুয়াহাটি, ৮ জুলাই (হি.স.) : গুয়াহাটিতে অতিমারি করোনার গণ-সংক্রমণ শুরু হওয়ার পর তা ঠেকাতে রাজ্য সরকার গত ২৮ জুন মধ্যরাত থেকে থেকে গোটা কামরূপ মহানগর জেলায় সম্পূর্ণ লকডাউন ঘোষণা করেছিল। লকডাউনের দশমদিন আজ বুধবার নাগরিকদের সুবিধার জন্য গুয়াহাটির ১৩৩টি জায়গায় শাক-সবজি বিক্রির ব্যবস্থা করে মহানগর জেলা প্রশাসন।

বুধবার গুয়াহাটি মহানগরে ১৩৩টি ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় মোট ২৬ ধরনের শাকসবজি বিক্রির ব্যবস্থা করেছিল কামরূপ (মেট্রো) জেলা প্রশাসন। জেলা প্রশাসনের নির্দেশিকা মতোই শাকসবজির দাম নির্ধারণ করে দেওয়া হয়।

আজ যে দরে শাকসবজি বিক্রি হয়েছে তা এ রকম প্রতি কেজি ঝিঙা ৪৫ টাকা, চাল কুমড়ো ৪০ টাকা, পটল ৪০ টাকা, বরবটি ৪৫ টাকা, উচ্ছে ৪৫ টাকা, মিষ্টি কুমড়ো ২৫ টাকা, ঢ্যাঁড়শ ৪০ টাকা, বাঁধাকপি ৩৫ টাকা, মুলা ৪০ টাকা। অন্যদিকে কাঁচালঙ্কা ৬৫ টাকা, গাজর ৯৫ টাকা, ফ্রেঞ্চবিন ৯৫ টাকা, ভোল ৩৫ টাকা, শশা ৩৫ টাকা, লাউ ৪০ টাকা, মটরশুটি (কড়াইশুটি) ৯০ টাকা, লেবু ৫ টাকা (একটি), বেগুন ৪৫ টাকা, কাকরুল ৫০ টাকা, ধনে পাতা একমুঠো ৫ টাকা, ক্যাপসিকাম ৯০ টাকা, ওলকপি ৪৫ টাকা, আলু ৩০ টাকা, টম্যাটো ৫৫ টাকা, কচু ৪০ টাকা, ধুন্দুল ৩০ টাকা দরে মহানগরের বাজারে পাওয়া গেছে।

প্যাংগং এর ফিঙ্গার ফোর এখনো চিনের দখলে

নয়াদিল্লি, ৮ জুলাই (হি. স.): গালওয়ান উপত্যকা থেকে সরে গেলেও প্যাংগং ঝিলের ফিংগার ফোর থেকে এখনো পিছু হটেনি চিনা সেনা। এই জায়গাটিকে নিয়ে দুই দেশের সেনার মধ্যে এখনও উত্তেজনা রয়েছে। গালওয়ান উপত্যকার পেট্রোলিং পয়েন্ট ১৪ এবং ১৫ থেকে দুই দেশের সেনা দুই থেকে আড়াই কিলোমিটার সরে গিয়েছে। নিজেদের সঙ্গে থাকা আগ্নেয়াস্ত্র এবং কমব্যাট গাড়িগুলিও দুই দেশের বাহিনী পিছু হটিয়ে নিয়েছে। এখানে যে ছাউনিগুলি গড়ে তোলা হয়েছিল সেগুলো সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও গোগ্রা, হট স্প্রিং এও বাফার জোন তৈরি করা হয়েছে গালওয়ানের ধাঁচে। কিন্তু অন্যদিকে প্যাংগং ঝিলে ফিঙ্গার ফোর থেকে সেনা সমাবেশ সরিয়ে নেয়নি চিন। ফিংগার ফোর থেকে এইট পর্যন্ত নিজেদের দখলে রেখেছে চিন। ভারতের দিকে তাক করে চিন তার আর্টিলারি কামানগুলোকে এখানে মোতায়েন করে রেখেছে। ফিঙ্গার ফোরে আগে ভারতের টহলরত বাহিনীকে আর এগোতে দেওয়া হচ্ছে না.

উল্লেখ করা যেতে পারে এর আগে গালওয়ান থেকে দুই কিলোমিটার পিছু হটার কথা স্বীকার করে চিনা বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র ঝাও লিজিয়ান জানিয়েছিলেন, দুই দেশের সেনাবাহিনীর শীর্ষ পর্যায় চলতি মাসের ৬, ২২, ২৯ জুন হওয়া বৈঠকের ভিত্তিতে উত্তেজনা কম করার লক্ষ্যে দুই কিলোমিটার পিছিয়ে যাওয়া হয়েছে। ১৫ জুন, সোমবার গালওয়ান উপত্যকার যেই জায়গায় দুই দেশের বাহিনীর

ছয়ের পাতায়

করোনা বিস্তার রোধে সকলকে জনযোদ্ধা হিসেবে কাজ করতে হবে : ওবায়দুল কাদের

মনির হোসেন,ঢাকা,জুলাই ০৮।।আসন্ন ঈদে করোনা সংক্রমণ বিস্তার রোধে সকলকে সচেতন জনযোদ্ধা হিসেবে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের। তিনি বলেন, 'ঈদে সংক্রমণ বিস্তার রোধে আমাদের সকলকে সচেতনতার জনযোদ্ধা হিসেবে কাজ করতে হবে। সমাগম এড়িয়ে চলতে হবে নিজের ও পরিবারের স্বার্থে। পশুর হাট, বাস লঞ্চ টার্মিনাল, ট্রেন স্টেশন, ফেরিঘাট, শপিংমল, কাঁচাবাজার সহ প্রতিটি স্থানে পারস্পরিক দূরত্ব বজায় রেখে, মাস্ক পড়ে এবং স্বাস্থ্যবিধি মেনে সুরক্ষা বলয় তৈরি করতে হবে।'

ওবায়দুল কাদের বুধবার সংসদ ভবনের সরকারি বাসভবন থেকে এক অনলাইন সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন। আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বলেন, 'পরিবারের সাথে ঈদ করার আনন্দযাত্রা যেন বিষাদ যাত্রায় রূপ না নেয় সে বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে। ক্ষণিকের উদাসীনতা জীবনের চিরচেনা কোলাহল থেকে আমাদের নিঃশব্দ অচেনা জগতে নিয়ে যেতে পারে। তাই আসুন, সচেতনতার সর্বোচ্চ মাত্রায় নিজেদের সুরক্ষা করি। স্বাস্থ্যবিধি না মানলে কোন প্রয়াসই কাজে দিবে না। ফল দিবে না লকডাউন কিংবা রেড জোন। তাই আসুন, মনের মাঝেই দৃঢ়তার দুর্গ নির্মাণ করি করোনার সংক্রমণ প্রতিরোধে।' তিনি বলেন, করোনার নমুনা পরীক্ষা, সনদ, প্লাজমা ডোনেশনসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে এ সংকটকে ঘিরে এক শ্রেণির অসাধুচক্র প্রতারনার আশ্রয় নিচ্ছে এবং মানুষ ঠকাচ্ছে, সরকার এসকল প্রতারণা ও অনিয়মের বিরুদ্ধে সরকার কঠোর অবস্থানে রয়েছে। এধরণের প্রতারণা মানুষের অসহায়ত্ব নিয়ে নির্মম বাণিজ্য ছাড়া কিছু নয়।

তিনি বলেন, কিছু মানুষ সংক্রমণ লুকিয়ে তথ্য গোপন করে চলাফেরা করছেন,আবার কেউ করোনা নেগেটিভ সনদ নিয়ে বিদেশে গিয়ে বিমানবন্দরে পজিটিভ হিসেবে চিহ্নিত হচ্ছে। বিদেশে যাওয়ার তীব্র প্রতিযোগিতা এবং সত্য গোপন রাখায় বিদেশে দেশের ভাবমূর্তি নষ্ট করা হচ্ছে এবং লাখ লাখ প্রবাসীদের অবিশ্বাস আর অনিশ্চয়তার আঁধারে ঠেলে দিচ্ছে। লক্ষণ দেখা দিলে আইসোলেশনে থেকে চিকিৎসা নেওয়ার অনুরোধ জানিয়ে ওবায়দুল কাদের বলেন, তথ্য গোপনের সাথে দেশের ইমেজ, লাখ লাখ প্রবাসীর ভাগ্য এবং ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তায় আবর্তিত হবে।

আক্রান্তদের চিকিৎসায় সম্মুখসারিতে থেকে যারা লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন তাদের আবারও অভিনন্দন জানিয়ে সড়ক পরিবহন মন্ত্রী বলেন, আপনারা ত্যাগ, মনোবল এবং সংকটে সহমর্মিতার যে নজির স্থাপন করেছেন জাতি তা শ্রদ্ধাবনত চিত্তে স্মরণ করবে। আপনারা লড়াই চালিয়ে যান দৃঢ় মনোবল নিয়ে। দেশের সংকটে জাতির প্রয়োজনে আপনারাই প্রকৃত বীর। শেখ হাসিনা সরকার আপনাদের পাশে রয়েছেন। আওয়ামী লীগের সভাপতিমন্ডলীর সদস্য, সাবেক মন্ত্রী ও ১৪ দলের মুখপাত্র মোহাম্মদ নাসিমের মৃত্যুতে আবারও তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করে ওবায়দুল কাদের বলেন তাঁর শূন্যতা কখনো পূরণ হবার নয়। ওবায়দুল কাদের আওয়ামী লীগের উপদেষ্টামন্ডলীর সদস্য ও সাবেক মন্ত্রী আমির হোসেন আমুকে আজ আনুষ্ঠানিক ভাবে কেন্দ্রীয় ১৪ দলের মুখপাত্র ও সমন্বয়ক ঘোষনা করেন।

মরকজ মামলায় ১২২ মালয়েশিয়া নাগরিকদের জামিন

নয়াদিল্লি, ৮ জুলাই (হি. স.): তাবলীগী জামাতের দিল্লির নিজামুদ্দিন মরকজে অংশগ্রহণকারী ১২২ জন মালয়েশিয়ার নাগরিকদের জামিনে মুক্তি দিল দিল্লির সাকেত আদালত।দশ হাজার টাকার ব্যক্তিগত বন্ডে এদের জামিন মঞ্জুর করেছে আদালত। নিজামুদ্দিন মরকজে অংশগ্রহণকারী ৯৫৬ জন বিদেশীর বিরুদ্ধে দায়ের করা ৫৯ টি চার্জশিট এর খোঁজ নিয়ে আদালত প্রত্যেক বিদেশী নাগরিকদের কোর্টে পেশ সবার জন্য নোটিশ জারি করেছে। এই সকল বিদেশী নাগরিকরা গত মার্চ

ছয়ের পাতায়

বুধবার প্রফুল্ল জিৎ সিনহা সাফাই কর্মীদের মধ্যে স্বচ্ছতা কিট বিতরণ করেন। ছবি- নিজস্ব।

করিমগঞ্জের সাদারাশি পঞ্চায়েতে দুর্নীতির অভিযোগ, হুঁশিয়ারি মিশনের

করিমগঞ্জ (অসম), ৮ জুলাই (হি.স.) : গ্রামাঞ্চলের সার্বিক উন্নয়ন না হলে শহরের উন্নয়ন সম্ভব নয়। বিশেষ করে শহরের সঙ্গে গ্রামের যোগাযোগ সংস্থাপনই হলো উন্নয়নের প্রধান সোপান। সেদিকে নজর রেখে সর্বানন্দ সনোয়াল নেতৃত্বাধীন রাজ্য সরকার পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলের উন্নয়নে বিভিন্ন প্রকল্প হাতে নিয়েছে। কিন্তু সরকারের সদি চ্ছা থাকলেও কিছু সংখ্যক দুর্নীতিপরায়ণ আমলা ও পঞ্চায়েত প্রতিনিধিদের জন্য গ্রামাঞ্চলের উন্নয়নের জন্য প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নে বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। উত্তর করিমগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত সাদারাশি গ্রাম পঞ্চায়েত (জিপি)-এ উন্নয়ন মূলক কাজের জন্য বরাদ্দ অর্থের বৃহৎ এক অংশ কেটে নেওয়া হচ্ছে। কাজের মঞ্জুরিকৃত অর্থের ৩২ শতাংশ অর্থ কাজ শুরু হওয়ার আগেই পকেটস্থ করে নেওয়া হচ্ছে।

জিপি-র জনগণের এ ধরনের অভিযোগ পেয়ে তার সত্যতা যাচাই করতে সরজেমিনে পঞ্চায়েত অফিসে এসে হাজির হন প্রাক্তন বিধায়ক তথা এআইডিসির চেয়ারম্যান মিশনরঞ্জন দাস। জিপি সচিব তাপস পোদ্দারের কাছে অভিযোগ সম্পর্কে মিশন দাস জানত চাইলে, সচিব প্রথমে কিছুটা অস্বস্তিতে পড়ে যান। পরে অবশ্য নিজেকে সামলে নিয়ে মিশনরঞ্জন দাসের কাছে জনতার উত্থাপিত অভিযোগ অস্বীকার করেন সচিব তাপস পোদ্দার।

এদিকে মিশন দাস জিপি অফিসে এসেছেন খবর পেয়েও গড়হাজির ছিলেন পঞ্চায়েত সভাপতি হৃষিকেশ দাস। এ নিয়েও জিপির জনমনে সভাপতি হৃষিকেশ দাসের বিরুদ্ধে ব্যাপক ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। মিশন রঞ্জন দাস জিপি সচিব তাপস পোদ্দারকে একরকম হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, বিগত সরকারের আমলে যেভাবে পারসেন্টেজের নামে উন্নয়নের অর্থ লুটেপুটে নেওয়া হয়েছে, এখন এ রকম চলবে না। উন্নয়নমূলক অর্থের জিএসটি বাবদ মাত্র ১৫ শতাংশ অর্থ কাটার পরামর্শ দেন মিশনবাবু। মিশন বলেন, বিগত দিনে পারসেন্টেজের নামে যে বাড়তি টাকা কেটে রাখা হয়েছিলো, তাও উগলে দিতে হবে। এছাড়া জিপির কাজগুলিতে স্বচ্ছতা বজায় রাখতে কড়া বার্তা দেন মিশন বাবু। সর্বাবস্থায় সরকারি টাকার সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দেন এআইডিসির চেয়ারম্যান মিশন রঞ্জন দাস। মিশন বাবুকে সামনে পেয়ে জিপির জনগণ তাঁদের মনের ভিতরে পুঞ্জিভূত বহু অভিযোগ তুলে ধরেন। তাঁরা বলেন, বিগত দিনে সাদারাশি জিপি একটি দুর্নীতির আখড়ায় পরিণত হয়ে পড়েছিল। সদ্য বদলি হওয়া সচিব রিপন শর্মা ছিলেন সকল দুর্নীতির মাস্টারমাইন্ড। জিপির বিভিন্ন প্রকল্পে দেদার দুর্নীতি হয়েছে। জিপির কিছু সংখ্যক গ্রুপ সদস্যার স্বামীরা পিএমজিএসওয়াই প্রকল্পে লাগামছাড়া দুর্নীতি করেছেন। এ সবের বিরুদ্ধে তদন্তের জন্য মিশন রঞ্জন দাসের কাছে দাবি জানান সাদারাশি জিপির জনগণ।

নাগরিকদের জামিন

পাচের পাতার পর

মাসে দিল্লির নিজামুদ্দিনে অনুষ্ঠিত তাবলীগী জামাতের মরকজে অংশগ্রহণ করেছিল। দিশা বিধি না মেনে এই সকল বিদেশি নাগরিক মরকজে অংশগ্রহণ করেছিল বলে চার্জশিটে জানানো হয়েছে। করোনা মোকাবিলায় সেই সময় কেন্দ্র যে দিশা নির্দেশ জারি করেছিল তা লংঘন করেছে এই সকল নাগরিকেরা।

চিনের দখলে

পাচের পাতার পর

মধ্যে সংঘর্ষ বেধে ছিল সেখান থেকে সরে গিয়েছে চিনা সেনা। দুই দেশের বাহিনীর মধ্যে উত্তেজনা এবং বিভাগ কমানোর লক্ষ্যে ও প্রগতির স্বপক্ষে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে. রবিবার জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল এর সঙ্গে চিনা বিদেশমন্ত্রী বাং ইর মধ্যে দীর্ঘক্ষণ ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে বৈঠক হয়। মনে করা হচ্ছে তাতেই কাজ দিয়েছে। ভবিষ্যতে দুই দেশের মধ্যে এমন উত্তেজক পরিস্থিতি যেন তৈরি না হয় সে বিষয়ে আলোচনা হয়। যদিও সেনাবাহিনী তরফ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে এই বিষয়ে কোনো বিবৃতি জারি করা হয়নি।

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

কাঁকুড়গাছি হত্যাকাণ্ডে ফের নাটকীয় মোড়

কলকাতা, ৮ জুলাই (হি স): দিনে এগোনোর সাথে সাথে নয়া জট খুলছে কাঁকুড়গাছি হত্যাকাণ্ডে। ফের নাটকীয় মোড় কাঁকুড়গাছি জোড়া মৃত্যুকাণ্ডে।কিছুদিন আগে কাঁকুড়গাছি এক অভিজাত আবাসনে শাশুড়িকে খুন করে আত্মঘাতী হয় জামাইও। অভিযুক্তকে অস্ত্র পাচারকারীর সন্ধান দিয়েছিল এক রাঁধুনি নয়া তথ্যের খোঁজ পুলিশের অভিযুক্ত মোবাইলের সূত্র ধরে সম্প্রতি খুনে ব্যবহৃত অস্ত্র পাচারকারীর সন্ধান পেয়েছিল পুলিশ। এরপর পঙ্কজ কুমার নামে ওই যুবককে বিহারের নওয়াদা থেকে গ্রেফতার করা হয়। তাকে জেরা করতেই একাধিক প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন তদন্তকারীরা।

পুলিশ সূত্রে খবর, বেঙ্গালুরুর যে সংস্থায় অভিযুক্ত অমিত চাকরি করতেন সেখানেই তার সঙ্গে আলাপ হয় এক রাঁধুনির। ওই ব্যক্তি বিহারের বাসিন্দা। কথায় কথায় অমিত তার কাছ থেকে জানতে পারে যে, অস্ত্র পাচারকারীদের সঙ্গে তার যোগাযোগ রয়েছে। এরপরই সংস্থার পদস্থ কর্মী হয়েও রাঁধুনির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়ায় অমিত। ওই রাঁধুনিই অমিতের সঙ্গে বিহারের পঙ্কজ কুমারের যোগাযোগ করিয়ে দেয়। জানা গিয়েছে, ৬০ হাজার টাকায় পিস্তলটা কিনেছিল অমিত। এর মধ্যে ৪০ হাজার টাকা আগাম ও বাকি টাকা হাতে হাতে দেয় হাওড়া স্টেশনে। পুলিশ সূত্রে খবর,অভিযুক্তর মোবাইলের কললিস্ট খতিয়ে দেখা হয়। ফোনে অভিযুক্ত অমিত যাদের সঙ্গে কথা বলেছিল তাঁদের মধ্যে থেকে পঙ্কজ কুমার নামে একজনকে চিহ্নিত করে তদন্তকারীরা। সেই পঙ্কজ কুমারে সূত্র ধরেই অস্ত্র লেনদেন বিষয়টি স্পষ্ট হয়। প্রসঙ্গত, অভিযুক্ত স্ত্রীকে খুনের পর বেঙ্গালুরু থেকে কলকাতা ফিরে প্রথমে উত্তরপাড়া গিয়েছিল ন এরপর ছেলেকে সেখানে দাদার কাছে রেখে শ্বশুরবাড়ি আসে সে। সেখানে যাওয়ার পথে জোগাড় করে আগ্নেয়াস্ত্র। এরপরই ডিভোর্সের মামলা ও সম্পত্তি নিয়ে শ্বশুর ও শাশুড়ির সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়ে অভিযুক্ত জামাই। রাগের বশে শাশুড়িকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় অমিত। দুই গুলি লক্ষ্য ভ্রষ্ট হলেও তৃতীয় গুলি লাগার পর মাটিতে লুটিয়ে পড়েন অভিযুক্তর শাশুড়ি। শ্বশুড়কে তাক করে গুলি লাগালেও তা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। কোনরকমে পালিয়ে রক্ষা পায় রাধুনী , শ্বশুর ।এরপর আত্মহত্যা করে ওই অভিযুক্ত নিজেও। পুলিশ সূত্রে খবর, খুনের আগে রিভলবার নিয়ে রীতিমতো পড়াশোনা করেন অভিযুক্ত অমিত আগরওয়াল। নিয়মিত চর্চা ছিল সোশ্যাল মিডিয়ায়। লোডেড রিভলবার ব্যবহারের তথ্যও মিলেছে অভিযুক্ত অমিতের ল্যাপটপে।

যোগ্য জবাব পেয়েছে চিন, আগে এমন রাজনৈতিক নেতৃত্ব ছিল না : ব্রিগেডিয়ার সান্যাল

কলকাতা, ৮ জুলাই (হি.স.): প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দৃঢ় নেতৃত্ব, ভারত সরকারের কঠোর নীতি এবং দুর্দান্ত কূটনীতির দরুন এবার যোগ্য ও মোক্ষম জবাব পেয়েছে চিন। এমনই অভিমত ব্রিগেডিয়ার প্রবীর সান্যালের। বহুভাষী সংবাদ সংস্থা হিন্দুস্থান সমাচার-এর সঙ্গে বিশেষ আলোচনায় চিনের সম্প্রসারণ নীতি-সহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেছেন অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার প্রবীর সান্যাল। তাঁর মতে, ১৯৬২ সালের যুদ্ধের সময় তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু সমস্ত দিক থেকেই দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। বিদেশ থেকে প্রতিরক্ষা, সমস্ত বিষয়ে তাঁর নীতি দুর্বল ছিল। চিন অকসাই চিন দখল করে নিয়েছিল, অথচ দেশবাসীর কাছে এ বিষয়টি গোপন রেখেছিলেন তিনি। চিন তিব্বতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছিল, কিন্তু নেহেরু শান্ত ছিলেন। এজন্য চিনের মনোবল এতটাই বেড়ে গিয়েছিল যে, ১৯৬২ থেকে এখনও পর্যন্ত ভারতের সীমায় প্রবেশ করে চলেছে।

চিন সমস্যার স্থায়ী সমাধান কীভাবে সম্ভব, এই প্রশ্নের উত্তরে অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার প্রবীর সান্যাল জানিয়েছেন, শেষ বিকল্প হল সামরিক পদক্ষেপ, তবে তার আগে অবশ্যই চিনকে আর্থিক, কূটনৈতিক এবং রাজনৈতিক চাপে ফেলতে হবে। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার অত্যন্ত দৃঢ় কৌশল নিয়ে এগিয়ে চলছে। তিনি বলেছেন, গালওয়ান উপত্যকায় আমাদের বীর জওয়ানরা যেভাবে চিনা সৈন্যদের মেরেছে, তাতে চিনের মনোবল হ্রাস পেয়েছে। এছাড়াও চিন অভ্যন্তরীণভাবেও ভীষণ অস্থির, রাজনৈতিক, আর্থিক ও সামাজিক পরিস্থিতিও অস্থিতিশীল। চিন-বিবাদে প্রকাশ্যেই ভারতকে সমর্থন করছে আমেরিকা। জাপান এবং জার্মানিও ভারতের পাশে রয়েছে। চিনের বিস্তারবাদী নীতিতে ক্ষুব্ধ বিশ্বের অন্যান্য দেশও, সকলেই ভারতের পাশে রয়েছে। এজন্য চিন যথেষ্ট অস্বস্তিতেই রয়েছে। ব্রিগেডিয়ার প্রবীর সান্যাল আরও বলেছেন, ১৯৬২ সালে যখন যুদ্ধ হয়েছিল, সেই সময় যদি এখনকার মতো চিনের বিরুদ্ধে কঠোর মনোভাব নেওয়া হত তাহলে চিনের পুনরায় সাহসই হত না। সেই সময় থেকে এখনও পর্যন্ত ভারতের শীর্ষ নেতৃত্ব দুর্বল ছিল এবং নীতিও খুব দুর্বল ছিল। এজন্যই চিন যথেষ্ট উৎসাহ পেয়েছিল। কিন্তু, প্রথমে ডোকলাম এবং এখন গালওয়ান উপত্যকায় চিনা সৈনিকদের যেভাবে প্রত্যাঘাত দেওয়া হয়েছে এবং চিনের উপর যেভাবে সর্বাত্মক কূটনৈতিক চাপ বাড়ছে, এটা নিশ্চিত হয়ে গিয়েছে যে ভারতের শক্তি সম্পর্কে বুঝতে পারছে চিন এবং ভারতীয় সেনাবাহিনীর মনোবলও যথেষ্ট বেড়েছে।

চূড়ান্ত অসচেতনতা এন আর এস হাসপাতালে

কলকাতা, ৮ জুলাই (হি. স.): বিগত কয়েক দিনে ৩২ জন কর্মী আক্রান্ত হয়েছেন এন আর এস হাসপাতালে। এদের মধ্যে যেমন চিকিৎসক রয়েছেন, ঠিক তেমনই রয়েছেন নার্স, স্বাস্থ্য কর্মীরাও। কিন্তু তা সত্ত্বেও একটুও বদলায়নি এন আর এস হাসপাতালের অসচেতনতার চিত্র টা। রোগীর পরিজনরা যে এখনও সচেতন হননি তার প্রমাণ মিলছে বারংবার। হাসপাতাল চত্বরে যেমন মাস্ক না পরেই ঘুরে বেড়াচ্ছেন মানুষ। তেমনই আবার বিভিন্ন রোগীর পরিজনরা বসছেন গা ঘেঁষাঘঁষি করে। সামাজিক দূরত্ব মানার বালাই নেই হাসপাতাল তথা সংলগ্ন চত্বরে। এমনকি জরুরী বিভাগ, ডিজিটাল এক্সরে বিভাগের সামনের ছবিটাও একই রকম। হাসপাতাল সংলগ্ন ফুটপাথের দোকান খুলেছে বেশ কিছু ব্যবসায়ী। সেখানে ভিড় করে দাঁড়িয়েই জিনিস কিনছেন ক্রেতারা। বিক্রেতারাও রয়েছেন নির্বিকার। এইভাবে হুহু করে মারণ ভাইরাস ছড়ানোর পরেও কিভাবে এত উদাসীন জিজ্ঞেস করতেই উত্তর যেন তৈরি ছিল। কারোর সাফাই, 'এতক্ষণ মাস্ক পরেই ছিলাম গরম বলে খুলেছি।' কেউ আবার বলছেন, 'খাওয়ার জন্য খুলেছি।' তবে মানুষ যে এখনও সচেতন নন সেই বিষয়টি স্পষ্ট। আর এরপরেই প্রশ্ন উঠছে, যেখানে এই ভাইরাস থেকে বাঁচার একমাত্র পথ সচেতনতা অবলম্বন করা সেখানে নাগরিকদের এই উদাসীনতা কতটা বিপদ ডেকে আনতে পারে।

আত্মনির্ভর হয়ে উঠবে

দুইয়ের পাতার পর

যছিল। যাইহোক অবশেষে আমাদের চোখ তো খুলল। ভারত-চিনের মধ্যে বাণিজ্য প্রায় ১০০ কোটি টাকার। এটা পুরোপুরি চিনের পক্ষেই। ধূর্ত চিনের সঙ্গে এত বড় স্তরের বাণিজ্য আমরা করতে পারি না। রাস্তা একটাই আমদানি বন্ধ করতে হবে।(লেখক প্রবীণ সম্পাদক, কলামিস্ট এবং প্রাক্তন সাংসদ)

মৃত বেড়ে ৪,৯২২

তিনের পাতার পর

জন, খাইবার পাখতুনখাওয়া প্রদেশে ২৮,৬৮১, ইসলামাবাদে আক্রান্তের সংখ্যা ১৩,৬৫০, বালোচিস্তানে ১০,৯১৯, গিলগিট-বালতিস্তানে ১,৫৯৫, আজাদ কাশ্মীরে ১,৪১৯।

বুধবার পাকিস্তানের ন্যাশনাল কমান্ড এন্ড কন্টোল সেন্টারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় পাকিস্তানে নতুন করে করোনা-আক্রান্ত হয়েছেন ২,৯৮০ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ৮৩ জনের। পাকিস্তানে বুধবার সকাল পর্যন্ত করোনায় মৃত্যু হয়েছে ৪,৯২২ জনের। ইতিমধ্যেই পাকিস্তানে সুস্থ হয়েছেন ১৪০,৯৬৫ জন।

চূড়ান্ত বর্ষের পরীক্ষার ব্যাপারে এবিভিপি-র স্মারকলিপি

কলকাতা, ৮ জুলাই (হি. স.) : শিক্ষার্থীর স্বার্থে চূড়ান্ত বর্ষের পরীক্ষা গ্রহণ এবং বিভিন্ন বিকল্প ব্যবস্থা বিবেচনা করা উচিত বলে দাবি করেছে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ (এবিভিপি)।

বিজ্ঞপ্তিতে এবিভিপি জানিয়েছে, বিভিন্ন রাজ্য সরকার , কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের চূড়ান্ত বর্ষের শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নের বিষয়ে যে দ্রুত সমাধানের পথ গ্রহণ করেছে তার বিস্তৃত প্রভাব এবং পরিণতিগুলি বিবেচনার জন্য এবিভিপি শৈক্ষিক সমাজের কাছে আহ্বান জানায়। করোনা মহামারীর ফলস্বরূপ হিসেবে যে অবিস্মরণীয় পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে তা শুধু আমাদের প্রতিদিনের জীবনকে এবং শিক্ষাকে নয়, সেইসাথে আমাদের ঐতিহ্যবাহী পথ থেকে দূরে সরে যেতে বাধ্য করেছে।

বিশ্ববিদ্যালয় এবং উচ্চতর শিক্ষার কেন্দ্রগুলি শিক্ষা এবং মূল্যায়ন দেওয়াতে যে দ্রুত নতুন ও উদ্ভাবনী পদ্ধতি অবলম্বন করেছে তাতে তীব্র বিতর্ক এবং আলোচনার সৃষ্টি হয়েছে। শিক্ষার ক্ষেত্রে দ্রুত সমাধান হিসাবে গৃহীত যে কোনও পদক্ষেপ যদি শিক্ষার মান অথবা শিক্ষার্থীদের সম্মানিত ডিগ্রির মান হিসাবে বিবেচনা করা হয়, সেক্ষেত্রে যথেষ্ট দূরদর্শিতা না থাকলে অদূর ভবিষ্যতে উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হওয়া বা শিক্ষার্থীদের কর্মসংস্থানের উপর দীর্ঘমেয়াদী বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে।

২৭ এপ্রিল ইউজিসি গাইডলাইনে পরীক্ষা নেওয়ার বিভিন্ন পদ্ধতি যেমন ওপেন বুক এক্সাম, প্রজেক্ট ওয়ার্ক , রিটিন অ্যাসাইনমেন্ট, প্রবন্ধ লিখন, অনলাইন বা টেলিফোনিক ভিভা-ভয়েসের মতো যোগাযোগহীন হতে পারে এমন পরীক্ষার মডেলগুলি প্রকাশিত হয়েছিল। যেখানে সম্ভব সেখানে এ জাতীয় মূল্যায়নের ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করতে হবে, কিন্তু যেসব অঞ্চলে মূল্যায়নের এইসব পদ্ধতি ব্যবহারিকভাবে গ্রহণ করা সম্ভব নয়, সেখানে পরীক্ষা সাময়িকভাবে স্থগিত করা ভালো। এইরকম সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে শিক্ষাবর্ষের সময়কাল এবং সিলেবাস হ্রাস করার মতো সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে।

অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক সুশ্রী নিধি ত্রিপাঠি জানিয়েছেন যে, 'শিক্ষার বিস্তৃতি ও লক্ষ্য এবং শিক্ষার গুণগত মান অবশ্যই বিবেচিত প্রাথমিক কারণ হতে পারে, সাথে সাথে যে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যতের বিষয়টিকেও মাথায় রাখতে হবে। নিট ও জেইই প্রবেশিকা পরীক্ষার মত তারিখ স্থানান্তরের সিদ্ধান্তে স্পষ্ট হয়েছে যে নতুন অধিবেশনগুলি ২০২০ সালের নভেম্বরে শুরু হতে পারে। সেক্ষেত্রেও বিশ্ববিদ্যালয়গুলি এবং কলেজ গুলিকে করোনা মহামারীটি নিয়ন্ত্রণের আওতায় না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে এবং তার পরবর্তী সময়ে মূল্যায়নের ভাল পদ্ধতিগুলি নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। অদূর ভবিষ্যতে ভর্তি সংক্রান্ত যে প্রশ্নগুলি উত্থাপিত হতে পারে তার বিবাদ মিটিয়ে ফেলতেও এবিভিপি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং সেই জন্য "তিনটি কাজ"- ভর্তি, পরীক্ষা এবং শিক্ষার্থীদের পরিষেবাতে ফলাফল এর ওপর দৃষ্টিপাত করে আছে।'

মেবার

● প্রথম পাতার পর

প্রতিদিন বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ত্যাগ করে জাতি-উপজাতি অংশের জনগণ আইপিএফটি দলে যোগদান করছে, তাদের সম্মান করা দরকার।বক্তব্য রাখতে গিয়ে এই কথাগুলো বলেন রাজ্যের বনমন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া।

গন্ডাছড়া আইপিএফটি ডিভিশন কমিটির উদ্যোগে বুধবার গন্ডাছড়া টাউন হলে আয়োজিত হয় এক দিবসীয় সেমিনার। এই সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের বনমন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া, ৪৪- রাইমা ভ্যালির বিধায়ক ধনঞ্জয় ত্রিপুরা, আইপিএফটি কেন্দ্রীয় কমিটির প্রচার সম্পাদক প্রেম সাধন ত্রিপুরা প্রমুখ। একদিবসীয় এই সেমিনারে বুধবার বিজেপি এবং সিপিআইএম দল ত্যাগ করে ৯০ পরিবারের ২৬১ ভোটার আইপিএফটি দলে যোগদান করে। তাদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দিয়ে দলে বরণ করেন মেবার কুমার জমাতিয়া এবং অমিত দেববর্মা। গন্ডাছড়া আসার পূর্বে মেবার কুমার জমাতিয়া আমবাসা মহকুমার গঙ্গানগরে অন্য একটি দলত্যাগ অনুষ্ঠানে অংশ নেন। সেখানে বিভিন্ন দল ত্যাগ করে ৯৫ পরিবারের ২৬৭ ভোটার বুধবার আইপিএফটি দলে যোগদান করে। মন্ত্রী গন্ডাছড়া ত্যাগ করার আগে কিছুদিন পূর্বে নিঃসংশ ভাবে হত্যা হওয়া আইপিএফটি গন্ডাছড়া ডিভিশনের মাইনোরিটি কমিটির সম্পাদক ওয়ারিশ আলীর বাড়িতে গিয়ে পরিবারের সদস্যদের সাথে কথা বলে এবং সরকারি ভাবে সাহায্য করার আশ্বস্ত করেন।

মৃত্যু

● প্রথম পাতার পর

পুকুরে ভেসে ওঠে শ্রীধাম দেববর্মার মৃতদেহ। খবর দেন এলাকাবাসী বিশ্রামগঞ্জ থানায় এবং বিশ্রামগঞ্জ স্টেশনে। খবর পেয়ে বিশ্রামগঞ্জ ফায়ার স্টেশন থেকে লোক এসে শ্রীধাম দেববর্মার দেহ বিশ্রামগঞ্জ প্রাথমিক হাসপাতালে নিয়ে গেলে ময়না তদন্তের পর শ্রীধাম দেববর্মার দেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এলাকাবাসী সূত্রে জানা যায় শ্রীধাম দেববর্মা কোন কাজকর্ম করতেন না সারাদিন মদ মত্ত থাকতেন বলে জানা গেছে। মঙ্গলবারও হয়তো মদ বেশি খেয়ে ফেলেছেন তাই বাড়িতে আর যেতে পারেননি বাড়ি থেকে ২০০ মিটার দূরে পুকুরের মধ্যে পড়ে গিয়ে হয়তোবা আর পুকুর থেকে উঠতে পারেননি। বুধবার সকাল বেলায় পুকুরের জলে ভেসে ওঠে শ্রীধাম দেববর্মার মৃতদেহ। শ্রীধাম দেববর্মার মৃতদেহ দেখে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন পরিবারের লোকজন।

নেই

● প্রথম পাতার পর

বহিঃপ্রকাশ কিনা তা নিয়ে জনমনে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। পরপর এসব ঘটনাকে কেন্দ্র করে দলীয় নেতাকর্মী সমর্থকদের মধ্যে নানা প্রশ্ন উঁকি দিচ্ছে। অবশ্য এসব বিষয়ে শাসক দলের কোনো নেতা মুখ খুলতে চাইছেন না। তাতেই রহস্য আরও ঘনীভূত হতে শুরু করেছে। বিজেপি আইপিএফটি জোট সরকারের ক্ষমতায় আসার তিন বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই যেভাবে আভ্যন্তরীণ কোন্দল প্রকাশ্যে আসতে শুরু করেছে তাতে জনমনে নানা কৌতুহলের সৃষ্টি হচ্ছে।

যুবক

● প্রথম পাতার পর

সহ আটক করা হয়েছে। এই পাম্পহাউসের মালিক রাজেশ সূত্রধর বলে জানাগেছে।এই ফেন্সিডিলগুলি বাংলাদেশে পাচার করার উদ্দেশ্যে মজুত রাখা হয়েছে পাম্পহাউসে।তাদের বিরুদ্ধে এনডিপিএস এক্ট মামলায় রুজু করা হয়েছে। মামলা নম্বর ২৩/২০। বুধবার সকালে ধৃতদের সোনামুড়া কোর্টে সুপার্দ করা হয়,। ,উদ্ধারকৃত ফেন্সিডিলের বাজার মুল্য দুলক্ষ টাকা হবে বলে জানা যায়।

যাবে

● প্রথম পাতার পর

যদি কোন অভিযোগ থাকে তাহলে এই টোল ফ্রি নম্বর ১৮০০ ১০২ ১০৮০-এ অভিযোগ দাখিল করতে পারবেন। বিভিন্ন মাইক্রো ফিনান্স ইনস্টিটিউশনের গ্রাহকদের অবগতির জন্য অর্থ দপ্তরের সচিব তথা ইনস্টিটিউশনাল ফিনান্সের অধিকর্তা এক প্রেস রিলিজে এই তথ্য জানিয়েছেন।

বটতলায়

● প্রথম পাতার পর

তথ্য সংগ্রহ করছে পুলিশ। অবশ্য, ধৃত ব্যক্তিও তদন্তে সহযোগিতা করছেন। কিন্তু ওই নগদ টাকা কীভাবে তার কাছে এসেছে পুলিশ সমস্ত কিছুর খোঁজ শুরু করছে, বলেন তিনি।

রাজধানী

● প্রথম পাতার পর

বিভিন্ন মহল থেকে জোরালো দাবি উঠেছে। পুলিশ সক্রিয় হলে এসব ঘটনা পরপর কিভাবে সংঘটিত হচ্ছে তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন সাধারণ জনগণ। পরপর এসব চুরির ঘটনার ফলে জনগণ পুলিশের ওপর আস্থা হারাতে শুরু করেছেন।

শিক্ষাই পারে শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়তে : শিক্ষামন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জুলাই।। আজ খোয়াই টাউন হলে অল ত্রিপুরা ১০,৩২৩ ভিক্টিমাইজড শিক্ষক সংগঠনের উদ্যোগে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করেন শিক্ষা, আইন ও সংখ্যালঘু উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী রতনলাল নাথ। তিনি বলেন, রাজ্যে রক্তদান উৎসবের আকার ধারণ করেছে। তিনি বলেন, রাজ্যে ২০১৭ সালে ২৭ হাজার ৫৭৪ জন রক্ত দিয়েছেন। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর ২০১৮ সালে ৩২ হাজার ৪২১ জন, ২০১৯-২০ বর্ষে ৩৩ হাজার ২৩৭ জন, ২০২০-২১ বর্ষে এপ্রিল, মে, জন এই ৩ মাসে ৭ হাজার মানুষ রক্ত দিয়েছেন। তিনি বলেন, মানুষের দেহে প্রতি সেকেণ্ডে ২৪ লক্ষ রক্তকণিকা সৃষ্টি হয় ও তার আয়ু থাকে ১২০ দিন। তিনি বলেন, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী চাইছেন আত্মনির্ভর ত্রিপুরা, দেশের প্রধানমন্ত্রী চাইছেন আত্মনির্ভর ভারত, শক্তিশালী ভারত গড়ে তুলতে। তিনি বলেন, সরকার প্রত্যেকটি মানুষের কাছে বাসস্থান, পানীয় জল, বিদ্যুৎ, স্বাস্থ্য, শিক্ষার সুযোগ পৌঁছে দিতে চায়। এটা সরকারের অগ্রাধিকারের ক্ষেত্র।

অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, সরকার গুণগত শিক্ষা ও স্বাস্থ্যে গুরুত্ব দিয়েছে। তিনি বলেন, শিক্ষাই পারে শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়তে। শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা ও দেশকে এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত বানাতে সকলকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে তিনি সকলের প্রতি আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে বিধায়ক তথা সরকারি মুখ্যসচেতক কল্যাণী রায়, বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে ছিলেন সোসাইটি অব ভলান্টারি ব্লাড ডোনার্স-এর সভাপতি চন্দন সরকার, জিলা সভাধিপতি জয়দেব দেববর্মা, জিলা পরিষদ সদস্য সুব্রত মজমদার সহ অল ত্রিপুরা ১০,৩২৩ ভিক্টিমাইজড শিক্ষক সংগঠনের কর্মকর্তাগণ। স্বাগত ভাষণ দেন সত্যকুমার দেববর্মা। আয়োজিত রক্তদান শিবিরে মোট ৯০ জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন।

ত্রাণে ৫০ কোটি টাকা

আগরতলা , ৭ জুলাই ।। অভূতপূর্ব কঠিন পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে চলেছে দেশ। এইসময়ে চন্দ্রশেখর ঘোষ ব্যক্তিগত উদ্যোগে এবং ফিনান্সিয়াল ইনক্লুশন ট্রাস্ট (ফিট) ও নর্থ-ইস্ট ফিনান্সিয়াল ইনক্লুশন ট্রাস্ট (নেফিট) বিপন্ন মানুষজনের খাদ্য জোগাতে এগিয়ে এসেছে। এজন্য তারা বিভিন্ন রাজ্য সরকারকে ২৫ কোটি টাকা এবং পিএম কেয়ার্স ফান্ডে ২৫,০১,০০,০০১ টাকা দান করেছেন। প্রতিটি পরিবারের ১৫ দিনের খাদ্যের জন্য ১,০০০ টাকা হিসেবে তারা মোট ৫০,০১,০০,০০১ টাকারও বেশি দান করেছেন, যার দ্বারা দেশের ৫ লক্ষেরও বেশি পরিবার উপকৃত হবে। উল্লেখ্য, ২০০১ সালে চন্দ্রশেখর ঘোষ একটি এনজিও রূপে বন্ধন চালু করেছিলেন, যার উদ্দেশ্য ছিল মহিলাদের ক্ষমতায়ণ ও দারিদ্র দূরীকরণ। পরবর্তীতে এনজিও'র কাজকর্মের পরিধি বিস্তৃত হয় ও উন্নয়ণমূলক কাজ চালানোর জন্য দুটি ট্রাস্ট গঠন করা হয় - ফিনান্সিয়াল ইনক্লুশন ট্রাস্ট (ফিট) ও নর্থ-ইস্ট ফিনান্সিয়াল ইনক্লুশন ট্রাস্ট (নেফিট)। ২০১৫ সালে বন্ধন ব্যাঙ্ক গঠনের পর ফিট ও নেফিট এই ব্যাঙ্কের প্রোমোটারের ভূমিকা নিয়েছে।

উপমুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

মাছ, দুধ, শাকসজী, ফল ব্যরহার স্বাস্থ্যকর। এ জন্য দিন দিন এর চাহিদাও বেড়েই চলছে। পর্যালোচনা বৈঠকে উপ-মুখ্যমন্ত্রী শ্রী দেববর্মন দপ্তর আধিকারিকদের পরামর্শ দেন বায়ো ভিলেজগুলো এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে যেখানে কোন প্রকার রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করা যাবে না। যেমন মাছ চাষ, ধান চাষ, সবজি চাষ, ফুল চাষ যাই হোক।

শ্রী দেববর্মন দপ্তর আধিকারিকদের আরও পরামর্শ দেন স্থানীয় বর্জ্য আবর্জনা ব্যবহার করে জৈবিক সার উৎপাদনের উপর গুরূত্ব দিয়ে পরিকল্পনা গ্রহন করতে। এতে বাজার থেকে জৈবিক সারক্রয় করার প্রয়োজনও পড়বে না। আর্থিক সাশ্রয় হবে। পর্যালোচনা বৈঠকে শ্রী দেববর্মন বলেন,সম্পূর্নরূপে বায়ো ভিলেজ গড়ে তুললে তা পরিবেশ বান্ধবও হবে। শ্রী দেববর্মন বলেন শুধুমাত্র বায়ো ভিলেজ গড়ে তুললেই হবে। জৈবিকভাবে উৎপাদিত ধান, শাকসবজি, ফলমুলের সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ ব্যবস্থাও গড়ে তুলতে হবে। শুধুমাত্র বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও পরিবেশ দপ্তরের একার পক্ষে কোনও গ্রামকে সম্পূর্নরূপে বায়ো ভিলেজে পরিনত করা সম্ভব নয়।

এক্ষেত্রে কৃষি, উদ্যান, মৎস্য, পশুপালন, বন দপ্তর, শক্তি পূর্ণনবীকরন দপ্তর, দূষন নিয়ন্ত্রন পর্ষদ সহ বিভিন্ন দপ্তরের প্রত্যক্ষ সহযগোীতার প্রয়োজন। পর্যালোচনা বৈঠকে বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকরা কাজে তাদের সহযগোিতার হাত বাড়িয়ে দেবেন বলে মন্ত্রীকে আশ্বস্থ করেন। পর্যালোচনা বৈঠকে আলোচনায় অংশগ্রহন করেন বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও পরিবেশ দপ্তরের সচিব শৈলেন্দ্র সিং, অধিকর্তা অনিমেষ দাশ, ট্রেডার অধিকর্তা মহানন্দ দেববর্মা, বিজ্ঞানী অঞ্জন সেনগুপ্ত, পর্ষদের চেয়ারম্যান বি. কে. আগরওয়ালসহ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিক গণ। বৈঠকে চড়িলামের ব্রজপুর বিয়ে ভিলেজের কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে প্রজেক্টরের মাধ্যমে প্রদর্শন করা হয়।

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

তাঁর কথায় 'মুখ্যমন্ত্রী মাত্রুপুষ্টি উপহার' বাবদ সরকারের ব্যয় হবে ৮ কোটি টাকা। এই কর্মসূচিতে গর্ভকালীন অবস্থায় প্রত্যেক মায়েদের প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে পরিদর্শনের সময় চারবার স্পেশাল নিউট্রিশন কিট প্রদান করা হবে। স্পেশাল নিউট্রিশন কিটে বাদাম, ভাজা ছোলা, সোয়াবিন, মিক্সড ডাল, ঘি, কাজ বাদাম, গুড়, কিশমিশ থাকবে। প্রত্যেক স্পেশাল কিটের জন্য ব্যয় হবে ৫০০ টাকা। এছাড়াও প্রধানমন্ত্রী মাত্রু বন্দনা যোজনায় সমস্ত গর্ভবতী মহিলাদের প্রথম সন্তানের জন্য তিন কিস্তিতে ৫,০০০ টাকা করে দেওয়া হয় বলে মুখ্যমন্ত্রী উল্লেখ করেন।

তিনি বলেন, রাজ্যের দক্ষিণ জেলায় কেন্দ্রীয় সরকারের বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও কর্মসূচি রূপায়িত হচ্ছে। এই কর্মসূচি রূপায়ণের ফলে দক্ষিণ জেলায় লিঙ্গ অনুপাত ৯৫১ থেকে বেড়ে ৯৬৮ জন হয়েছে। এ কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নের ফলে রাজ্যের বাকি ৭-টি জেলায় 'ত্রিপুরা বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও' প্রকল্প চালু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে ত্রিপুরা সরকারের ৭-টি জেলার জন্য বছরে ব্যয় হবে ৭০ লক্ষ টাকা।

অনুষ্ঠানে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের হাতে স্মার্ট মোবাইল ফোন এবং গর্ভবতী মহিলাদের মুখ্যমন্ত্রী মাত্রুপুষ্টি উপহার কিট তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী। 'ত্রিপুরা বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও' অভিযানের কর্ম পরিকল্পনা সংবলিত একটি বই-এর উন্মোচন করেন তিনি। এছাড়াও অনুষ্ঠানে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত এ বছরের মাধ্যমিক পরীক্ষায় কৃতী চার ছাত্রী এবং সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দফতর পরিচালিত আবাসনের ২ কৃতী ছাত্রীকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

স্থানীয়রা

● প্রথম পাতার পর

কনটেইনমেন্ট জুন তুলতে হবে কারণ যে স্বাস্থ্যকর্মীর করুণা পজিটিভ এসেছিল সে স্বাস্থ্যকর্মী সুস্থ হয়ে বাড়িতে এসেছে। এমনকি যাদের নমুনা নেওয়া হয়েছিল সকলেই নেগেটিভ এসেছে। তারপরেও ১৪ দিন পেরিয়ে ১৮ দিন হতে চলেছে। কেন কনটেইনমেন্ট জোন তোলা হয়নি। আরও অভিযোগ প্রশাসনের পক্ষ থেকে আজ পর্যন্ত সেই কুড়িটি পরিবারের কোন খোঁজখবর নেয়নি। এমনকি ন্যায্য মূল্যের দোকান থেকেও আজ পর্যন্ত কোন কিছু দেওয়া হয়নি। আরও অভিযোগ ওই কুড়িটি পরিবারের মধ্যে ১৭ টি পরিবার রয়েছে অতি গরিব। যার ফলে পরিবারগুলি অসহায় অবস্থায় আছে।

আরও অভিযোগ যদি আগামী ২৪ ঘন্টার মধ্যে কন্টাইন্মেন্ট জোন তোলা না হয় তাহলে প্রত্যেকটি পরিবারের খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে সরকারের পক্ষ থেকে। এসব দাবি নিয়ে কুড়িটি পরিবার আন্দোলন চালিয়ে যায় দীর্ঘক্ষন। আরও অভিযোগ ওই পরিবারগুলি বর্তমানে বের না হতে পেরে জমির কাজ করতে পারছে না। এমনকি রাবার বাগানেও কাজ করতে পারছে না। এখন দেখার বিষয় প্রশাসন সেই পরিবারগুলির দিকে তাকায় কি না।

ক্রীড়াঙ্গন

বিশ্বকাপ বাছাইয়ে বাংলাদেশের সব হোম ম্যাচ সিলেটে

ফিফা ও এএফসির নির্দেশনা অনুযায়ী সুযোগ সুবিধা বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে না থাকায় বিশ্বকাপ ও এশিয়ান কাপের বাছাইয়ের হোম ম্যাচগুলো সিলেটে আয়োজনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে)।২০২২ কাতার বিশ্বকাপ ও ২০২৩ সালের এশিয়ান কাপের বাছাইয়ের প্রিলিমিনারি রাউন্ডের দ্বিতীয় ধাপে বাংলাদেশের বাকি আছে চারটি ম্যাচ। ৮ অক্টোবর আফগানিস্তানের বিপক্ষে, ১৩ অক্টোবর কাতারের বিপক্ষে এবং ১২ ও ১৭ নভেম্বর যথাক্রমে ভারত ও ওমানের বিপক্ষে খেলবে দল।এই চার ম্যাচের তিনটি- আফগানিস্তান, ভারত ও ওমানের বিপক্ষে নিজেদের মাঠে খেলবে বাংলাদেশ। আফগানিস্তান ম্যাচ আগে থেকেই সিলেট জেলা স্টেডিয়ামে আয়োজনের সিদ্ধান্ত ছিল। বাকি দুটিও সেখানে নেওয়ার কথা বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকমকে জানালেন বাফুফের সাধারণ সম্পাদক আবু নাঈম সোহাগ।"ফিফা ও এএফসির ম্যাচ আয়োজনের জন্য যেগুলো অবশ্যই থাকতে হবে সেগুলোর অন্যতম হচ্ছে, গ্যালারিতে চেয়ার। বর্তমানে বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে তা নেই। মন্ত্রণালয়কে আমরা জানিয়েছিলাম, কিন্তু করোনাভাইরাস পরিস্থিতির কারণে নির্ধারিত সময়ের আগে সংস্কার সম্ভব নয়। তাই সিলেটকেই বেছে নিতে হয়েছে।"করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের কারণে ভিন্ন ভিন্ন স্টেডিয়ামে ম্যাচগুলো আয়োজনের জটিলতাও এড়াতে চাইছে বাফুফে।"ম্যাচগুলো আয়োজনের জন্য ফিফা ও এএফসি জুলাইয়ের মধ্যে আমাদের নতুন নির্দেশনা দিবে। খেলোয়াড়দের থাকা, যাতায়াত, অনুশীলনের মাঠ, স্টেডিয়ামের পরিবেশ, দর্শক উপস্থিতি থেকে শুরু করে অনেক বিষয়ে নতুন নির্দেশনা থাকবে।""করোনা পরিস্থিতির কারণে এগুলো বিভিন্ন ভেন্যুতে আয়োজন করা আমাদের জন্য কঠিন হবে। এ কারণে এক স্টেডিয়ামে হোম ম্যাচগুলো আয়োজনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।"করোনাভাইরাসের থাবায় গত মার্চে খেলা স্থগিত হয়ে যাওয়ার আগ পর্যন্ত হওয়া চার ম্যাচে তিন হার ও এক ড্রয়ে ১ পয়েন্ট নিয়ে তলানিতে আছে বাংলাদেশ। বাকি চার ম্যাচ থেকে জয় পেতে মুখিয়ে আছে জেমি ডের দল।

ভিএআরে গলদ দেখছেন লা লিগা সভাপতিও

লা লিগায় ভিএআর ব্যবহার ও এর সিদ্ধান্ত নিয়ে শুরু হওয়া বিতর্ক নতুন মাত্রা পেল হাভিয়ের তেবাসের কথায়। ভিডিও অ্যাসিসটেন্ট রেফারি প্রযুক্তিতে কিছু গলদ আছে বলে মন্তব্য করেছেন লা লিগা সভাপতি।ভিএআর নিয়ে বিতর্ক আগেও ছিল। করোনাভাইরাস বিরতি শেষে লা লিগা ফেরার পর থেকে তা আরও বেড়েছে। রেফারিদের অনেক সিদ্ধান্ত পড়েছে প্রশ্নের মুখে।
গত কয়েক রাউন্ডে বেশ কয়েকটি বিতর্কিত সিদ্ধান্ত রিয়াল মাদ্রিদের পক্ষে যাওয়ায় হয়েছে তুমুল সমালোচনা।
সরাসরি অভিযোগ এসেছে শিরোপা লড়াইয়ে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী বার্সেলোনার কয়েকজন খেলোয়াড়ের কাছ থেকে। দলটির কোচ কিকে সেতিয়েন ও ক্লাবটির প্রেসিডেন্ট জোজেপ মারিয়া বার্তোমেউও সম্প্রতি ইঙ্গিতে বুঝিয়েছেন ভিএআর থেকে রিয়াল মাদ্রিদের সুবিধা পাওয়ার কথা। ইউরোপের আরও অনেক ক্লাব প্রশ্ন তুলেছে এই প্রযুক্তির ব্যবহার নিয়ে। চলমান এই বিতর্কের মাঝে সোমবার স্প্যানিশ পত্রিকা এএসকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে এ নিয়ে অসন্তুষ্টির কথা জানান লা লিগা প্রধান তেবাস।
"ভিএআরকে আমি দশের মধ্যে সাত দেব।
এর প্রযুক্তিগত ত্রুটি রয়েছে। এর উন্নতি করতে হবে।
আমরা বিতর্কের ব্যাপারে অমনোযোগী হতে পারি না। আমরা অনেক সমস্যা দেখতে পারছি, যা খেলায় খুব প্রভাব ফেলছে।"

বিশ্বকাপে ভারতকে কেন হারাতে পারে না পাকিস্তান

সেই ১৯৯২ সাল থেকে শুরু। ২০১৯ পর্যন্ত বিশ্বকাপে ভারতের বিপক্ষে মোট ৭টি ম্যাচ খেলে একটিতেও জিততে পারেনি পাকিস্তান। সম্প্রতি পাকিস্তানের সাবেক অধিনায়ক শহীদ আফ্রিদি "ওদের এত বেশি হারাতাম যে হারের পর ভারতের খেলোয়াড়েরা এসে বলত ""ভাই, মাফ করে দাও"" বলে যে মন্তব্যটি করেছেন, তাতে রয়েছে তাঁর দেশের ক্রিকেটারদের শৌর্যবীর্যের ইঙ্গিত। কিন্তু আফ্রিদি একটি বারের জন্যও বিশ্বকাপে ভারত---পাকিস্তান ম্যাচের ফলাফলের কথা উল্লেখ করেননি।বিশ্বকাপে পাকিস্তানের বিপক্ষে ভারতের "সেভেন আপ" পারফরম্যান্স নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অনেক হাসিঠাট্টাও করেন ভারতীয়রা। ২০১৫ ও ২০১৯ বিশ্বকাপে টেলিভিশন সম্প্রচারকদের তৈরি করা বিজ্ঞাপনেও নানাভাবে এসেছে বিশ্বকাপে পাকিস্তানের বিপক্ষে ভারতের ৭—০ ব্যবধানে এগিয়ে থাকার ব্যাপারটি। কিন্তু এমনটা কেন হয়! বিশ্বকাপ এলেই ভারতের বিপক্ষে কেন পাকিস্তান নখদন্তহীন বাঘে পরিণত হয়? এর নেপথ্যের কারণ খুঁজেছেন সাবেক পাকিস্তানি অধিনায়ক ও বোলিং কিংবদন্তি ওয়াকার ইউনিস।ওয়াকার নিজেও দুবার বিশ্বকাপে ভারতের বিপক্ষে খেলেছেন। ১৯৯৬ সালে বেঙ্গালুরুতে বিশ্বকাপ কোয়ার্টার ফাইনালে পাকিস্তানের হারে তো অনেকেই তাঁকে দায়ী করেন। সে ম্যাচে প্রথমে ব্যাটিং করা ভারতকে মোটামুটি নাগালের মধ্যেই রেখেছিল পাকিস্তান। কিন্তু ওয়াকারের শেষ দুই ওভারই ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দেয়।পাকিস্তানের ফাস্ট বোলিং কিংবদন্তির শেষ দুই ওভারে ৪০ রানের মতো নিয়েছিলেন ভারতীয় ব্যাটসম্যান অজয় জাদেজা। ভারত জিতেছিল ৪৩ রানে। ২০০৩ সালে সেঞ্চুরিয়নে শচীন টেন্ডুলকার, রাহুল দ্রাবিড় আর যুবরাজ সিংয়ের কাছেই হেরেছিল পাকিস্তান। ওয়াকার ছিলেন পাকিস্তানের সেই দলের অধিনায়ক।ওয়াকার ব্যাপারটি নিয়ে সব সময়ই ভাবেন, "আমার বেঙ্গালুরুর কথা মনে আছে, মনে আছে সেঞ্চুরিয়নের কথাও। বিশ্বকাপে ভারতের বিপক্ষে পাকিস্তানের সবকটি ম্যাচই আমার মনে আছে। এর মধ্যে দুটিতে আমি খেলেছি।"নির্দিষ্ট দিনে ভারত সব সময়ই বিশ্বকাপে পাকিস্তানের চেয়ে এগিয়ে ছিল বলে মনে করেন ওয়াকার, "ভারত সব সময়ই ভালো দল। নির্দিষ্ট দিনে তারা অনেক বেশি মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিল পাকিস্তানের বিপক্ষে। ইতিবাচক মানসিকতায়, বুদ্ধিদীপ্ত ক্রিকেট খেলেই তারা আমাদের হারিয়েছে।"ভারত বুদ্ধিদীপ্ত ক্রিকেটের উল্টো দিকে পাকিস্তান বেশ কয়েকটি ম্যাচেই নিজেদের বোকামিতেই খেলা ভারতের হাতে তুলে দিয়েছে বলে অভিমত ওয়াকারের, "১৯৯৬ বিশ্বকাপ কিংবা ২০১১ বিশ্বকাপে ভারতের বিপক্ষে ভালো অবস্থানে ছিল পাকিস্তান। কিন্তু আমরা খেলা স্রেফ ভারতের হাতে তুলে দিয়ে এসেছি।"নির্দিষ্ট করে বিশ্বকাপেই ভারতের বিপক্ষে পাকিস্তান কেন জিততে পারে না, এ প্রশ্নের সঠিক উত্তরটা খুঁজেছেন ওয়াকার, "নির্দিষ্ট করে কোনো কারণ বলাটা খুবই কঠিন। কেন যেন আমরা পারি না। আমরা তো দল হিসেবে কখনোই খারাপ ছিলাম না। হয়তো চাপের মুখে পাকিস্তান টিকে থাকতে পারেনি। ভারত হয়তো চাপটা ভালোমতোই নিয়ন্ত্রণ করেছে। পুরো ব্যাপারটাই হয়তো মানসিক। নির্দিষ্ট করে কিছু বলাটা সত্যিই কঠিন।"১৯৯২ সালের বিশ্বকাপে সিডনিতে ইমরান খানের পাকিস্তানকে প্রথম হারিয়েছিল মোহাম্মদ আজহারউদ্দিনের ভারত। এরপর ১৯৯৬তে বেঙ্গালুরুতে, ১৯৯৯ সালে ম্যানচেস্টারের ওল্ড ট্র্যাফোর্ড, ২০০৩ সালে প্রিটোরিয়ার সেঞ্চুরিয়নে, ২০১১ সালে মোহালিতে, ২০১৫ সালে অ্যাডিলেডে আর ২০১৯ বিশ্বকাপে আবারও ম্যানচেস্টারের

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 02/NIT/EE/PVVD/AMP/2020-21. ated, 04-07-2020. Memo NoF.TC-I (P-I)/EE/PWD/AMP/ 2202-274 dated, 04-07-2020.
Cost of Tender form: Rs.1, 000/- , Last date of selling: 16-07-2020, Last date of dropping: 21-07-2020.

Sl No	Name of work	Estimated Cost	Earnest Money	Time for completion.	CLASS OF BIDDER
1	DNITNo. 02/DNIT/R/EE/PWD/AMP/2020-2021.	₹.4, 85,396.00	₹.4, 854.00	3(Three) months	Appropriate Class

Tender can also be seen in the website <www.tripura.nic.in> <https://tripuratenders.gov.in> <www.tALtrp.nic.initender> All other necessary information can be seen in the Division office in office hours.
For and on behalf of Governor of Tripura

(Er. B. Debbarma
Exective Engineer Amarpur Division, PWD(R&B)
Amarpur,Gomati Tripura

ICA/C-888/2020-21

No.F.18-21/Stat/For-2016-17/ 11796 Date: 01-07-2020

a	Invite No.	No.F.18-21/Stat/For-2016-17/ 11796
b	Last date and time of receipt of Quotations	8th July 2020 by 3:00 PM
c	Date and Time for Opening of Quotations	8th July 2020 at 3.30pm at Tripura Forest Department , Forest Head Quarters , Aranya Bhavan (if possible)
d	Authority for receiving the Quotations	Divisional Forest Officer (Direction Division) , Forest Head Quarters, Aranya Bhavan, Gorkhabasti , Agartala - 799006
e	E-mail ID for receiving quotations	dfodd.tfd-tr@gov.in / (copy to) dcfitnstat.tfd-tr@gov.in

SECURITY AUDIT FOR TRIPURA FOREST DEPARTMENT WEBSITE ([P address-164 .100.127.104/)
Tripura Forest Department (TFD of the Govt. of Tripura, invites quotations from CERT-IN certified security audit6rs to Mend the proposal for security audit of the website of Tripura Forest Department (IP address-164.100.127.104/).
Please send your best quote for the security audit of the TFD website to us only by email to address in Table-1 . Kindly send your quotations by speed post/registered post only with your complete postal address.
ICA/C-871/2020-21

Divisional Forest Officer Direction
Division Tripura Forest Department

DEEET-2020

Diploma Engineering Entrance Examination Tripura-2020

This year admission into Six Polytechnics of Tripura under Dept. of Higher Education, Government of Tripura willbe only through DEEET Entrance Examination.
Due to COVID-19 situation date of On-Line application is extended.
Closing date of On-Line application will be informed later.
For futher detail please go through the website www.highereducation.tripura.gov.in

Sd/- (Dr.Tirtharaj Sen.FIE)
CHAIRMAN
CENTRAL SELECTION COMMITTEE-2020

ICA-D/245/20

F.3 (6-61)/ Selection/TSACS/2018-2010/1141-1146 Dated, Agartala 8th July, 2020

Expression of Interest (EOI)

Request for Expression of Interest for short listing of NG0s/CBOs for providing services for targeted interventions (TI) in selected districts in the tatie irigturro

1. This notice follows the General Procurement Notiu: (GPM) oublished in UNDB on 6th May, 2012.
2. The Government of India has applied for financing from the International Development Association (IDA) towards the cost of the fourth National HIV/AIDS Control Project and it is intended the a part of the proceeds of this financing will be eligible payments under the contract for which this invitation is being issues. The Project is an invtervention with a goal of reducing the burden of HIV/AIDS cases in the country. The components of the project are prevention, care and support and treatment, programme management and strategic information management with one of its sub-components being targeted interventions for high risk groups, as well as utilizing civil society organizations for providing access of vulnerable populations to various HIV/AIDS interventions.
3. **Tripura State AIDS Control Society** now invites applications from interested civil society organizations (NGOs) in the West Tripura district of Tripura State for providing services to implement HIV/AIDS Targeted Interventions (Tls) with highly vulnerable population groups i.e. High Risk Groups Injecting Drug Users (IDUs). The Tls is expected to provide at least the common core services for all prevention is for IDUS HRGS such as, at a minimum: peer education, condom promotion, referral for STIS, testing, linkages to treat.nent and care and support, and needle Syringe Exchange and / or Opioid Substitution Therapy.
4. Additional information in terms of reference / scope of work, qualiiying and evaluation criteria and policy on conflict of www.health.tripura.gov.in interest may be seen on the website at **www.health.tripura.gov.in.**
5. CBO5/NGOS that are registered societies/trusts and active in community work may submit Expression of Interest in the specified format with accompanying materials **(formats are available at the website www.health.tripura.gov.in** at the address below, up to 5.30 PM on 31/07/2020.
6. Please note that this is not a request for proposals. The request for proposal will be issued to short-list NGOS only.

The Project Director
Tripura State AIDS Control Society Health & Family Welfare Department
Akhaura Road, Opposite of IGM Hospital
Agartala, Tripura West. E-mail-sacstripura2008@gmail.com

(Dr. Phanindra Majumder) Project Director
Tripura State AIDS Control Society,

PNIe-T NO.04/EE(Agri)/N/2020-21

SI. No	e-DNIT No. of the work	Estimated Cost
I	01 /SE/AGR/EE(NORTH) /2020-21	Rs.55,38,938.00

Last date & time for document downloading & bidding up-to 15.00 Hrs. on 22107/2020 and time & date of opening of the bid at 15.30 Hrs. on 22/07/2020 (if possible)
For more details kindly visit httns://trinuratenders.ov.in or office of the undersigned.
For on behalf of the Government of Tripura
ICA/C-869/2020-21 Executive Engineer
Department of Agriculture & F.W
Dharmanagar, North Tripura

PNIT NO e-PT-WEEREVABS12020-21 DATED-01107/2020

On behalf of the -Governor of Tripura' the Executive Engineer, RD Ambassa Division, Arnbassa, Dhalai District, Tripura invites e-tend,:lr from elioible b.c.Iden up to 3.00 P.M. on 21/07/2020 for 17(Seven,t.9er*.nos . Maintenance of Gir!s toilet an=d 01 (Or) no. Construction CC Drain and Petal-1'41g wall at Ganganagar R.D Block under the jurisdictionof R.D Ambassa Division. For details visit website httos://tripuratenders.aovin and contact at M-08732042622 (during office hours only). Any subsequent corrigendum will be available in the weDsite only. Also everyone is requested to give lip the usF) of plastic for the sake r,f the ea-th and also recuested to use mask on face and to keep maintain social distance to avoid COVED-19 pandemic.
ICA/C-876/2020-21 (Er. S. Biswas)
Executive Enaineer
R.D. Ambassa Division

SHORT NOTICE INVITING TENDER NO:- SDO(E)/IE-II/2020-21/02 DATED 07.07.2020

Name of Work(s):- 1. Providing internal electrification for installation of air conditioning machines in the Seminar Hall of Academic Building and Networking Room of Administrative Building of the MBB UNIVERSITY, Agartala, Tripura (W). DNIT NO:-SDO(E)/IE-II/2020-21/02
Last date for receipt of application for tender form: - 18.07.2020 Last date for issue of tender form: - 20.07.2020 Last date and time for receipt of tender document: - 22.07.2020 upto 3:00 pm. Cost of tender form: - Rs 500.00 for each work.
Details of this short NIT can be seen at Internal Electrification Sub-Division No-II, Agartala and Internal Electrification Division, Agartala.
ICA/C-882/2020-21 S.D.O. (E) I. E. Sub-Division No.-II
Agartala, West Tripura.

NOTIFICATION

It is for information to all concerned that "Sealed Tender" which was invited on behalf of the Governor of Tripura vide this office "Notice Inviting Tender" No. 1575-77/F.3(65)CTI/TRG/2014/L-Ill dated-20-05-2020 from bonafide and resourceful Contractors I Suppliers / Service Provider /Self help group located in Sepahijala District and West Tripura District for supplying food items(Breakfast, Lunch, Dinner & Two times refreshment) to the trainees and resource Persons of the Training Programme to be held at Office of the Central Training Institute, East Gakulnagar, Sepahijala, Tripura is hereby "Cancelled" due to some unavoidable circumstances.
Commandant
ICA/C-895/2020-21 Central Training Institute East
Gakulnagar, Sepahijala, Tripura

■Phone : 0381-2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018-2020

বুধবার নয়াদিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি কেবিনেট পর্যায়ের বৈঠকে যোগদান করেন। ছবি- পিআইবি।

ত্রিপুরায় চা উৎপাদন বেড়েছে ৩৪ শতাংশ, সম্ভব হয়েছে ইচ্ছাশক্তি ও পরিচালন কর্মকৌশলতায় : মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ৮ জুলাই (হি.স.) : ত্রিপুরায় চা উৎপাদন ২০১৯-২০ অর্থবর্ষে ৩৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এ-ক্ষেত্রে ইচ্ছাশক্তির পাশাপাশি পরিচালনগত কর্মকৌশলতা চা উন্নয়ন নিগমকে লাভজনক সংস্থায় পরিণত করেছে। বুধবার সচিবালয়ের প্রেস কনফারেন্স হল-এ ত্রিপুরা চা উন্নয়ন নিগমের ২ বছরের সাফল্য সম্পর্কিত পুস্তিকার আবরণ উন্মোচন করে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব দৃঢ়তার সাথে এ-কথা বলেন। সাথে তিনি যোগ করেন, ত্রিপুরায় নতুন সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর নতুন করে ২৫৩ একর চা বাগান গড়ে তোলা হয়েছে। শুধু তাই নয়, পর্যটন শিল্পের প্রসারে চা বাগানগুলিতে ইকো ট্যুরিজম গড়ে তোলা হবে।

মুখ্যমন্ত্রী এদিন বলেন, ত্রিপুরায় বর্তমানে ৫৪টি বড় চা বাগানের জমির পরিমাণ ১২,৮০০ হেক্টর। ত্রিপুরা সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে পর্যটন শিল্পের প্রসারে চা বাগানগুলির ২০ একর পর্যন্ত জায়গায় ইকো-ট্যুরিজম গড়ে তোলা হবে। এর মধ্যে লগ হাট সহ অন্যান্য বিনোদনমূলক পরিকাঠামো গড়ে তোলা হবে। তিনি বলেন, নতুন সরকার আসার পর নতুন করে ২৫৩ একর চা বাগান গড়ে তোলা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, ত্রিপুরায় চায়ের গুণগতমান উন্নত হওয়ায় কলকাতার নিলাম বাজারে এখন সর্বোচ্চ ২৩১ টাকা কেজি দরে রাজ্যের চা বিক্রি করা হয়েছে। যা নিগমের ইতিহাসে এক রেকর্ড। তিনি বলেন, দুই বছরের মধ্যে রাজ্যের চায়ের মূল্য প্রতি কেজি ১৪৭ টাকা থেকে বেড়ে ২৩১ টাকায় পৌঁছে গেছে। ত্রিপুরা চা উন্নয়ন নিগমের পরিচালনগত সাফল্যের জন্যেই তা সম্ভব হয়েছে, দাবি করেন তিনি।

তাঁর বক্তব্য, ত্রিপুরার চায়ের দেশ বিদেশে প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে চা উন্নয়ন নিগম ২০১৮ সালে বীরচন্দ্র লাইব্রেরিতে একটি টি কর্ণার চালু করেছে। এছাড়াও ত্রিপুরা চা উন্নয়ন নিগমের উন্নয়নের আরও একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হল রেশনশপেও ত্রিপুরেশ্বরী চা দেওয়া হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বর্তমানে আগরতলা পুর নিগমের অধীন সমস্ত রেশনের দোকানে ত্রিপুরেশ্বরী চায়ের প্যাকেট পাওয়া যাচ্ছে। পরবর্তী সময় রাজ্যের অন্যান্য শহর ও গ্রামীণ এলাকায়ও রেশনের মাধ্যমে ত্রিপুরেশ্বরী চা পাতা বিতরণ করার উদ্যোগ নেওয়া হবে।

তিনি আরও বলেন, ১৯৮০ সালে ত্রিপুরা চা উন্নয়ন নিগম যাত্রা শুরু করলেও রাজ্যের চায়ের কোনো ব্যাণ্ড বা লোগো ছিল না। বর্তমান রাজ্য সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর রাজ্যের চা শিল্পের প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে লোগো চালু করেছে। এই লোগোর সঙ্গে রাজ্যের ঐতিহ্যও জড়িয়ে রয়েছে।মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের বর্তমান সরকার গঠিত হওয়ার পর বিগত বছরগুলির তুলনায় নিগমের অধীনস্ত বাগানগুলির চা পাতা উৎপাদন অনেকাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। তাঁর দাবি, চা উৎপাদনে আমাদের রাজ্য বর্তমানে দেশের মধ্যে পঞ্চম স্থানে রয়েছে। এ-বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী তথ্য তুলে ধরে বলেন, ২০১৮-১৯ অর্থবর্ষে রাজ্যে কাঁচা চা পাতা উৎপাদন হয়েছিল ১৫.৫৬ লক্ষ কেজি। ২০১৯-২০ অর্থবর্ষে তা বেড়ে হয়েছে ১৬.৫০ লক্ষ কেজি।

এছাড়া ২০১৮-১৯ অর্থবর্ষে নিগমের কারখানায় তৈরি চা পাতা উৎপাদন হয়েছিল ২.৯৮ লক্ষ কেজি, ২০১৯-২০ অর্থবর্ষে তা ৩৪ শতাংশ বেড়ে হয়েছে ৪.০৪ লক্ষ কেজি। তিনি আরও বলেন, রাজ্যের চা শিল্পে বর্তমানে ১৩,৩০০ জন স্থায়ী ও অস্থায়ী কর্মী রয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের উৎপাদিত চা ব্যবহার করার জন্য রাজ্যবাসীর প্রতি আহ্বান জানান। এর ফলে চা শিল্পের উন্নয়নের পাশাপাশি রাজ্যে আরও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে বলে মুখ্যমন্ত্রী আশা ব্যক্ত করেন।

আমেরিকায় করোনায় মৃত্যু বেড়ে ১,৩১,৩৬২, সংক্রমিত ২.৯৯ মিলিয়নের বেশি

ওয়াশিংটন, ৮ জুলাই (হি.স.): দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা একের পর এক রেকর্ড গড়েই চলেছে মার্কিন মুলুকে। উদ্বেগ বাড়িয়ে বিগত ২৪ ঘন্টায় (মঙ্গলবার সারা দিনে) আমেরিকায় নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৬০,২০৯ জন। ফলে মার্কিন মুলুকে মোট আক্রান্তের সংখ্যা ২.৯৯ মিলিয়নের গণ্ডি ছাড়িয়ে গিয়েছে।

আমেরিকায় আক্রান্তের পাশাপাশি মৃত্যুও লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় আমেরিকায় মৃত্যু হয়েছে আরও ১,১১৪ জনের, ফলে মার্কিন মুলুকে করোনায় মৃত্যুর সংখ্যা প্রায় ১ লক্ষ ৩১ হাজার ৩৬২-তে পৌঁছে গিয়েছে। মার্কিন মুলুকে করোনাভাইরাসের প্রকোপ থামছেই না, অথচ প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মতে, ''আমি মনে করি আমরা ভালো স্থানেই রয়েছি।''

৬ জন কর্মী-কনস্টেবল করোনা-আক্রান্ত, ১০ জুলাই পর্যন্ত বন্ধ থাকছে গুজরাট হাইকোর্ট

আহমেদাবাদ, ৮ জুলাই (হি.স.): গুজরাটে করোনাভাইরাসের প্রকোপ ক্রমশ বেড়েই চলেছে। এবার প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হলেন গুজরাট হাইকোর্টের রেজিস্ট্রির ৬ জন কর্মী এবং ভিজিল্যান্স দফতরের একজন কনস্টেবল। করোনা-আতঙ্কে বুধবার থেকে আগামী ১০ জুলাই পর্যন্ত বন্ধ রাখা হল গুজরাট হাইকোর্ট। এই সময়ে গুজরাট হাইকোর্ট চত্বরে স্যানিটাইজেশন করা হবে।

গুজরাট হাইকোর্ট সূত্রের খবর, গুজরাট হাইকোর্টের রেজিস্ট্রির ৬ জন কর্মী এবং ভিজিল্যান্স দফতরের একজন কনস্টেবলের শরীরে মারণ কোভিড-১৯ ভাইরাসের সন্ধান মিলেছে। তাই বুধবার থেকে ১০ জুলাই পর্যন্ত বন্ধ থাকছে গুজরাট হাইকোর্ট। এই সময়ে হাইকোর্ট চত্বর স্যানিটাইজ করা হবে।

সংক্রমিত আরও ১৭৩ জন, রাজস্থানে করোনায় মৃত্যু বেড়ে ৪৭৮

জয়পুর, ৮ জুলাই (হি.স.): রাজস্থানে এক ধাক্কায় নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন আরও ১৭৩ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ৬ জনের। নতুন করে ১৭৩ জন আক্রান্ত হওয়ার পর রাজস্থানে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ২১,৫৭৭। বুধবার সকালে রাজস্থান স্বাস্থ্য দফতর জানিয়েছে, বুধবার সকাল ১০.৩০ মিনিট পর্যন্ত রাজস্থানে নতুন করে ১৭৩ জনের শরীরে করোনাভাইরাসের সন্ধান মিলেছে।

আক্রান্ত ১৭৩ জনের মধ্যে আজমের-এ দু''জন, আলওয়ারে ৮১ জন, ভিলওয়ারে ১১ জন, বিকানের-এ ৮ জন, চুরুতে ৩ জন, দুঙ্গারপুরে একজন, জয়পুরে ৩৪ জন, ঝালাওয়ারে একজন, কোটায় ১২ জন, নাগাউরে ৮ জন, রাজাসমন্দে ১০ জন এবং উদয়পুরে দু''জন আক্রান্ত হয়েছেন। ফলে রাজস্থানে করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা ২১,৫৭৭-এ পৌঁছেছে। স্বস্তির বিষয় হল, মরুরাজ্যে ইতিমধ্যেই করোনা-মুক্ত হয়েছেন ১৬,৫৮৩ জন। সক্রিয় করোনা রোগী ৪,৫১৬ এবং নতুন করে ৬ জনের মৃত্যুর পর মরুরাজ্যে করোনায় মৃত্যু হয়েছে ৪৭৮ জনের।

ফের মৃদু ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল জম্মু ও কাশ্মীর কম্পাঙ্ক ৪.৩

শ্রীনগর, ৮ জুলাই (হি.স.): ফের ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল জম্মু ও কাশ্মীরঊ বুধবার ভোররাতে মৃদু ভূকম্পন অনুভূত হয় জম্মু ও কাশ্মীরের রাজৌরির কাছে। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৪.৩। ভূমিকম্পের তীব্রতা অপেক্ষাকৃত কম থাকায় ক্ষয়ক্ষতির কোনও খবর নেই। ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজি জানিয়েছে, বুধবার ভোররাত ২.১২ মিনিট নাগাদ ৪.৩ তীব্রতার মৃদু ভূকম্পন কম্পন অনুভূত হয় জম্মু ও কাশ্মীরের রাজৌরির কাছেঊ ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল রাজৌরি থেকে ৮৪ কিলোমিটার পশ্চিম-দক্ষিণ পশ্চিমে, ভূপৃষ্ঠের মাত্র ১০ কিলোমিটার গভীরে। উল্লেখ্য, জম্মু-কাশ্মীরে মাঝেমধ্যেই মৃদু ভূকম্পন অনুভূত হয়। ২০০৫ সালের ৮ অক্টোবর কাশ্মীরে ৭.৬ তীব্রতার ভূমিকম্পে বহু মানুষের মৃত্যু হয়েছিল।

ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল আন্দামান সমুদ্র তীব্রতা ৪.৪

পোর্ট ব্লেয়ার, ৮ জুলাই (হি.স.): ফের ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল আন্দামান সমুদ্রঊ বুধবার সকালে ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে আন্দামান সমুদ্রঊ রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৪.৪। বুধবার সকালের ভূকম্পনে ক্ষয়ক্ষতির কোনও খবর পাওয়া যায়নি।

ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজি জানিয়েছে, বুধবার সকাল ৫.১৯ মিনিট নাগাদ ৪.৪ তীব্রতার ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে আন্দামান সমুদ্রঊ ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল রাজধানী পোর্ট ব্লেয়ার থেকে ৭১ কিলোমিটার পূর্বে, ভূপৃষ্ঠের ১৫০ কিলোমিটার গভীরে। তীব্র ভূকম্পনে এখনও পর্যন্ত ক্ষয়ক্ষতির কোনও খবর পাওয়া যায়নিঊ তবে, ভূমিকম্পের জেরে গোটা আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ জুড়েই আতঙ্ক তৈরি হয়ঊ যদিও, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ এমনিতেই ভূমিকম্প প্রবণ এলাকা।

একবার রক্তদান করলেই দায়িত্ব শেষ হয়ে যায়না ঃ শিক্ষামন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জুলাই।। মোহনপুর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে আজ এক মেগা স্বেচ্ছা রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করেন শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ। শিবিরে ১০৯ জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। উদ্বোধনী ভাষণে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, বর্তমান সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে রাজ্যে উৎসবের মেজাজে রক্তদান হচ্ছে। গত ১১ জন যুব মোর্চা ও এস সি মোর্চায় উদ্যোগে ১৩৭ জন, ১৫ জন মহিলা মোর্চা ও মোহনপুর প'ায়েত সমিতির উদ্যোগে ৯৪ জন এবং ৩০ জন ১০,৩২৩ চাকুরিচ্যত শিক্ষকদের পক্ষ থেকে ৮৪ জন রক্তদান করেন।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, এপ্রিল মাসে ৪৯টি রক্তদান শিবিরের মাধ্যমে ২,২০১ জন রক্তদান করেছেন। মে মাসে ৩৯টি শিবিরের মাধ্যমে ২,২৯৭ জন এবং জন মাসে ৩,০৬৮ জন রক্তদান করেছেন। তিনি আরও বলেন, একবার রক্তদান করলে দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না। আমাদের দেহে প্রতি সেকেণ্ডে ২৪ লক্ষ রক্ত কণিকা তৈরী হয় এবং ১২০ দিনের পর সেটা নষ্ট হয়ে যায়। তাই প্রতি পুরুষ ব্যক্তি প্রতি তিন মাস অন্তর এবং মহিলারা প্রতি চার মাস অন্তর রক্তদান করতে পারেন।

অনুষ্ঠানে বিশিষ্টদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মোহনপুর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন মতিলাল দাস, মোহনপুর প'ায়েত সমিতির চেয়ারম্যান রীনা দেববর্মা, সমাজসেবী পাপিয়া দত্ত, সমাজসেবী ধীরেন্দ্র দেবনাথ, সমাজসেবী শ্যামল দেবনাথ, সমাজসেবী তপন দত্ত প্রমুখ। আজকের রক্তদান শিবিরের উদ্যোক্তা ভারতীয় জনতা পার্টির ২নং মোহনপুর মণ্ডল।

পুঞ্চে সংঘর্ষ-বিরতি লঙ্ঘন পাকিস্তানের, মৃত্যু মহিলার

জম্মু, ৮ জুলাই (হি.স.): সংঘর্ষ-বিরতি ভেঙে ফের আক্রমণ শানাল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীঊ বুধবার ভোররাতে জম্মু ও কাশ্মীরের পুঞ্চ জেলার মেন্ধর সাব-ডিভিশনের বালাকোটে সেক্টরে নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর অবস্থিত ভারতীয় সেনা ছাউনি ও জনবসতিপূর্ণ এলাকা লক্ষ্য করে গোলাগুলি বর্ষণ করে হামলা চালায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনীঊ বৃহস্পতিবার ভোররাত দু''টো থেকে শুরু হয় গুলিবর্ষণ, শত্রুপক্ষকে যোগ্য জবাব ফিরিয়ে দিয়েছে ভারতীয় সেনাবাহিনীঊ গুলির লড়াই থেমে যায় ভোররাত ২.৪৫ মিনিট নাগাদ। পাক হামলায় ভারতীয় ভূখণ্ডের বালাকোটে সেক্টরে মৃত্যু হয়েছে বছর ৬৫-র একজন মহিলার, এছাড়াও একজন সাধারণ নাগরিক গুরুতর আহত হয়েছেন। প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের মুখপাত্র জানিয়েছেন, বুধবার ভোররাত দু''টো থেকে পুঞ্চ জেলার মেন্ধর ও বালাকোটে সেক্টরে নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর ছোট ও স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্র থেকে গুলি চালানোর পাশাপাশি মর্টারও নিক্ষেপ করে পাক সেনাবাহিনীঊ প্রত্যুত্তরে পাক সেনাবাহিনীকে যোগ্য জবাব ফিরিয়ে দিয়েছে ভারতীয় সেনাবাহিনীঊ ভোররাত ২.৪৫ মিনিট পর্যন্ত চলতে থাকে গুলির লড়াই। জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বালাকোটে সেক্টরে পাকিস্তানি হামলায় মৃত্যু হয়েছে একজন মহিলার এবং একজন মহিলা গুরুতর আহত হয়েছেন। স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, বুধবার ভোররাতে পাক সেনা যখন মর্টার নিক্ষেপ করছিল, তখন গবাদি পশু অন্যত্র নিয়ে যাচ্ছিল দু''জন মহিলা।

আচমকাই তাঁদের বাড়ির বারান্দায় এসে পড়ে মর্টার। ব্লক মেডিক্যাল অফিসার (মেন্ধর) ডা. পারভেজ খান জানিয়েছেন, মৃত মহিলার নাম রেশম বাই। আহত মহিলার নাম হাকাম বাই।

দুঃস্থদের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী বন্টন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জুলাই।। আগরতলা শহর সংলগ্ন টাউন প্রতাপগড়ে একতা ক্লাবের উদ্যোগে ১ নং ওয়ার্ডের দুস্থ মানুষজনের মধ্যে বুধবার খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়। এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা খাদি গ্রামোদ্যোগ পর্ষদের চেয়ারম্যান রাজীব ভট্টাচার্য সহ ক্লাবের কর্মকর্তারা। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে খাদি গ্রামোদ্যোগ পর্ষদের চেয়ারম্যান রাজীব ভট্টাচার্য বলেন, করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতিতে গরিব অংশের মানুষ নানা সংকটে পড়েছেন। রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকার পাশাপাশি বিভিন্ন ক্লাব ও সামাজিক সংস্থা গরিব মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন। একতা ক্লাবের এ ধরনের উদ্যোগে ভুয়শী প্রসংশা করেছেন তিনি। ক্লাব কর্মকর্তারা জানান আগামী দিনেও এই ধরনের সেবামূলক কর্মসূচিতে সামিল হতে তারা বদ্ধপরিকর।

এসএফআই'র উদ্যোগে রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জুলাই।। এসএফআই-এর উদ্যোগে বুধবার মেলারমাঠস্থিত ছাত্র যুব ভবনে শহিদ স্মরণে এক মেগা রক্তদান শিবিরে আয়োজন করা হয়। শিবিরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন ডিওয়াইএফআই-এর রাজ্য সম্পাদক নবারুন দেব। অনুষ্ঠানে এসএফআই রাজ্য সম্পাদক সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। রক্তদান শিবিরকে কেন্দ্র করে ছাত্র যুবদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত করা হয়।

বিকাশ-ঘনিষ্ঠ অমর এনকাউন্টারে খতম, গ্রেফতার শ্যামু বাজপেয়ী

লখনউ, ৮ জুলাই (হি.স.): পুলিশ কর্মীদের বলিদান বৃথা যাবে না, ফের জানিয়ে দিলেন উত্তর প্রদেশের এডিজি (আইন-শৃঙ্খলা) প্রশান্ত কুমার। বেশ কয়েকদিনের লুকোচুরি শেষ হয়েছে বুধবার, কানপুর এনকাউন্টার মামলায় হিস্ট্রি-শিটার বিকাশ দুবের ঘনিষ্ঠ সহযোগী তথা আত্মীয় অমর দুবেকে নিকেশ করেছে উত্তর প্রদেশ পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ)। বুধবার উত্তর প্রদেশের হামিরপুর জেলায় অমর দুবেকে নিকেশ করেছে এসটিএফ। গত সপ্তাহে কানপুরের চৌবেপুর থানার অন্তর্গত বিকারু গ্রামে ৮ জন পুলিশ কর্মী হত্যা মামলায় অভিযুক্তের মধ্যে অন্যতম ছিল অমর দুবে।

স্পেশাল টাস্ক ফোর্সের আইজি অমিতাভ জশ জানিয়েছেন, বুধবার হামিরপুর জেলার মৌদাহা গ্রামে এনকাউন্টারে নিকেশ হয়েছে গ্যাংস্টার বিকাশ দুবের ঘনিষ্ঠ সহযোগী অমর দুবে। পুলিশ সূত্রের খবর, অমর দুবের উপর পুরস্কারমূল্য ছিল ২৫ হাজার টাকা। হামিরপুরের পুলিশ সুপার শ্লোক কুমার জানিয়েছেন, বুধবারের এনকাউন্টারে আহত হয়েছেন একজন স্টেশন হাউস অফিসার এবং একজন পুলিশ কনস্টেবল। একটি স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্র ও একটি ব্যাগ উদ্ধার করা হয়েছে। তদন্ত শুরু হয়েছে। কানপুর জোন-এডিজি জানিয়েছেন, এনকাউন্টার শেষে গ্রেফতার করা হয়েছে বিকাশ দুবের ঘনিষ্ঠ সহযোগী শ্যামু বাজপেয়ীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। শ্যামুর উপর পুরস্কারমূল্য ছিল ২৫ হাজার টাকা। উত্তর প্রদেশের এডিজি (আইন-শৃঙ্খলা) প্রশান্ত কুমার জানিয়েছেন, ''কানপুর এনকাউন্টার মামলার প্রধান অভিযুক্ত অমর দুবেকে গুলি করে মেরে ফেলা হয়েছে। আমাদের জওয়ানদের বলিদান বৃথা যাবে না। বাকিদের শীঘ্রই গ্রেফতার করা হবে।''

প্রসঙ্গত, এর আগে গত শুক্রবার প্রেম প্রকাশ পান্ডে এবং অতুল দুবেকে নিকেশ করেছিল পুলিশ। এবার খতম হল অমর দুবে। অন্যদিকে, উত্তর প্রদেশের কানপুরে ৮ জন পুলিশ কর্মীকে হত্যা মামলায় হরিয়ানার ফরিদাবাদ থেকে দু''জন সন্দেহভাজনকে আটক করেছে পুলিশ। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

মহারাষ্ট্রে করোনা-প্রকোপ অব্যাহত! প্লাজমা ডোনেশন সেন্টারের উদ্বোধন করলেন শচিন

মুম্বই, ৮ জুলাই (হি.স.): করোনাভাইরাস-আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসার জন্য প্লাজমা ডোনেশন সেন্টারের উদ্বোধন করলেন প্রাক্তন ক্রিকেটার তথা কিংবদন্তী ব্যাটসম্যান শচিন তেন্ডুলকর। বুধবার সকালে মুম্বইয়ের সেভেন হিলস হাসপাতালে প্লাজমা ডোনেশন সেন্টারের উদ্বোধন করেছেন শচিন। সেভেন হিলস হাসপাতালের চিকিৎসকদের উপস্থিতিতে মুখে মাস্ক পরেই এদিন সকালে প্লাজমা ডোনেশন সেন্টারের উদ্বোধন করেছেন শচিন। প্রসঙ্গত, করোনাভাইরাসের প্রকোপে সবচেয়ে খারাপ অবস্থা মহারাষ্ট্রে। বুধবার সকাল পর্যন্ত মহারাষ্ট্রে মৃত্যু হয়েছে ৯২৫০ জনের এবং আক্রান্তের সংখ্যা ২১৭,১২১। ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়ে উঠেছেন ১১৮,৫৫৮ জন রোগী।

বিশালগড় পুরপরিষদে অনিয়মিত কর্মচারীর মা ও বাবা করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৮ জুলাই।। বিশালগড় পুরপরিষদ কার্যালয়ে এক অনিয়মিত কর্মীর পিতা, মাতা করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ায় গোটা বিশালগড় বাসির মধ্যে আতংক বিরাজ করছে। যদিও ঐ কর্মচারীর এখনও নমুনা পরীক্ষার রিপোর্ট আসেনি। খবর পেয়ে পুরপরিষদ কার্য্যালয় সম্পুর্ন ভাবে সেনিটাইজ করা হয়েছে। তাছাড়া পুরপরিষদ কার্যালয়ে এখন জনসাধারণের আনাগোনা বন্ধ রাখা হয়েছে। তবে এই ব্যাপারে জনসাধারণকে আতংকিত না হওয়ার জন্য জানিয়েছেন পুরপরিষদের চেয়ারম্যান। মাত্র কয়েকদিন আগে মুখ্যমন্ত্রীর ''''করোনা প্রতিরোধ অভিযানের ''শুভ উদ্বোধন হয়েছিল বিশালগড় পুরপরিষদ কার্যালয়ে। বিভিন্ন আধিকারিক থেকে শুরু করে বিধায়কবাবুরা এই উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন। সকলের মধ্যে আনারসের রস বিতরন করে ঐ অনুষ্ঠানের সমাপ্তি করা হয়েছিল,প্রায় কয়েকশো মানুষের ভীর জমেছিল ঐদিনের শুভ উদ্বোধন অনুষ্টানে।সকলের মধ্যে এখন আতংক বিরাজ করছে বলে জানা যায়।

তোলা না দেওয়ায় চাকুরীচ্যুত শিক্ষকের বাড়িতে হামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জুলাই।। রাজধানী আগরতলা শহর এলাকার দক্ষিণ জয়নগর চাকরিচ্যুত এক শিক্ষকের বাড়িতে হামলা ও ভাংচুরের ঘটনা সংঘটিত করেছে দুষ্কৃতিকারীরা। পরিবারের মহিলাদের সঙ্গে অশালীন আচরণ করেছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। আক্রান্ত চাকরিচ্যুত শিক্ষকের নাম স্বপন সরকার। এ ব্যাপারে পশ্চিম থানায় সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। তবে এখনো পর্যন্ত এ ব্যাপারে কাউকে গ্রেপ্তারের সংবাদ নেই।

সংবাদ সূত্রে জানা গেছে দক্ষিণ জয়নগর এলাকার বাসিন্দা চাকরিচ্যুত শিক্ষক স্বপন সরকার বিকল্প কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে দোকান খোলার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। কতিপয় দুষ্কৃতিকারী ওই চাকরিচ্যুত শিক্ষকের কাছে তোলা আদায় করার জন্য আসে। দুস্কৃতিকারীরা তার কাছে মোটা অঙ্কের টাকা দাবি করে। চাকরিচ্যুত শিক্ষক টাকা দিতে অস্বীকার করেন। আশঙ্কা করা হচ্ছে চাহিদা অনুযায়ী টাকা মিটিয়ে না দেওয়ার কারণে চাকরিচ্যুত শিক্ষকের বাড়িতে তারা হামলা সংঘটিত করেছে। বিষয়টি পুলিশকে জানানো হয়েছে।

পুলিশ দুষ্কৃতীদের পাকড়াও করার জন্য তৎপরতা অব্যাহত রেখেছে বলে জানা গেছে। চাকরিচ্যুত শিক্ষকের কাছ থেকে তোলা আদায়ের চেষ্টা এবং তার বাড়িঘরে হামলা ভাংচুরের ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্থানীয় জনমনে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। অভিযুক্তদের খুঁজে বের করে শাস্তি মূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এলাকার জনগণ প্রশাসনের কাছে জোরালো দাবি জানিয়েছেন।

আনন্দমার্গ ইউনিভার্সেল রিলিফ টিম ত্রিপুরার নতুন অফিস উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৮ জুলাই।। আনন্দমার্গ ইউনিভার্সেল রিলিফ টিম ত্রিপুরা নতুন অফিস উদ্বোধন হয় বিশালগড় সেন্ট্রাল রোড স্টেট ব্যাংকের অনতিদূরে একটি সপিং মলের নিকটে জাতীয় সড়কের পাশে। নতুন অফিস বাড়িটি ফিতা কেটে দ্বার- উদঘাটন করেন বিশালগড় পৌরমাতা রুপালি দে। অনুষ্ঠানে মাধ্যমিকে ভালো নম্বর পাওয়া ৬ জন গরীব শিক্ষার্থীদের হাতে খাতা-কলম তুলে দেন সংস্থার সদস্যরা। বুধবার বেলা সাড়ে ১১ ঘটিকায় অফিস বাড়িটির উদ্বোধন হয়। গরীব অসহায় মানুষদের কে সাহায্য করার জন্যই বিশালগড় এই অফিস উদ্বোধন হয় বলে জানান সংস্থার সভাপতি অনিল দেবনাথ এবং সংস্থার সম্পাদক প্রাণ গোপাল গোস্বামী এবং সংস্থার মিডিয়া ইনচার্জ ননীগোপাল দেবনাথ। ত্রিপুরা রাজ্যের যেকোনো অসহায় মানুষ সাহায্যের জন্য এই সংস্থার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন বলে জানান সংস্থার সদস্যরা। লকডাউন এর দিনগুলিতে এই সংস্থা সিপাহী জলা জেলার বিভিন্ন প্রান্তে অসহায় ও গরীব মানুষদের সাহায্য করেছেন খাদ্য সামগ্রী দিয়েছেন এবং হোমিওপ্যাথিক ওষুধ আর্সেনিক আর্সেনিক এলবাম ৩০ বিতরণ করেছেন। এই সংস্থা বরাবরই গরিব মানুষদের পাশে রয়েছে।

২৪ ঘন্টায় মৃত্যু ৪৮২ জনের, ভারতে সুস্থতার হার বাড়ছেই : স্বাস্থ্য মন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ৮ জুলাই (হি.স.): ভারতে কোভিড-১৯ নভেল করোনাভাইরাসের প্রকোপ থামছেই না! কোনও ভাবেই সংক্রমণ ও মৃত্যুতে রাশ টানাই যাচ্ছে না। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় (মঙ্গলবার সারাদিনে) নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ৪৮২ জনের মৃত্যু হয়েছে। এই সময়ে ভারতে নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন ২২,৭৫২ জন। বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ২০,৬৪২ জন এবং সংক্রমিত ৭,৪২,৪১৭ জন। এখনও পর্যন্ত করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৪,৫৬,৮৩১ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী, বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ৭,৪২,৪১৭ জন (সক্রিয় করোনা রোগী ২,৬৪,৯৪৪)। এখনও পর্যন্ত গোটা দেশে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ২০,৬৪২। এর মধ্যেই চিকিৎসায় সুস্থ হয়ে উঠেছেন ৪,৫৬,৮৩১ জন।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক বুলেটিনে জানিয়েছে, ২০,৬৪২ জনের মধ্যে অন্ধ্রপ্রদেশে ২৫২ জনের মৃত্যু হয়েছে, অরুণাচল প্রদেশে দু''জন, অসমে ১৪ জন, বিহারে ১০৪ জনের, চন্ডীগড়ে ৭ জন, ছত্তিশগড়ে ১৪ জন, দিল্লিতে ৩১৬৫ জনের, গোয়া ৮ জন, গুজরাটে ১৯৭৭ জনের, হরিয়ানায় ২৭৯ জনের, হিমাচল প্রদেশে ১১ জনের, জম্মু-কাশ্মীরে ১৪৩ জনের, ঝাড়খণ্ডে ২২ জনের, কর্ণাটকে ৪১৬ জন প্রাণ হারিয়েছেন, কেরলে ২৭ জন, লাদাখে একজন, মধ্যপ্রদেশে ৬২২ জন, মহারাষ্ট্রে ৯,২৫০ জনের মৃত্যু হয়েছে, মেঘালয়ে একজন, ওডিশায় ৪২ জনের, পুদুচেরিতে ১৪ জন, পঞ্জাবে ১৭৫ জন, রাজস্থানে ৪৭২ জনের, তামিলনাড়ুতে ১,৬৩৬ জন, তেলেঙ্গানায় ৩১৩ জন, ত্রিপুরায় একজন, উত্তরাখণ্ডে ৪৩ জন, উত্তর প্রদেশে ৮২৭ জন এবং পশ্চিমবঙ্গে ৮০৪ জন প্রাণ হারিয়েছেন।

করোনা-আক্রান্তের নিরিখে দেশের মধ্যে এগিয়েই রয়েছে মহারাষ্ট্র। মহারাষ্ট্রে আক্রান্তের সংখ্যা ২,১৭,১২১-এ পৌঁছেছে। দিল্লিতে আক্রান্ত ১০২,৮৩১, গুজরাটে ৩৭,৫৫০, পশ্চিমবঙ্গে আক্রান্তের সংখ্যা ২৩,৮৩৭, উত্তর প্রদেশে ২৯,৯৬৮ এবং তামিলনাড়ুতে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ১১,৮৫,৯৪। মৃত্যু ও আক্রান্তের সংখ্যা যতটা দ্রুত গতিতে বাড়ছে, ঠিক ততটাই দ্রুত গতিতে চলছে নমুনা পরীক্ষা। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ জানিয়েছে, ৭ জুলাই পর্যন্ত ১,০৪,৭৩,৭৭১টি নমুনা পরীক্ষা হয়েছে। শুধুমাত্র ৭ জুলাই ২,৬২,৬৭৯ টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।